পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 73 Wednesday, 12 February, 2025 ✻ ৩০ বর্ষ, ৭৩ সংখ্যা ✻ ২৯ মাঘ ১৪৩১, বুধবার, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

'বাংলার শিল্প ২৪ শতাংশ থেকে ৩.৫ শতাংশে নেমেছে'

মমতার বাজেট পেশের আগে খোঁচা নির্মলার

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ নির্মলার বাজেট সোনার হরিণের মতোই মরীচিকা। কয়েকদিন আগেই কেন্দ্রের বাজেট নিয়ে এ ভাষাতেই তোপ দেগেছিলেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী অভিষেকের এও দাবি ছিল, গোটা বাজেটই আসলে বিহারের নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে করা হয়েছে। বাজেট পেশের পর থেকে খোঁচা দিয়েই চলেছেন তৃণমূল নেতারা। এবার বাজেটের জবাবী বক্তৃতায় তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণ। 'বলা হয়েছে বাংলা বিরোধী বাজেট। তৃণমূল জনতা বিরোধী।' তীব্র আক্রমণ করে বসলেন নির্মলা। আর তিনি যখন এ কথা বলছেন, তার কিছু ঘণ্টা পরেই বাংলার বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে রাজ্যের পূর্ণাঙ্গ বাজেট। সংসদে বাংলার জন্য এবার বাজেটে রেলের বিভিন্ন প্রকল্পের উল্লেখও করেন অর্থমন্ত্রী। দাবি করেন, অতীতের তুলনায় অনেক বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে এবার। বেশ কিছু তথ্যও তুলে ধরেন। খোঁচা দেন কেন্দ্রের

বরাদ্দ হাতে নেওয়ার পর গুচ্ছ গুচ্ছ দুর্নীতির অভিযোগ নিয়েও। তাঁর কথায়, ''অন্যান্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও ২০১৬-১৭ সাল থেকে পিএম আবাস যোজনা গ্রামীণ প্রকল্প চালু হয়েছিল। সরকার কেন্দ্রীয় অংশীদারিত্বের টাকা হিসেবে ২৫৭৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে ২০১৬-১৭ সাল পর্যন্ত। ব্যাপক অভিযোগ এসেছে দুর্নীতির। সরকারি নিয়ম-নীতি মানা হয়নি। অযোগ্যদের দেওয়া হয়েছে।'' তাঁর দাবি, একই ধরনের অভিযোগ এসেছে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে। কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রক সরকারের কাছে বারবার জবাব চেয়েছে। এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। এদিন শুরু থেকেই কার্যত বাংলার সরকারের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত ছিলেন নির্মলা। সূত্রের খবর, একশোদিনের কাজ থেকে মিড ডে মিল, আয়ুষ্মান ভারত, সব কিছু নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। এদিন সংসদে ঘাসফুল শিবিরের বিরুদ্ধে আক্রমণের সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, ''তৃণমূল স্তরের মানুষকে লুটে নেওয়া হয়েছে। মনরেগায় প্রচুর ভুয়ো কার্ড তৈরি হয়েছে। মিড ডে মিলে ১০০ কোটি টাকার দুর্নীতি। রেশন মাফিয়াদের দাপট চলেছে। আয়ুষ্মান ভারত ব্লক করা হয়েছে।'' তাঁর দাবি, গোটা দেশে যেখানে ৭৪ শতাংশ নলবাহী পানীয় জলের হার। সেখানে পশ্চিমবঙ্গে মাত্র ৪৩ শতাংশ। নির্মলার সাফ কথা, বাংলায় কাজ নেই, শিল্প নেই, ভিশন নেই। ১৯৪৭ সালে গোটা দেশের শিল্পের মধ্যে ২৪ শতাংশ ছিল পশ্চিমবঙ্গের। যা এখন ৩.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলায় রোজগারের হার নিয়েও তোপ দাগেন। খোঁচা দিয়ে বলেন, ''বাংলায় মাথাপিছু রোজগারের হার গত কুড়ি বছর ধরে দেশের অন্যান্য রাজ্যের অনেক পেছনে ২৩তম স্থানে রয়েছে।''

'প্রশাসনকে দূষিত করে', সন্দীপের বিরুদ্ধে অভিযোগকে গুরুতর বললেন বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় উষ্মা প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। সন্দীপ-সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। একজন অধ্যক্ষের আর্থিক দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগকে গুরুতর বলল হাইকোর্ট। মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, সন্দীপ ঘোষ-সহ বাকিদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তা অত্যন্ত গুরুতর। এদিন মামলার শুনানিতে আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, এই ধরনের দুর্নীতি হয়ে থাকলে প্রশাসনের অভ্যন্তরে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আছে। এই ধরনের দুর্নীতি স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং প্রশাসনকে দূষিত করে। এই ধরনের মামলায় কেন দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা দরকার, তাও বলেন বিচারপতি। তিনি বলেন, ''এই ধরনের ক্ষেত্রে আইন মেনে দ্রুত বিচার সংগঠিত করতে পারলে সাধারণ মানুষের মনে বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা বাড়ে।'' অভিযুক্তদের দ্রুত অভিযোগমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত বলে তিনি মন্তব্য করেন। মামলার শুনানি চলাকালীন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, ''যদি কোনও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ ওঠে, তাহলে দ্রুত তাঁর অভিযোগমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত।'' বিচারপতি নির্দেশ দেন, আগামীকালের (বুধবার) মধ্যে সমস্ত নথির স্ক্যান করা কপি অভিযুক্তদের দেবে সিবিআই। সেই নথি যাচাই করে নিম্ন আদালতে নিজেদের বক্তব্য জানাতে পারবেন অভিযুক্তরা। এদিন সন্দীপের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য বিচারপতিকে অনুরোধ করেন, দুর্নীতি সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ যেন বাদ দেওয়া হয়। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বক্তব্য, দুটি বিষয়ে আদালত সতর্ক। প্রথমত, সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে দ্রুত তাঁকে অভিযোগমুক্ত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক অভিযুক্তকেই তাঁর বক্তব্য পেশ করতে দিতে হবে। আগামী মঙ্গলবার হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

পার্থদের হাত ধরে গিয়েছিলেন তৃণমূলে, বুধবারই 'ঘরে' ফিরছেন প্রণব-পুত্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ তৃণমূল ছেড়ে ফের কংগ্রেসে ফিরতে চলেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। এই খবর সামনে আসতেই বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায় শুরু হয়েছে জোর চর্চা। ২০২১ সালের ৫ জুলাই পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়দের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন অভিজিৎ। তারপর কেটেছে দীর্ঘ সময়। বঙ্গে রাজনীতিতেও বদলেছে অনেক সমীকরণ। বঙ্গ রাজনীতির আঙিনায় এক সময়ের জোটসঙ্গী কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের কংগ্রেসের সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়। রোজই নানা ইস্যুতে ঘাসফুল শিবিরের বিরুদ্ধে তোপ দেগে চলেছেন অধীর চৌধুরী, শুভঙ্কর সরকারের মতো হেভিওয়েট নেতারা। এদিকে বছর ঘুরলেই আবার লোকসভা ভোট। তার আগে প্রণব পুত্রের 'ঘরে' ফেরা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটা বড়

অংশের। বুধবার সেই যোগদান হতে চলেছে বলে খবর। দুপুর একটা নাগাদ বিধানভবনে কংগ্রেস নেতাদের হাত ধরে হাত শিবিরে যোগ দিতে চলেছেন অভিজিৎ। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রী শুভঙ্কর সরকার, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক, বিধায়ক গুলাম আহমেদ মীর। থাকার কথা সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারি এবং পশ্চিমবঙ্গের সহ-পর্যবেক্ষক অম্বা প্রসাদ, আসাফ আলী খানের। থাকছেন অন্যান্য প্রাদেশিক এবং জেলা নেতৃত্বও। প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ছেড়ে যাওয়া জঙ্গিপুর আসন থেকে জিতে লোকসভায় যান অভিজিৎ। ২০১৪ সালে জিতে ফের সাংসদ হন। ২০১৯ সালে তৃণমূল প্রার্থীর কাছে হেরে যান প্রণব পুত্র।

বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই বৈঠক বিএসএফ-বিজিবি-র

'বড় সমঝোতা' দুই দেশেরই

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের বাড়ি ভাঙচুরের পর থেকে নতুন করে ফের একবার উত্তপ্ত হয়েছে বাংলাদেশ। তবে এই সবের মধ্যে সীমান্তে কিন্তু অশান্তি থামছে না। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে যেমন বিজিবির-র সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছে, তেমনই আবার সীমান্তে যে সকল কৃষকদের জমি রয়েছে তাদের ফসল চুরির অভিযোগ আসছে। এই চাপানউতোর পরিস্থিতির মধ্যে ফের একবার বিএসএফ ও বিজিবি বৈঠকে বসল। সীমান্তে শান্তি বজায় রাখতে দুই দেশই তৎপর হয়েছে। উভয়ই সর্বসম্মতভাবে একমত হয়েছে যে পরস্পরকে সাহায্য করবে। এ দিন বৈঠক করেন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ দক্ষিণ বঙ্গ সীমান্তের ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী মনিন্দর পি.এস.পাওয়ার এবং বর্ডার বিজিবি-র উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এস.এম.জাহিদুর রহমান বৈঠকে বসেন। বৈঠকে সীমান্তে শান্তি জোরদার, সমন্বয় বৃদ্ধি এবং উভয় দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার আবেদন করা হয়। এছাড়া সীমান্তবর্তী অঞ্চলে উন্নয়নের তদারকি, বেআইনি পাচার রোধে কী কী করনীয় তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এ দিন। তবে সীমান্তের পরিস্থিতি নিয়ে এদিন বিশেষভাবে

জোর দিতে বলা হয়। দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের আইজি জোর দিয়ে বলেন, সীমান্তে শান্তি বজায় রাখতে দু'দেশের আধা সেনারই ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উল্লেখ করেন, উভয় বাহিনীর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় কেবল সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করবে না, বরং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককেও নতুন উচ্চতায় উন্নীত করবে। বৈঠকে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং যৌথভাবে নিরাপত্তার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে। বিএসএফ ও বিজিবি সর্বসম্মতভাবে একমত হয়েছে, দুই দেশ পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। সমন্বয় আরও প্রসারিত হবে। শান্তি বজায় রাখতে একে অপরকে সাহায্য করবে।

মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনা! ১০ জনের মৃত্যু

জব্বলপুর, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ বুধবারই মাঘি পূর্ণিমা। সেই উপলক্ষ্যে পুণ্যস্নানের জন্য উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে ভিড় বাড়ছে পুণ্যার্থীদের। সে সড়ক হোক রেল বা বিমান, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাখো লাখো মানুষ আসতে শুরু করেছেন। সময় যত গড়াচ্ছে ভিড় সামাল দিতে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় প্রশাসনের। তার মধ্যেই প্রয়াগরাজে আসার পথেই হোক বা বাড়ি ফেরার সময় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক পথ দুর্ঘটনার খবর সামনে আসছে। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে মিনিবাস ও ট্রাকের মুখোমুখি ধাক্কায় মৃত্যু হল সাত পুণ্যার্থীর। গুরুতর আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। আহতদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে। জানা গেছে, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে বাসে চেপে প্রয়াগরাজে গিয়েছিলেন ২৫জন পুণ্যার্থী।

সোমবার রাতে পুণ্যস্নান সেরে উত্তরপ্রদেশ থেকে রওনা দেয় বাসটি। মঙ্গলবার সকালে বাসটি মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে এলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মালবাহী ট্রাকটি ধাক্কা মারে বলে খবর। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কুয়াশার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তবে চালকের কোনও ত্রুটি ছিল কি না তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মালবাহী ট্রাকটি হাইওয়ের ভুল লেন ধরে আসছিল। ঘন কুয়াশার জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পরে সেটি পুণ্যার্থীবোঝাই বাসে ধাক্কা মারে। সময় যত গড়াচ্ছে প্রয়াগরাজের পরিস্থিতি আরও খারাপ হচ্ছে। অভিযোগ, ট্রেনে তিলধারণের জায়গা যেমন নেই, তেমনি সড়ক পথে আসতে গিয়ে চার ঘণ্টার রাস্তা পেরোতে সময় লেগে যাচ্ছে ১২ ঘণ্টারও বেশি। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানেই দেখা যাচ্ছে, প্রয়াগরাজে যাওয়ার ৩৫ কিলোমিটার আগে থেকেই রাস্তায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি। অন্যদিকে, এদিন ভোরে আরেকটি পৃথক দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু ও দু'জন গুরুতর আহত হয়েছেন বলে খবর। মঙ্গলবার ভোরে বিহারের কৈমুর জেলায় একটি ট্রাক ও অটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম অঞ্জু সিং, দীপক কুমার ও রাজকুমার সিং। আহত হয়েছেন অঞ্জলি কুমার ও কাঞ্চন সিং। সকলেই ঔরঙ্গবাদের বাসিন্দা বলে খবর। অটো চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারলে ঘটে যায় দুর্ঘটনা।

কথা রাখেননি মুখ্যমন্ত্রী! এগরার ঘটনা টেনে কল্যাণী বিস্ফোরণ কাণ্ডে বড় অভিযোগ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩ সালের মে মাস। ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার খাদিকুল গ্রাম। বেআইনি বাজি বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল ১১ জন গ্রামবাসীর। গত শুক্রবার নদিয়ার কল্যাণীতে বাজি বিস্ফোরণে চারজনের মৃত্যুর ঘটনা এগরার সেই ভয়াবহ স্মৃতি উস্কে দিয়েছে। মঙ্গলবার এ বিষয়েই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব তথা মুখ্যমন্ত্রীর বর্তমান মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেন, ''এগরার বিস্ফোরণের পর মুখ্যমন্ত্রী এবং তৎকালীন মুখ্যসচিব বাজি কারখানা নিয়ে অনেক প্রতিশ্রুতির কথা শুনিয়েছিলেন। আসলে মানুষকে বোকা বানানোর জন্য যে সে সময় ওই সব প্রতিশ্রুতিগুলি দেওয়া হয়েছিল, তা তো কল্যাণীর ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। স্পষ্ট হল, মুখ্যমন্ত্রী নিজের দেওয়া কথা রাখেন না।'' একই সঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন, ''বাজি কারখানার বিরোধিতা কেউ করছে না। কিন্তু এটা যে বাজি কারখানা সেটা কে প্রমাণ করবে? রানাঘাটের পুলিশ সুপার নিজে বলছেন, কল্যাণীর ওই বাজি কারখানার কোনও লাইসেন্স ছিল না।'' বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, ''আসলে বাজি কারখানার ক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নির্দেশিকা রয়েছে। আদালতের তরফেও কিছু গাইড লাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সেগুলি মেনে বাজি কারখানা করলে তো কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ, এই শিল্পের সঙ্গেও লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়িয়ে। কিন্তু সরকার তাদের জন্য ন্যূনতম সুরক্ষার ব্যবস্থা করছে না বলেই বারে বারে এমন বেআইনি বাজি কারখানা গজিয়ে উঠছে আর বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে।'' কল্যাণীর বিস্ফোরণ কাণ্ডে ইতিমধ্যে কারখানার মালিক খোকন বিশ্বাসকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। খোকনের সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই বলে দাবি করতে শুরু করেছেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা। যদিও এ ব্যাপারে শুভেন্দুর চ্যালেঞ্জ, ''খোকন বিশ্বাস তৃণমূলের লোক বলেই এভাবে বেআইনি বাজির ব্যবসা চালু করতে পেরেছিল। এখন ফেঁসে গিয়ে ওর দায় ঝেড়ে ফেলতে চাইছেন নেতারা। আপনার বলুন না, খোকনের সঙ্গে কতজন তৃণমূল নেতার ছবি দেখতে চান? আমি দেব!''

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে বড় 'অস্ত্র' পেয়ে গেল সিবিআই, তদন্তের মোড় ঘুরবে শীঘ্রই?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত চলছে। কিন্তু মাঝপথে সেই তদন্ত শ্লথ গতিতে চলছে। কারণ, কোনওভাবেই সংগ্রহ করা যাচ্ছে না সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকুর' কণ্ঠস্বরের নমুনা। যেদিনই 'ডেট থাকে, সেইদিনই অসুস্থ তিনি। বেশ কয়েকদিন ধরে এইভাবেই চলছিল কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর। কোনও ভাবেই তাঁর গলার নমুনা সংগ্রহ করতে পারছিলেন না কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। অবশেষে দীর্ঘ টালবাহানার পর সুজয়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হল। নিয়োগ মামলায় এটি যে গোয়েন্দাদের কাছে অন্যতম বড় 'অস্ত্র' তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মঙ্গলবার বিশেষ সিবিআই আদালতে কালীঘাটের কাকুর ভয়েস স্যাম্পেল নেওয়া হয়েছে। এই নমুনা এবার পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক ল্যাবে। সিবিআই-এর হাতে যে অপর একটি রেকর্ডিং রয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে তা সুজয়ের কণ্ঠস্বর কি না। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই দীর্ঘদিন ধরে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর নেওয়ার চেষ্টা করছিল। তবে তিনি অসুস্থ থাকায় বারবার গড় হাজির ছিলেন। সেই কারণে নমুনা সংগ্রহ প্রক্রিয়া এতটা দেরিতে হয়। ফলে তদন্তের ক্ষেত্রেও যথেষ্ঠ সমস্যায় পড়তে হয় এজেন্সিকে। এই নমুনা সংগ্রহের পরই চার্জশিট জমা দেবে সিবিআই। সেখানে তাঁর যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ থাকবে সেখানে।

'পৃথিবীর সমস্যা মিটছে না, চাঁদে যাওয়ার চেষ্টা!' মহাকুম্ভ ইস্যুতে যোগীকে খোঁচা অখিলেশের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ হাতেগোনা আর কিছু সময় বাকি। বুধবার ভোর হতেই মহাকুম্ভে পুণ্যস্নান সারবেন লাখো লাখো মানুষ। ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে শেষ মুহূর্তের কাউন্টডাউন। কিন্তু পুণ্যলাভের আশায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এলেও প্রয়াগরাজে ঢুকতেই পারছেন না অনেকে। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ৩৫ কিলোমিটার দূর থেকে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়ি। যেদিকেই চোখ যাচ্ছে ভয়াবহ অবস্থার ছবি সামনে আসছে। এবার সংসদে দাঁড়িয়ে উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারের সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবারই প্রয়াগরাজের অচলাবস্থা নিয়ে ডবল ইঞ্জিন সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে অখিলেশের কটাক্ষ ''... কুম্ভে যাওয়া ভক্তরা ৩০০ কিলোমিটার আগে থেকেই যানজটে আটকে পড়েছিলেন। এটাই কি বিকশিত ভারত? যেখানে যানজট সামলাতে সরকারের মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। যখন আমরা যানজট সামলাতে পারছি না, তখন চাঁদে গিয়ে লাভ কী?'' এরপরই ডবল ইঞ্জিন সরকারকে ব্যঙ্গ করে অখিলেশের কটাক্ষ, ''ডবল ইঞ্জিন সরকার ডবল ভুল করছে।'' চলতি বছর মহকুম্ভ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যোগী আদিত্যনাথ সরকারের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কিন্তু সময় যত এগিয়েছে একের পর এক ধাক্কা খেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সরকার। কুম্ভের তাঁবুতে আগুন লেগেই হোক বা পদপিষ্টের মতো ঘটনা, তবুও প্রয়াগরাজে রেকর্ড ভক্তসমাগম কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। যার জেরে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটলেও তা সামাল দিতে ব্যর্থ ডবল ইঞ্জিন সরকার, এমনটাই অভিযোগ সমাজবাদী পার্টির নেতার। মঙ্গলবার সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, মেলা চত্বরে কোনও গাড়ি প্রবেশ করানো যাবে না। দু-চাকা থেকে চার-চাকা, সব গাড়ি প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। তবে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকতে পারে। এদিকে ভক্তরা যে গাড়ি নিয়ে আসবেন সেই গাড়িগুলির পার্কিং নিয়েও নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে। গোটা প্রয়াগরাজ শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। এদিন বিকেল ৫টার পর থেকে শহরে বাইরের জেলা বা রাজ্য থেকে আসা গাড়ি ঢুকতে দেওয়া একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে যোগী সরকার। মাঘি পূর্ণিমার পুণ্য তিথি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই নিয়ম লাগু থাকবে।

পাঠিয়েছেন দূত, ভাষণ দিতে চান ধনখড়! বিধানসভায় বসছে বিশেষ অধিবেশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্য বিধানসভায় ভাষণ দিতে চান উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। বিশেষ অধিবেশন ডাকা হতে পারে বিধানসভায়। সূত্রের খবর এমনটাই। দূত মারফত বিধানসভার অধ্যক্ষকে প্রস্তাব পাঠান উপরাষ্ট্রপতি। তা নিয়েই এখন জোর চর্চা চলছে বিধানসভার অন্দরে। সূত্রের খবর, উপ রাষ্ট্রপতির সচিব সুনীল গুপ্ত বিধানসভায় এসেছিলেন। তিনি স্পিকারকে বলেন যে উপ রাষ্ট্রপতি বিধানসভায় এসে বলতে চান। তারপরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিন্তু, বাজেট অধিবেশন বক্তৃতা করার সুযোগ নেই। ফলে বিশেষ অধিবেশন ডাকতে হবে। সেই কারণেই বিশেষ অধিবেশন ডাকার পথে বিধানসভা। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত কবে বিধানসভায় পা রাখেন ধনখড়। প্রসঙ্গত, দেশের উপরাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে বাংলার রাজ্যপালের দায়িত্ব সামলেছিলেন ধনখড়। যদিও তাঁর সময়কালে একাধিক ইস্যুতে রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের রাস্তা ক্রমেই চওড়া হয়েছিল। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোরের অন্ত ছিল না। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন হোক বা শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রতি ইস্যুতেই মত পার্থক্য দেখা গিয়েছিল রাজ্য-রাজ্যপালের মধ্যে। পরবর্তীতে ধনখড়ের জায়গায় এসেছেন সিভি আনন্দ বোস। কিন্তু, তাতেও যে পরিস্থিতির খুব একটা বদল হয়েছে এমনটা নয়। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, ''উপরাষ্ট্রপতি বিধানসভা এসে বক্তব্য রাখতে চান সংবাদমাধ্যমের থেকে জানতে পেরেছি। আশা করব, উনি যেন নিজের মতো ভাষণ দেন। কারও লেখা বা কারও লিখে দেওয়া দেখে যেন বক্তব্য না রাখেন। উনি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তাই উনি জানেন কি বলবেন।'' কুণাল যদিও বলছেন, বঙ্গ বিধানসভায় যে আকর্ষণ ও গরিমা-এটা তারই প্রতিফলন।

মেডিক্যাল কলেজগুলিতে নির্বাচন নিয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে?

রাজ্য গ্রিভান্স সেলকে প্রশ্ন জুনিয়র ডাক্তারদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ চিকিৎসকদের অভাব-অভিযোগ শুনবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ধনধান্য স্টেডিয়ামে সিনিয়র-জুনিয়র চিকিৎসক, পড়ুয়াদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। সেই বৈঠকের নাম দেওয়া হয়েছে 'চিকিৎসায় অপর নাম সেবা'। মুখ্যমন্ত্রীর সেই বৈঠকের আগে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে বৈঠক করছেন রাজ্য গ্রিভান্স সেলের সদস্যরা। মঙ্গলবার কলকাতার দুটি মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক, পড়ুয়াদের সঙ্গে তাঁরা বৈঠক করেন। সেখানে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে নির্বাচন থেকে শুরু করে চিকিসক ঘাটতির কথা উঠে আসে। মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের আগে চিকিৎসক, পড়ুয়াদের অসন্তোষের হদিশ পেতে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে বৈঠক করছে রাজ্য গ্রিভান্স সেল। এদিন ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও এনআরএসে চিকিৎসক, পড়ুয়াদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্য গ্রিভান্স সেলের সদস্যরা। গ্রিভান্স সেলের চেয়ারম্যান সৌরভ দত্ত দুটি মেডিক্যাল কলেজে বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন। দুটি বৈঠকেই চিকিৎসকের ঘাটতি নিয়ে সরব হন মেডিক্যাল কলেজগুলির

বিভাগীয় প্রধানরা। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল বিশ্বাস বলেন, ''২৬টা মেডিক্যাল কলেজে রয়েছে রাজ্যে। ফ্যাকাল্টির সমস্যা সব মেডিক্যাল কলেজেই রয়েছে। সেগুলি তুলে ধরা হয়েছে।'' সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম কার্যকর নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে আলোচনায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্টের তরফে অনিকেত কর বলেন, ''মার্চে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে নির্বাচনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু, ফেব্রুয়ারির প্রথম ১০ দিন পেরিয়ে গেলেও তা নিয়ে কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি।'' এদিন বিষয়টি উত্থাপন করা হয় বৈঠকে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা ও হাসপাতালগুলিতে দালালরাজ শেষ করতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে, সেই প্রশ্নও তোলেন জুনিয়র ডাক্তাররা। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে সংগঠনগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো হবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য গ্রিভান্স সেলের চেয়ারম্যান সৌরভ দত্ত বলেন, ''কোনও সংগঠনকেই আলাদা করে ডাকা হচ্ছে না। যাঁরা চাইবেন, তাঁরা সেখানে থাকতে পারবেন।'' মেডিক্যাল কলেজগুলিতে নির্বাচন ও সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেম নিয়ে তিনি বলেন, ''ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে এখনও কোনও কিছু আমাদের জানানো হয়নি। সেন্ট্রাল রেফারেল সিস্টেমের কথা নিশ্চয় ভাবব।'' মেডিক্যাল কলেজগুলিতে চিকিসক ঘাটতির কথা মেনে নিয়ে তিনি বলেন, ''আদালতে মামলার জন্য চিকিৎসকদের নিয়োগ নিয়ে একটা সমস্যা রয়েছে। তারপরও কী করা যায়, তা নিয়ে আমরা ভেবে দেখব।''

মহাকুম্ভের ৩০-তম দিন, ত্রিবেণী সঙ্গমে ৪৩ কোটির বেশি ভক্তের পুণ্যস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মঙ্গলবার ৩০-তম দিনে পড়ল মহাকুম্ভ মেলা। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল, ত্রিবেণী সঙ্গমে মঙ্গলবারও পুণ্যস্নান করলেন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীরা। এখনও পর্যন্ত মহাকুম্ভের সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন প্রায় ৪৩ কোটির বেশি ভক্ত।উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, টানা ৪৫ দিন ধরে। মহাকুম্ভে ইতিমধ্যেই দু'টি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে ১২ ফেব্রুয়ারি (মাঘি পূর্ণিমা) এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রি)। মাঘি পূর্ণিমায় অমৃত স্নান উপলক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেই কথা মাথায় রেখে ভারতীয় রেল অতিরিক্ত ট্রেনের ব্যবস্থা করছে।

পারদ চড়ছে কাশ্মীরে, ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি তুষারপাতের সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ তাপমাত্রার পারদ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের দাপটও কমেছে কাশ্মীর উপত্যকায়। আগামী কিছু দিন নূন্যতম ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। এছাড়াও কাশ্মীরের উঁচু পাহাড়ে আগামী কিছু দিনের মধ্যে তুষারপাত প্রত্যাশিত। মঙ্গলবার সকালে শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ১৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা ও বারামুল্লা জেলার উঁচু পাহাড়ে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরবাল জেলাও তুষারপাতের সাক্ষী হতে পারে। উত্তর কাশ্মীরের কয়েকটি স্থানেও হালকা বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত। উত্তর কাশ্মীর ছা।। কাশ্মীরের সমতল ভূমিতে আগামী কিছুদিনের মধ্যে কোনও উল্লেখযোগ্য আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রত্যাশিত নয়।১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি রাতে নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এই অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে, বিশেষ করে উপত্যকার উঁচু অঞ্চলে। ওই সময়ে বৃষ্টি ও তুসসারপাত প্রত্যাশিত, এরপর ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের আবহাওয়ার পরিবর্তন প্রত্যাশিত নয়।

বাজেটে ধনী ও শিল্পপতিদের দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছেঃঅখিলেশ যাদব

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় বাজেটের সমালোচনায় সরব হলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। মঙ্গলবার লোকসভায় বাজেট নিয়ে বক্তৃতায় অখিলেশ যাদব বলেছেন, এই বাজেট টার্গেটেড বাজেট, এই বাজেটে ধনী, বড়লোক, শিল্পপতিদের দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে। তাদের জন্য এই বাজেট করা হয়েছে। ভারতকে একটি বিকশিত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমি এতে কোনও রোডম্যাপ দেখছি না।অখিলেশ যাদব আরও বলেছেন, এই দেশের জন্য ১০টি বাজেট কি শুধুমাত্র এই জন্য করা হয়েছিল, যে যখন ১১-তম বাজেট আসবে, তখন গোটা দেশ এবং সারা বিশ্ব দেখবে যে ভারতের মানুষকে হাতকড়া দিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

ভারত বিশ্বাস করে, দুর্বল অবস্থান থেকে আন্তর্জাতিক শান্তি নিশ্চিত সম্ভব নয়ঃরাজনাথ সিং

বেঙ্গালুরু, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারত বিশ্বাস করে, দুর্বল অবস্থান থেকে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা ও শান্তি নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এমনটাই মন্তব্য করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত অ্যারো ইন্ডিয়াতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীদের কনক্লেভ 'ব্রিজ'-এ ভাষণ দেন। তিনি বলেছেন, এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি, উদ্ভাবনী পন্থা এবং শক্তিশালী অংশীদারিত্বের দাবি রাখে। বৈশ্বিক মঞ্চে ভারতের ব্যস্ততা

সকলের জন্য নিরাপত্তা ও বৃদ্ধির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির উদাহরণ দেয়। ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে, আমরা সাগর-এর নীতি গ্রহণ করেছি, 'নিরাপত্তা এবং প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ' হিসাবে মনোনিবেশ করা হচ্ছে সব ক্ষেত্রেই।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, ভারত বিশ্বাস করে, দুর্বলতার অবস্থান থেকে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা ও শান্তি নিশ্চিত করা যাবে না। এই লক্ষ্যে, আমরা আমাদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতায় পরিবর্তন আনতে কঠোর পরিশ্রম করছি। আমরা একটি অত্যন্ত সুবিধাজনক নীতি ব্যবস্থা স্থাপন করেছি, যা আধুনিক অত্যাধুনিক ভূমি, সামুদ্রিক এবং বিমান ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিসরে বিনিয়োগ এবং উৎপাদনকে উৎসাহিত করে।

শিল্প ও প্রযুক্তির বাইরে, ইন্ডিয়া এনার্জি সপ্তাহ যুব এবং উদ্ভাবন বিষয়েও ঃহরদীপ সিং পুরী

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ শিল্প ও প্রযুক্তির বাইরে, ইন্ডিয়া এনার্জি সপ্তাহ যুব এবং উদ্ভাবন বিষয়েও। বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। মঙ্গলবার ইন্ডিয়া এনার্জি সপ্তাহ ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, শিল্প ও প্রযুক্তির বাইরে, ইন্ডিয়া এনার্জি সপ্তাহটি যুব এবং উদ্ভাবনের বিষয়েও। ৫০০টিরও বেশি উদ্যোক্তা স্টার্টআপ চ্যালেঞ্জে অংশ নিচ্ছেন। এটি একটি প্রদর্শনী ফোরামও যা ৭০টিরও বেশি কোম্পানির সাথে অংশগ্রহণ করছে।হরদীপ সিং পুরী আরও বলেছেন, ইন্ডিয়া এনার্জি উইক শুধুমাত্র তৃতীয় বছরে দ্বিতীয় বৃহত্তম এনার্জি ইভেন্টে পরিণত হয়েছে। এই ইভেন্টে ৫০ টিরও বেশি দেশের ৭০ হাজারের বেশি এনার্জি পেশাদার অংশগ্রহণ করবেন। ইভেন্টটি কাতার, রাশিয়া, ব্রিটেন, ব্রাজিল, তানজানিয়া এবং ভেনিজুয়েলার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের থেকে ২০টিরও বেশি এনার্জি মন্ত্রী এবং তাদের ডেপুটিদের অংশগ্রহণ দেখতে পাবে।

দৈধীয়া বৈরাগ্য তলার মেলার প্রতিষ্ঠিতা গোপালদাসজীর অলৌকিক কাহিনী এখনো লোক মুখে মুখে

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়,গুসকরাঃ দৈদের বৈরাগ্য তলার মেলা। পূর্ব বর্ধমান জেলায় কেতুগ্রামে দধিয়ায় প্রাচীনকাল থেকেই জেলায় এই বাে মেলায় বিশাল মানুষের সমাগম। তবে বৈশিষ্ট একটু আলাদা আলাদা। গোপাল দাস বাবাজীর মেলা। তিনি ছিলেন শ্রীশ্রী রামসীতার উপাসক সাধু। তার আহ্বানেই মেলা। আছে রাধাকৃষ্ণ তার প্রতিষ্ঠিত রামসীতা মূর্ত্তি ও তাঁর সমাধী। কিন্তু ধক কে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া না গেলেও পূর্বপুরুষদের মুখে মুখে কিছু অলৌকিক কাহিনী তাঁর অবস্থান মানুষের মুখে শুনে সংকলন করার চেষ্টা করছি। মে তাকে দেখা যায় দধিয়া গ্রামের একটু দুরে পাকু।হাঁস গ্রাম ।মন্ডল সদগোপ চাষীর বাড়িতে। সেখানে তিনি কিছুদিন অতিবাহিত বাহিত করেন। সেই সময় মাঠে লোক কাজ করতো। একদিন খাবার নিয়ে যাবার কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। সাধুবাবা নিজে বলেন আমায় দাও, দিয়ে আসছি। কয়েক জনের খাবার ঘটি জল নিয়ে মাঠে যায়। লোক খাবার খেয়ে বলে জল এনেছেন। এই সময় মাঠেও জল নাই, তখন দেখো সবার হয়ে যাবে। তৃষ্ণা মিটলেও ঘটীর জল শেষ হয়না । তামাক খাবার আগুন নিয়ে. এলেননা ।মাঠে পৌশলা করা উনুনে আগুন আছে। কয়েক মাস আগে পৌশলার উনুনে আগুন থাকে? বাবাজী। বলেন যাও । গিয়ে দেখে আগুন রয়েছে। যে মন্ডল বাড়ীতে থাকতেন তার দরজায় দুইটি গরুর গাড়ী এসে বলে গুড় আছে? কিনবো। ব্যবসার জন্য এইভাবে গুড় সংগ্রহ করা হতো। সাধুবাবাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে। তখন অন্য লোকে হাসাহাসি করে। সাধুবাবা বলেন আছে। মন্ডলদের জমি কম। বাড়িতে গুড় থাকলেও তা মাত্র বড়ো এক হাঁড়ি ছিল যাকে জালা বা তখন পোয়া বলা হতো। সাধুবাবা জোর দিয়ে বলে আছে। বাড়ির লোক বলে সাধুকে বলেদিন নাই। তখন তাদের বলেন না দেখে ডুবিয়ে ডুবিয়ে নিয়ে এসো বাড়ির লোককে বলেন। ছোট ছোট হাঁড়ির গুড় দুই গাড়ী ভরে যায়। তখন সবাই অবাক হয়ে পোয়ার দিকে তাকায়। গুড় আর পাওয়া যায় না। সেই মন্ডল বাড়ীতে এখনো পোয়াকে পুজো করে। বলে জানান খাসপুর বাসী প্রাক্তন শিক্ষক দীনবন্ধু কুশমেটে। তারপরে তিনি খাসপুরে আখড়া করেন। গোপালজী। সেই আখরা উঠান দেখান দীনবন্ধু বাবু। পাঁচটি সমাধী শ্রদ্ধার সাথে রাখা রয়েছে। সেখানে থাকা কালিন এক সময় মাঠের পুকুরে ধারে বসে আছেন। এক বৃদ্ধ রমনী পুকুরে মাছ ধরছিল সারাদিন। তাকে সাধুবাবা বলেন মা বাড়ী যাও। বলে কি করি, সারাদিন ধরে মাছ ধরে খেয়া মারছি মাছ পাচ্ছি না। সাধুবাবা আজকে খাবার নাই। তাই চেষ্টা করেই চলেছি।সাধুবাবা বলেন আর একবার দিয়ে চলে যাও। আর এক খেয়ায় প্রচুর মাছ পায়, হাঁড়ি ভর্তি হয়ে যায়। লোভে আরও খেয়া দিতে থাকে। একসময় মাছ রাখা হাঁড়িটি উল্টে যায় আবার সব মাছ জলে চলে যায়। তখন হায় হায় করে রমনী। তখন সাধুবাবা বলেন তোমাকে এক খেয়া দিতে বলেছিলাম, আবার বলেন আর এক খেয়া দিয়ে চলে যাও। তখন পুনঃ রায় প্রচুর মাছ জালে ওঠে। এবং সে বাড়ি চলে যায়। এইসব নানান অলৈকীক কাহিনী শোনা যায় লোকমুখে। খাসপুর থেকে তিনি আরো নিরিবিলি সাঁওতা পুকুরের ঈশান কোনে আখড়া করেন। জয়দেব মেলার মতো মচ্ছব করেন। আখড়ার বাবাজীদের, নিয়ে। কিন্তু গ্রামের মানুষ সেই মচ্ছব খেতে আসে নাই। ভালোমন্ট মিশিয়ে তার থেকে দূরেই থাকতো মানুষ। তারপরই পাশ্ববর্তী গ্রামগুলিতে বসন্ত, কলেরা রোগ ছড়িয়ে পড়ে। বাঁচার জন্য মানুষ নানান রকম করে। অনেকে সাধুবাবা গোপালজীর কাছে আসেন। তখন বলেন মাটির তলায় খাবার রাখা আছে নিয়ে যা। লোকে মাটির তলা থেকে তুলে দেখে তার রাখা গরম খাবার রয়েছে, তাই খাই এবং রোগমুক্তি পায়। এবার সবাই আসতে থাকে এবং রোগ মুক্তি পায়। সেই থেকে প্রতিবছর মাকু।সিপ্তমী মচ্ছোব হয়ে আসছে।পাশাপাশি গ্রামের মানুষ যে রকম মতো করে এসে মচ্ছব করে নিয়ে যায়। অন্য আর একটি অলৈকীক কাহিনী শোনা যায়। ২৭শে পৌষ ভোর বেলায় ছানা, দুধ, দই নিয়ে ঘোষেরা কাঃদরা যাচ্ছে ট্রেন ধরতে। দেখে সাধুবাবা গোপালজী যাচ্ছেন মাঠে নিজের মতো করে। ঘোষেরা জিজ্ঞাসা করে সাধুবাবা কোথায় যাবে এতো ভোরে? গোপালজী বলেন কাশী যাচ্ছি। কয়েক জনকেই এমন বলেন। সকালে দেখেন অবাঙ্গালী কিছু মানুষ নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে হাজীর। তারা সাধুবাবার ঠিকানা খোঁজে। বলে দাম দেওয়া আছে। আখড়ার ঘরে তখন দেখে সাধুবাবার প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে।ঐ নির্মাণ সামগ্রী নিয়ে সমাধী দেওয়া হয়। সবাই বুঝতে পারে সবই তাঁর অলৌকিক লীলা। তাঁর সমাধী ক্ষেত্র বাঁধানো হয়। ২৭শে পৌষ মচ্ছোব হয় তাঁর স্মরণে। আজও এই মন্দির আখ।ায় সেবাইত বিহারবাসী। তারা আসেন অনেকের ধারনা রামসীতা ভক্ত বৈষ্ণব গোপালজী বিহারের মানুষ ছিলেন। বাংলাকে ভালোবেসে বাঙ্গালী হয়ে ছিলেন। আগে আরো বড়ো মেলা ছিল। কন্ঠী বদল বা বিয়ে হোত হাতি ঘোড়া কেনাবেচা হতো। কাঁসার বাসন, কাঠের খাট, আলমারী, হুঁকো মেলায় পাওয়া যেত। ঘোড়া, হাতি, হুঁকো না পাওয়া গেলেও এখন প্রচুর দোকান মাটির ও কাঠের আসবাব সামগ্রী থেকে মাছ ধরার জাল এখনো মেলায় বসে। বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদ ৬৯ বিঘা সম্পত্তি দান করেন। পাশের ইয়াপুরের মিঞা গোপালজীর বন্ধু আরো দশবিঘা সম্পত্তি দান করেন। তাঁর সাথে বন্ধুত্ব হয় পাশের গ্রামের গৌর গোপাল সেবাইতের সাথে, কাঁচরা গ্রামে ফকির বাবার সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। এমন কাহিনী লোক মুখে মুখে ঘুরে। সত্যি মিথ্যা অলৌকিক কাহিনী বিশ্বাস করে শ্রদ্ধা করে মেলা বসে, মেলায় আসে বহু মানুষ। মচ্ছব হয় সবস্বতী পূজোর পরে মাক।িসপ্তমীর দিন। জেলার ব। মেলা গোপালজী বৈরাগ্য তলার মেলা। হিন্দু-মুসলিমদের মিলন মেলা হয়ে উঠেছে এই মেলা

ইন্ডি জোটের বসে আলোচনা করা উচিত, মন্তব্য কপিল সিব্বলের

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ইন্ডি জোটের ভবিষ্য নিয়ে যখন রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন চলছে, তখন রাজ্যসভার সাংসদ কপিল সিব্বল বললেন, ইন্ডি জোটের বসে আলোচনা করা উচিত। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রসঙ্গে কপিল সিব্বল মঙ্গলবার বলেছেন, কংগ্রেস সবসময় একসঙ্গে কাজ করার এবং সম্মতি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এটা সত্য যে মাঝে মাঝে সমস্যা হয়। বিহারের গত নির্বাচনে কংগ্রেসকে আসন দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা জিততে পারেনি এবং আরজেডি বলেছিল যে কংগ্রেসের কারণে তারা ক্ষমতায় আসতে পারেনি।কপিল সিব্বল আরও বলেছেন, সমস্ত দলকে (ইন্ডি জোটের) সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কীভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বিজেপিতে সুবিধা হল যে একটি একক কমান্ড রয়েছে এবং তারা সেই একক কমান্ডের অধীনে নির্বাচন করে, তাই তাদের লাভও হয়। উত্তর প্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে কংগ্রেস জোটবদ্ধভাবে লড়েছে এবং তারা সুফল পেয়েছে। ইন্ডি জোটের বসে আলোচনা করা উচিত।

আজ মহাকুম্ভে অমৃতস্নান, যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারতীয় রেল

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ আজ, ১২ ফেব্রুয়ারি, বুধবার প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভে তৃতীয় পুণ্যস্নান। ওই দিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা যাবেন মহাকুম্ভে। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, সেই কথা মাথার রেখে যাবতীয় প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারতীয় রেল। রেলের প্রস্তুতি সম্পর্কে উত্তর রেলওয়ের সিপিআরও হিমাংশু শেখর বলেছেন, প্রয়াগরাজের সমস্ত ৮টি স্টেশনই যাত্রীদের সুবিধার জন্য সম্পূর্ণ সজ্জিত। গত উত্তর রেলওয়ে দ্বারা ৫০টিরও বেশি ট্রেন পরিচালনা করা হয়েছে। আজ ২০টিরও বেশি ট্রেন চালানো হয়েছে। দর্শনার্থীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে। রেল স্টেশনগুলিতে একটি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।সিপিআরও সেন্ট্রাল রেলওয়ের স্বপ্নীল নীলা বলেছেন, সেন্ট্রাল রেল যাত্রীদের জন্য অনেক বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে, আজ চেন্নাই থেকে বেনারসগামী একটি ট্রেন সেন্ট্রাল রেলওয়ে দিয়ে যাবে, অনেক যাত্রী এর সুবিধা পেতে

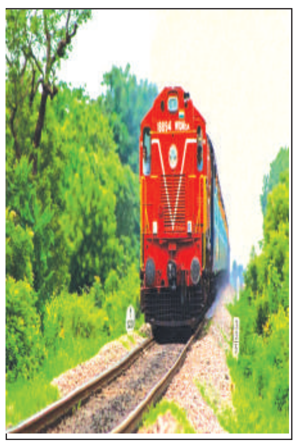

পারেন। এর সাথে প্রয়াগরাজ এবং সেই এলাকায় ১৬টি ট্রেন সেন্ট্রাল রেলওয়ে দ্বারা চালানো হচ্ছে। এসব স্টেশনে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। আমরা সকল যাত্রীদের অনুরোধ করছি, দয়া করে কোনও গুজবে কান দেবেন না। এই বিষয়ে সঠিক তথ্যের জন্য কেন্দ্রীয় রেলওয়ে এবং ভারতীয় রেলওয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করুন।

আজ,বুধবার কিংবদন্তি ভারতীয় ব্যাটসম্যান গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথের জন্মদিন

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ কিংবদন্তি ভারতীয় ব্যাটসম্যান গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথ। যিনি ভারতীয় ক্রিকেটে এক উজ্জ্বল নাম। বুধবার ৭৬ বছরে পা দিচ্ছেন তিনি। ১৯৪২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করেন কর্নাটকের শিল্পনগরী ভদ্রাবতিতে। ১৯৬৮ তে অন্ধ্রপ্রদেশের বিরুদ্ধে মহীশুরের হয়ে তাঁর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অভিষেক হয়। অভিষেকেই তিনি ডাবল সেঞ্চুরি করে জাতীয় দলের নজরে আসেন। সুযোগ পান ভারতে সফররত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে কানপুরে অভিষেক টেস্টে প্রথম ইনিংসে শূন্য রান করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ১৩৭ রান করেন। গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ সর্বশেষ টেস্ট খেলেন করাচীতে চির

প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৮৩-র জানুয়ারিতে।টেস্ট ক্রিকেটে তিনি সত্যিকারের উইলো শিল্পী ছিলেন। তাঁর স্টোক বিশেষ করে মজবুত কব্জিতে লেট-কাট বলগুলো যখন সীমানার বাইরে চলে যেত অনায়াসে, তা ছিল দৃষ্টিনন্দন। তিনি পেস ও স্পিন বোলিংয় দু'টো বিভাগেই ছিলেন সমান দক্ষ। সত্তরের দশকে গাভাস্কারের সহযোদ্ধা ছিলেন। যখন অন্যান্য ব্যাটসম্যানেরা ব্যর্থ হতেন তখন নিপুণ কারিগরের মতো তাঁর ব্যাট কথা বলতো। তার স্মরণীয় ইনিংসগুলোর মধ্যে আছে - ৭৪-৭৫ সালে এণ্ডি রবার্টসের ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাচজয়ী ৯৭ রান, ৭৮-৭৯-তে মাদ্রাজের বাউন্সি উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধেই শ্বাসরুদ্ধকর ১২৪ রান, ৭৫-৭৬ মরসুমে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুটি ইনিংসেই ৮৩ ও ৭৯ রান ছিল ভারতীয় দলের জয়ের মূল ভিত্তি। এছাড়া এরকম অনেক উদাহরণ রয়েছে তাঁর নামের পাশে।তিনি দেশের হয়ে ৯১টি টেস্ট খেলেছেন যেখানে তিনি ১৪টি শতরান এবং ৩৫টি অর্ধশতক সহ ৪১.৯৩ গড়ে ৬০৮০ রান করেছেন। দুটি টেস্টে ভারতের অধিনায়কত্ব করা বিশ্বনাথ ২৫টি ওয়ানডে খেলে ৪৩৯ রান করেছেন, যার মধ্যে দুটি অর্ধশতকও ছিল। ১৯৭৫ এবং ১৯৭৯ সালের প্রথম দুটি ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন তিনি।আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর, তিনি ১৯৯৯ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত আইসিসির ম্যাচ রেফারির দায়িত্বও পালন করেছেন।এছাড়া তিনি নির্বাচকদের চেয়ারম্যান এবং ভারতীয় দলের ম্যানেজার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৯ সালে বিসিসিআই তাঁকে কর্নেল সিকে নাইডু লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে, যা ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার।

প্যারিসে প্রধানমন্ত্রীকে উষ্ণ অভিবাদন প্রবাসীদের, আপ্যায়নে মুগ্ধ মোদী

প্যারিস, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উষ্ণ অভিবাদন জানালেন প্রবাসী ভারতীয়রা। প্রবাসী ভারতীয়দের আপ্যায়নে আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্যারিসের একটি হোটেলর বাইরে ভিড় করেছিলেন বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয়রা। মোদী-মোদী স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।এই আপ্যায়নে আপ্লুত হয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, প্যারিসে স্মরণীয় স্বাগত! ঠান্ডা আবহাওয়াও প্রবাসী ভারতীয়দের নিজেদের স্নেহ দেখানো থেকে বিরত করতে পারেনি। আমাদের প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তাঁদের কৃতিত্বের জন্য গর্বিত! প্যারিসে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গেও দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ টুইট করেছেন, প্যারিসে স্বাগতম, আমার বন্ধু নরেন্দ্র মোদী! আপনার সঙ্গে দেখা করে ভালো লাগলো, প্রিয় জেডি ভ্যান্স! এআই অ্যাকশন সামিটের জন্য আমাদের সমস্ত অংশীদারদের স্বাগতম। আসুন কাজ শুরু করি!

মমতার সর্বদা উচিত কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করাঃসঞ্জয় রাউত

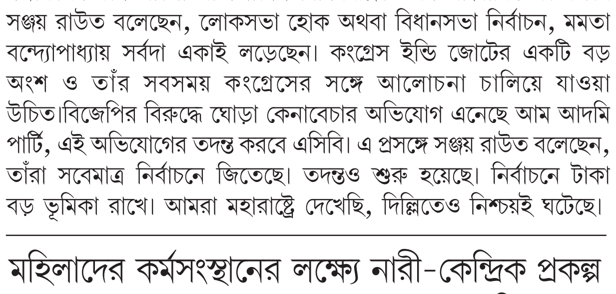

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে একাই লড়ার সিদ্ধান্তে অনড় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমতাবস্থায় শিবসেনার উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত বললেন, কংগ্রেস ইন্ডি জোটের সবচেয়ে বড় অংশ, তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বদা উচিত কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করা।মঙ্গলবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, লোকসভা হোক অথবা বিধানসভা নির্বাচন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদা একাই লড়েছেন। কংগ্রেস ইন্ডি জোটের একটি বড় অংশ ও তাঁর সবসময় কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত।বিজেপির বিরুদ্ধে ঘোড়া কেনাবেচার অভিযোগ এনেছে আম আদমি পার্টি, এই অভিযোগের তদন্ত করবে এসিবি। এ প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, তাঁরা সবেমাত্র নির্বাচনে জিতেছে। তদন্তও শুরু হয়েছে। নির্বাচনে টাকা বড় ভূমিকা রাখে। আমরা মহারাষ্ট্রে দেখেছি, দিল্লিতেও নিশ্চয়ই ঘটেছে।

মহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নারী-কেন্দ্রিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকারঃমনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃমহিলাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নারী-কেন্দ্রিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। গত সোমবার লোকসভায় এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া গত সোমবার বলেছেন, সরকার মজুরি বৈষম্য এবং মহিলাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মতো সমস্যাগুলি মোকাবেলায় আইনী এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।লোকসভায় একটি লিখিত উত্তরে তিনি জানান, সরকার মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য নিয়োগকর্তাদের পরামর্শ-সহ বেশ কয়েকটি আইন এবং মজুরি বিধি প্রণয়ন করেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, সরকার মিশন শক্তি, নমো ড্রোন দিদি, লাখপতি দিদির মতো নারী-কেন্দ্রিক প্রকল্পগুলিও বাস্তবায়ন করছে এবং মহিলাদের কর্মসংস্থানের উন্নতির জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে বিশেষ প্রোগ্রামগুলিও বাস্তবায়ন করছে।

বুধে রাজ্য বাজেট পেশ, জনমুখী ঘোষণা করতে পারেন চন্দ্রিমা

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বুধবার শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন রাজ্যের স্বাধীন দ্বায়িত্বপ্রাপ্ত অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, এবারের বাজেটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গ্রামোন্নয়ন খাতে বাড়তি গুরুত্ব দিতে চলেছে। গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত দফতরের জন্য প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব দেওয়া হতে পারে। বাজেটে জনমুখী ঘোষণা করতে পারেন চন্দ্রিমা।কয়েকমাস পরেই বিধানসভা ভোটের দামামা বেজে যাবে রাজ্যে। রাজ্যে সরকার গঠনের লক্ষ্যে মহাযুদ্ধে নামবে রাজনৈতিক দলগুলি। এই আবহে ছাব্বিশের ভোটই যে 'পাখির চোখ', তার প্রতিফলনও এবারের বাজেটে স্পষ্ট হবে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সূত্রের খবর, সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা, যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের মতো বিষয়গুলিতে গুরুত্ব না কমিয়েই গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব আসতে চলেছে।

নৈহাটি আরশি আয়োজিত নাট্যসন্ধ্যা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে

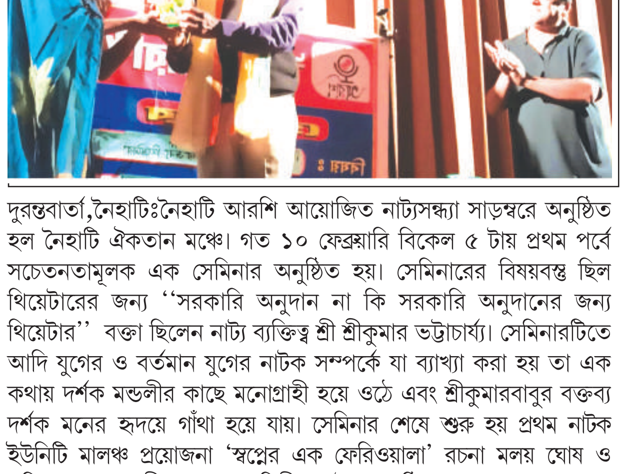

দুরন্তবার্তা,নৈহাটিঃনৈহাটি আরশি আয়োজিত নাট্যসন্ধ্যা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল নৈহাটি ঐকতান মঞ্চে। গত ১০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৫ টায় প্রথম পর্বে সচেতনতামূলক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল থিয়েটারের জন্য ''সরকারি অনুদান না কি সরকারি অনুদানের জন্য থিয়েটার'' বক্তা ছিলেন নাট্য ব্যক্তিত্ব শ্রী শ্রীকুমার ভট্টাচার্য্য। সেমিনারটিতে আদি যুগের ও বর্তমান যুগের নাটক সম্পর্কে যা ব্যাখ্যা করা হয় তা এক কথায় দর্শক মন্ডলীর কাছে মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে এবং শ্রীকুমারবাবুর বক্তব্য দর্শক মনের হৃদয়ে গাঁথা হয়ে যায়। সেমিনার শেষে শুরু হয় প্রথম নাটক ইউনিটি মালঞ্চ প্রয়োজনা 'স্বপ্নের এক ফেরিওয়ালা' রচনা মলয় ঘোষ ও পরিচালনায় দেবাশীষ সরকার, দ্বিতীয় নাটক অনুষ্ঠিত হয়-২০২৫- সালের নতুন নাটক 'পাপ' রচনা তিমির বরণ ভট্টাচার্য, সম্পাদনা ও নির্দেশনা, সঞ্জয় ব্যানার্জি প্রযোজনা হালিশহর উত্তরসূরী। শ্যামবাজার নাট্যচর্চা'র তৃতীয় নাটক 'মহাত্মা' মঞ্চস্থ হয়-আবহ-সম্পাদনা ও নির্দেশনায় রোদ্দুর, একক অভিনয়ে মৃত্তিকা বসু। নাট্য অনুষ্ঠানের ভাবনায় ও পরিচালনায় যারা যারা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন ও দায়িত্ব সামলান- তারা হলেন কৌশিক গোস্বামী, অঞ্জন নাথ-(সম্পাদক), সৌমিক দত্ত, মৌমিতা মন্ডল, সোম পাশওয়ান, আকাশ মুখার্জি, অনুপ হালদার, সৌরভ চক্রবর্তী ও অর্ণব ভড় সহ অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী।

শুষ্ক আবহাওয়ায় উদ্বেগ হিমাচলে, চিন্তায় আপেল চাষিরা

শিমলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ শুষ্ক আবহাওয়ায় রীতিমতো উদ্বেগ বাড়ছে হিমাচল প্রদেশে, চিন্তায় মাথায় হাত আপেল চাষিদের। ১৯৮৪ ও ১৯৮৫ সালের শীতে সামান্য হলেও বৃষ্টিপাত হয়েছিল। নিম্ন কোটগড়, কারসোগ এবং রাজগড়ের বেশিরভাগ আপেল গাছ ওই দুই বছরে শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, এবারের পরিস্থিতি আরও খারাপ, আপেল চাষ এই মুহূর্তে সবচেয়ে কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।গত দুই বছরের মতো এবারও শীত প্রায় শুষ্ক হয়েই শেষের দিকে। ১ জানয়ারি থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে ৭৪ শতাংশ কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী দিনে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে কম

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৯মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ১২ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৮ মাঘ, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৭ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২২ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২৬ মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠী সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

মহানগরী কলকাতায় তাপমাত্রার ওঠানামা অব্যাহত রয়েছেই, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ফের নামলো তাপমাত্রা। আরও তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তার আগে শুক্রবার কলকাতার নূন্যতম তাপমাত্রা ছিল ১৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৪ ডিগ্রি বেশি। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরও ১-২ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আপাতত কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রার ওঠানামা অব্যাহত থাকবে। রবিবারের মধ্যে দক্ষিণবঙ্গে তিন থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা কমতে পারে। কুয়াশার সম্ভাবনার কথাও জানানো হয়েছে। মোটামুটি সোমবার পর্যন্ত ঠান্ডা থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে।জোয়ার-সকাল৯ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ১৪মিনিট এবং অস্ত ৫টা ২৯মিনিট

অসুস্থ ভোলাকে সুস্থ করা এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুরন্ত বার্তা,১১ ফেঃ ঃ ভোলাকে সুস্থ করতে উদ্যোগ স্থানীয় যুবকদের তত্ত্বাবধানে দেবাশিস দাশ, টাকী স্বামীজি বলেছিলেন জীবে প্রেম করে যেই জন,সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। শিব জ্ঞানে জীব সেবার মন্ত্র নিয়ে ভোলাকে সুস্থ করতে উদ্যোগ টাকী থুবার যুবকদের। গত বেশ কয়েকবছর ধরে টাকী থুবাতে। ও সংলগ্ন স্থানের মানুষের কাছে পরিচিত একটি মুখ ভোলা। নিজে খাদ্য সংগ্রহ করার পাশাপাশি থুবা বাজারের ব্যাবসায়ীদের দেওয়া আনাজ কিংবা পথচারী বা স্থানীয়দের দেওয়া খাবারেই দিনযাপন করতো ভোলা।তবে বিগত কয়েক মাস যাবৎ শারীরিক অসুস্থতা, তার সুস্থ

জীবন যাপনকে ব্যাহত করছিলো। স্থানীয়দের উদ্যোগে তার খাবারের জোগান মিটলেও তার পায়ের গভীর ক্ষতর যন্ত্রনা যেন অনুভব করছিলো সবাই। ভোলার পায়ের গভীর ক্ষত নিরাময়ে বারবারকে চেষ্টা করেছেন স্থানীয় রা তবে প্রতিবারই তা বিফলে গেছে। বারবার হতাশ হলেও ভোলাকে তার সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দিতে ফের উদ্যোগী টাকী থুবার যুবক বৃন্দ। স্থানীয় কিছু যুবকের উদ্যোগে টাকী থুবা সংলগ্ন মাঠে ত্রিপল ও মশারি দিয়ে ঘর বানিয়ে,চিকিৎসক এনে ভোলার চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসকের খরচ ও চিকিৎসা বিষয়ক ওষুধপত্র জোগান দিতে সাধ্যমতো আর্থিক সহযোগিতা করছেন স্থানীয় ব্যাবসায়ী সহ অনেকেই। ভোলাকে সারাদিনের খাবারের জোগান ও চিকিৎসা দেন উদ্যোক্তারা। হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সব্জী ব্যাবসায়ী থেকে শুভানুধ্যায়ী সকলেই। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আগামী কয়েকমাস ধরে একই জায়গায় রেখে ভোলার চিকিৎসা চলবে। ইতিমধ্যে চিকিৎসা প্রায় অর্থ সংগ্রহ ও চলছে তত্তাবলা ভোলা কে সুস্থ করতে, যুবক দের এই মানবিক উদ্যোগকে প্রশংসায় ভরাচ্ছেন এলাকার মানুষ। পূর্বস্থলী ১ ব্লকের নাদনঘাট থানার উদ্যোগে চাপাহাটি কেপিসি বালিকা বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গোলাপ ফুল এবং পেন দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় উপস্থিত ছিলেন নাদনঘাট থানার আইসি বিশ্ববন্ধু চট্টরাজ. এদিন প্রায় ৩৫২ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

নববারাকপুরে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুরন্তবার্তা,১১ ফেঃ ঃ নববারাকপুরে মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে পরিদর্শনে ঘোলা এসিপি এবং থানার আইসি নববারাকপুর ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার নববারাকপুরে পরীক্ষার কেন্দ্র গুলি ঘুরে দেখলেন ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি এবং থানার আইসি সুমিত কুমার বৈদ্য। পরীক্ষার্থী এবং কর্তব্যরত পুলিশ, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সাথে কথা বললেন। ছেলে মেয়েদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছনোর সুবিধা অসুবিধা কথা শুনলেন প্রশাসনের আধিকারিকেরা। ঘোলা এসিপি তনয় চ্যাটার্জি জানান মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনে নববারাকপুরে পরীক্ষার প্রধান কেন্দ্র সহ অন্যান্য সাব সেন্টার গুলি পরিদর্শন করা হল। সুষ্ঠু ভাবে আজ পরীক্ষা হয়েছে। পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে পরীক্ষা। পুরসভার ১২নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ জানান, ছেলে মেয়েদের জীবনের প্রথম কঠিন মাধ্যমিক পরীক্ষা। ঘোলা এসিপি এবং থানার বড় বাবু পরীক্ষার কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেছেন। বেশ কিছু কেন্দ্রে পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র সহ যথেষ্ট পুলিশ মোতায়েন করেছেন। রয়েছে কড়া নিরাপত্তা এবং নজরদারি। পুলিশ খুব ভালো কাজ করছেন এলাকায়। আমরা সন্তুষ্ট পুলিশের কাজে এবং তদারকিতে।

ফ্রি ওয়াইফাই'-এর অপব্যবহার বন্ধ এখন থেকে হাসপাতালে

দুরন্ত বার্তা, ১১ ফেঃ ফ্রি ওয়াইফাই'-এর অপব্যবহার বন্ধ ! হাসপাতালে 'ব্লক' ফেসবুক, ইউটিউব থেকে সুইগি-জোম্যাটো, নজিরবিহীন পদক্ষেপ ঞ্জুট্ট(-এর সরকারি মেডিক্যাল কলেজে যথেচ্ছভাবে 'ফ্রি ওয়াইফাই' ব্যবহার করা যাবে না ! সরকারি ইন্টারনেট ব্যবহার করে, বিনামূল্যে ওয়াইফাই-এর সুবিধার অপব্যবহার করা যাবে না ! হাসপাতালে 'অন ডিউটি' থাকাকালীন চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মীদের মোবাইল ফোনের ব্যবহার কমাতে নজিরবিহীন পদক্ষেপ শিয়ালদহ এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের। সরকারি মেডিক্যাল কলেজে যথেচ্ছভাবে 'ফ্রি ওয়াইফাই' ব্যবহার করা যাবে না ! সরকারি ইন্টারনেট ব্যবহার করে, বিনামূল্যে ওয়াইফাই-এর সুবিধার অপব্যবহার করা যাবে না ! হাসপাতালে 'অন ডিউটি' থাকাকালীন চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য কর্মীদের মোবাইল ফোনের ব্যবহার কমাতে নজিরবিহীন পদক্ষেপ শিয়ালদহ এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের। হাসপাতাল চত্বরের মধ্যে ব্লক করা হল ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব-সহ সবরকম সোশ্যাল মিডিয়া সাইট। ব্লক করা হল সব রকম প্রাপ্তবয়স্কদের ওয়েবসাইট, সব রকম বাণিজ্যিক ওয়েবসাইট, সিনেমা-ওয়েব সিরিজের সাইট, নেটফ্লিক্স, আমাজন প্রাইম,হটস্টার ! এমনকি ব্লক করা হয়েছে জোম্যাটো,সুইগি, ব্লিঙ্কইট- এর মতো ফুড ডেলিভারি অ্যাপগুলিও। এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে নতুন করে ইন্টারনেট এ রিমোট সিস্টেম বসানো হচ্ছে। সরকারি ইন্টারনেট ব্যবহার করে, বিনামূল্যে ওয়াইফাই-এর সুবিধার অপব্যবহার করা যাবে না ! হাসপাতালে ইন্টারনেট পরিষেবা একমাত্র প্রশাসনিক এবং শিক্ষামূলক কাজেই ব্যবহৃত হবে, সেই কথা মাথায় রেখেই এই পদক্ষেপ বলে দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। যে বেসরকারি সংস্থা এই ইন্টারনেট সার্ভিস দেওয়ার দায়িত্বে আছে, তাদের লিখিতভাবে এই সমস্ত সাইট ব্লক করার নির্দেশ দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সংস্থাকে পাঠানো চিঠিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে, হাসপাতালে একমাত্র খোলা থাকবে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের সরকারি ওয়েবসাইটগুলি। খোলা থাকবে হোয়াটস অ্যাপ জিমেইল, ইয়াহু এবং ভিডিও কনফারেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় সাইট। বাকি সব সাইট ব্লক করে দিতে হবে।

সরকারি বাসের চালকদের এ বার ডিজিট্যাল নজরদারি

দুরন্তবার্তা, ১১ ফেঃ দুর্ঘটনা কমাতে সরকারি বাসের চালকদের এ বার ডিজিট্যাল নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এর জন্য জাতীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগামী মার্চ থেকেই এই নয়া অ্যাপের মাধ্যমে নজরদারি শুরু করা হবে বলে পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গেছে। সরকারি বাসের পর ধাপে ধাপে বেসরকারি বাসেও ডিজিট্যাল অ্যাপের মাধ্যমে নজরদারি চালু হবে। তথ্য-প্রযুক্তি দফতর ও রাজ্য পুলিশ যৌথভাবে এই মোবাইল অ্যাপ তৈরি করছে।সেই অ্যাপের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি বাসের যাত্রাপথের পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য, গতিবেগ সহ যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। প্রত্যেক বাস চালককে নিজেদের মোবাইলে বাধ্যতামূলক ভাবে এই উন্নত প্রযুক্তির এই মোবাইল অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে । সংশ্লিষ্ট বাস চালকের নাম, ফোন নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর সবই অ্যাপে যুক্ত করা হবে। বাসটি নির্দিষ্ট গতিবেগ অতিক্রম করলেই অ্যাপের মাধ্যমে চালকের মোবাইলে সতর্ক বার্তা পাঠানো হবে । চালক তা না মানলে বাসের মালিক এবং পরিবহণ দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকেরা বিপদ সঙ্কেত

প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি শিক্ষা জগতে অন্ধকারে ফেলে দেওয়া একেবারে অসম্ভব

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে বড় 'অস্ত্র' পেয়ে গেল তদন্তের মোড় ঘুরবে শীঘ্রই ? মঙ্গলবার বিশেষ সিবিআই আদালতে কালীঘাটের কাকুর ভয়েস স্যাম্পেল নেওয়া হয়েছে। এই নমুনা এবার পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক ল্যাবে। সিবিআই-এর হাতে যে অপর একটি রেকর্ডিং রয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে তা সুজয়ের কণ্ঠস্বর কি না। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে বড় 'অস্ত্র' পেয়ে গেল, তদন্তের মোড় ঘুরবে শীঘ্রই ? প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্ত চলছে। কিন্তু মাঝপথে সেই তদন্ত শ্লথ গতিতে চলছে। কারণ, কোনওভাবেই সংগ্রহ করা যাচ্ছে না সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকুর' কণ্ঠস্বরের নমুনা। যেদিনই 'ডেট' থাকে, সেইদিনই অসুস্থ তিনি। বেশ কয়েকদিন ধরে এইভাবেই চলছিল কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর। কোনও ভাবেই তাঁর গলার নমুনা সংগ্রহ করতে পারছিলেন না কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। অবশেষে দীর্ঘ টালবাহানার পর সুজয়ের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হল। নিয়োগ মামলায় এটি যে গোয়েন্দাদের কাছে অন্যতম বড় 'অস্ত্র' তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মঙ্গলবার বিশেষ সিবিআই আদালতে কালীঘাটের কাকুর ভয়েস স্যাম্পেল নেওয়া

হয়েছে। এই নমুনা এবার পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় ফরেন্সিক ল্যাবে। সিবিআই-এর হাতে যে অপর একটি রেকর্ডিং রয়েছে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে তা সুজয়ের কণ্ঠস্বর কি না। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই দীর্ঘদিন ধরে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বর নেওয়ার চেষ্টা করছিল। তবে তিনি অসুস্থ থাকায় বারবার গড় হাজির ছিলেন। সেই কারণে নমুনা সংগ্রহ প্রক্রিয়া এতটা দেরিতে হয়। ফলে তদন্তের ক্ষেত্রেও যথেষ্ঠ সমস্যায় পড়তে হয় এজেন্সিকে। এই নমুনা সংগ্রহের পরই চার্জশিট জমা দেবে সিবিআই। সেখানে তাঁর যে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে সেই সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ থাকবে সেখানে। সিবিআই -এর দাবি, এই কণ্ঠস্বরের নমুনা যদি মেলে তাহলে প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা নতুন মোড় পাবে। জানা যাবে, সুজয়ের সঙ্গে ঠিক কাদের-কাদের কথা হয়েছিল। সেই কারণে কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বরের নমুনা এই তদন্তে যে উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার বলার অপেক্ষা রাখে না। সিবিআই এখন আরও ভালো করে তদন্ত করতে শুরু করেছে। তবে নমুনা খতিয়ে দেখতে শুরু করে দিয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্যে যে বড় ধরনের দুর্নীতি হয়েছে তার ফলে শিক্ষা জগতে হতাশা দেখা দিতে শুরু করেছে। সেই হতাশা থেকে রাজ্য বাসিন্দাদের উদ্ধার করতে এবারে সিবিআই সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত করতে শুরু করেছে। সিবিআই এর তদন্তের ওপরে আবার সবাই যাতে আস্থা ফিরে পেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে সিবিআই অফিসাররা। সিবিআইকে এ ব্যাপারে সবাই সহযোগিতা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। যদিও রাজ্য সরকার থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে শিক্ষা জগতে ওপরে দুর্নীতি যে করাল হাত এসে পড়েছিল তা কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। শিক্ষা জগতে কোনও রকম অন্ধকার পরিবেশ তৈরি করা অসম্ভব।

অপারেশন ডেভিল হান্টে কোন দুষ্কৃতকারী কেউই রেহাই না পাবে না

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা,

বাংলাদেশ ঃ অপারেশন ডেভিল হান্টে কোন দুষ্কৃতকারী যেন রেহাই না পায় ঃ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো.জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, অপারেশন ডেভিল হান্টে কোন দুষ্কৃতকারী যেন রেহাই না পায়। তিনি বলেন,বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীও সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 'দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানবাধিকারও পরিবেশের ওপর গুরুত্বসহ আইন প্রয়োগ' বিষয়ক এক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

এইঅনুষ্ঠানে আইন, বিচারও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বক্তব্য রাখেন।এছাড়াও অনুষ্ঠানে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখস চৌধুরী, অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম উপস্থিত ছিলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গণি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব খোন্দকার মাহবুবুর রহমান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। কর্মশালায় ঢাকা ওগাজীপুর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেসির সকল ম্যাজিস্ট্রেট,সকল পাবলিক প্রসিকিউটর,ঢাকা ওগাজীপুরের জেলা প্রশাসকও পুলিশ সুপার,ঢাকাও গাজীপুর মেট্রোপলিটনের সকল জোনাল উপ-পুলিশ কমিশনার ওসকল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন,আমরা কোন অপরাধীকে রাস্তায়, বাজারে,মাঠে, ময়দানে,রাজপথে দেখতে চাই না। প্রত্যেক অপরাধীকে আইনের আওতায় আনতে চাই।তাদের বিচার নিশ্চিত করতে চাই।

তিনি বলেন, সকলেই নিশ্চিতভাবে জানেন যে,বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। ফ্যাসিবাদও তাদের দোসর, দুষ্কৃতকারী, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীও সন্ত্রাসীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা। ফ্যাসিবাদ বিদায় নিয়েছে, কিন্তু তাদের দোসররা দেশে বিদেশে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে।

উপদেষ্টা বলেন, পতিত ফ্যাসিস্ট সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছে। তিনি বলেন, সরকারের পুলিশ বাহিনী,র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন,সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা আইনি প্রক্রিয়ায় এসকল অপরাধীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রেফতার করেছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে পতিত ফ্যাসিবাদী এবং তাদের সহযোগীরা ১৬ বছরে অর্জিত অবৈধ সম্পদ ব্যবহার করে নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন,সারাদেশে অস্থিরতা সৃষ্টির অপতৎপরতাকারী এবং তাদের সহযোগীদের আইনের আওতায় আনার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীসমূহের

সমন্বয়ে গত ৮ ফেব্রুয়ারি,২০২৫ থেকে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' অভিযান পরিচালনা শুরু হয়েছে। তিনি বলেন,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সারাদেশে অভিযান সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক কার্যক্রম তদারকি করা হবে এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে স্থাপিত 'জয়েন্ট অপারেশন সেন্টার' এর মাধ্যমে 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' এর সার্বিক কার্যক্রম সমন্বয় করা হবে। মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার এবং জেলা পর্যায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এঅভিযান পরিচালনায় সমন্বয় করবেন।

তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে আরো তৎপর হতে হবে। অপারেশন ডেভিল হান্টে কোন দুষ্কৃতকারী যেন রেহাই না পায়, পালাতে না পারে। আইনজীবীদের আমি বলবো আদালতে দায়েরকৃত প্রতিটি মামলার ধার্য তারিখ ওসময়ে উপস্থিত থাকুন। প্রসিকিউটিং এজেন্সির সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ করে পর্যাপ্ত তথ্য দিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ রাখুন।কোনভাবে যেন কোন সন্ত্রাসী জামিন না পায় সর্বোচ্চ সতর্ক থাকুন।প্রয়োজনে আইজিপির টিম মামলাভিত্তিক অগ্রগতি নিয়ে পাবলিক প্রসিকিউটরদের সঙ্গে ১৫ দিন পর পর বসতে পারেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সরকার জুলাই-আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত সন্ত্রাসী, নরহত্যায় জড়িত বিশেষ হেলমেট বাহিনী, ফৌজদারি অপরাধে সম্পৃক্ত ফ্যাসিস্ট ও তাদের দোসররা, অর্থ পাচারকারী, লুণ্ঠনকারী, ষড়যন্ত্রকারী, দুষ্কৃতকারী, রাষ্ট্রদ্রোহী,দুদকের মামলায় আসামিদের অবশ্যই আইনের আওতায় আনতে হবে।তথ্যের সীমাবদ্ধতা কিংবা এজেন্সিগুলো ব্যর্থতার কারণে জামিন হয়ে পুনরায় অপরাধে জড়িয়ে পড়বে এটা কোনভাবেই কাম্য নয়।

দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে একটি বিজ্ঞ বিচার বিভাগ,দক্ষ পুলিশ ও বিজ্ঞ আইনজীবীদের আন্তঃসমন্বয় প্রক্রিয়ায় সন্ত্রাসীদের মূলোৎপাটন সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

আইন,বিচারও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড.আসিফ নজরুল বলেন, স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পর আমরা একটি চ্যালেঞ্জিং সময় অতিবাহিত করছি। তারা আইনশৃঙ্খলা, বিচারব্যবস্থা, অর্থনীতিসহ রাষ্ট্রের এমন কোনো কাঠামো নেই যেটা ধ্বংস করেনি। আদালত, প্রসিকিউশন, প্রশাসন ওপুলিশ- রাষ্ট্রের এ চারটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করলে জনগণ ন্যায়বিচার পাবে ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে।

তিনি বলেন,পুলিশ ওআদালত ফাংশনাল হলে মবতন্ত্র কমে যাবে। মানুষ দেখতে চায় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকরভাবে কাজ করছে তথা রাষ্ট্রের প্রকৃত অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি এসময় বিচারকদের হুটহাট করে জামিন না দেয়া এবং জামিনের যোগ্য ব্যক্তিদের বঞ্চিত না করার আহ্বান জানান।

শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান বলেন,বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের আমলে শতশত গুম ওহাজার হাজার বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। প্রশাসনওবিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি রাষ্ট্রের কাঠামোকে ব্যবহার করা হয়েছে ফ্যাসিবাদী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায়। তিনি বলেন,জুলাই বিপ্লবে ছাত্র-জনতা ওরাজনৈতিক কর্মীদের পাশাপাশি মানবাধিকার কর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার মানুষকে মুক্তি দেয়া তথা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ শুরু করেছে। সে জন্য পুলিশ,প্রশাসনও বিচার বিভাগসহ নানা সেক্টরে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেছে।

তিনি বলেন, 'মৌলিক মানবাধিকার নীতিসমূহ' মাথায় রেখে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কাজ করতে হবে এবং আদালতকে সত্যিকার অর্থে কার্যকর করতে হবে।

সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় হাসপাতালে

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ স্থিতিশীল রয়েছেন বিশিষ্ট গীতিকার-সুরকার তথা সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। আইসিইউ-তে থাকলেও তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্ন!ত হচ্ছে। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভ!র্ত রয়েছেন গীতিকার-সুরকার তথা সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়। সেই খবর পেয়েই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সসকেএমের চিকিৎসকদের সঙ্গে প্রতুলবাবুর চিকিৎকসা সংক্রান্ত বিষয়ে সোমবার কথা বলেন মমতা। তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সঙ্গীতশিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের শারীরিক্ক অবস্থা স্থিতিশীল। তাঁর কটি অপারেশন হয়েছিল, সেই কারণে তিনি সাময়িক অসুস্থ হয়ে পড়েন।

স্যালাইন-কাণ্ডে বিতর্কিত সংস্থার ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মেদিনীপুর মেডিক্যালে তিত্যুকাণ্ডে বিতর্কিত সংস্থার ডিরেক্টরকে জিজ্ঞাসাবাদ। জানা গেছে, স্যালাইন-কাণ্ডে এবার সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়লেন পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিডটিক্যালের টেকনিক্যাল ডিরেক্টর মুকুল ঘোষ। মঙ্গলবার প্রায় চারঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর বয়ানও রেকর্ড করেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের শুরুতে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি থাকা এক প্রসূতির মৃত্যু হয়। অভিযোগ ওঠে, মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া স্যালাইন দেওয়ার জেরে ওই প্রসূতির মৃত্যু হয়। আরএল নামের যে স্যালাইন ওই তাকে দেওয়া হয়েছিল।

বেসরকারি স্কুলে অগ্নিকাণ্ড, দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ কলকাতার বেসরকারি স্কুলে অগ্নিকাণ্ড, দমকলের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আগুন লাগল পাম অ্যাভিনিউয়ের একটি বেসরকারি স্কুলে। মঙ্গলবার ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায় ওই স্কুল থেকে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দারা আগুনের ফুলকি দেখে দমকলে খবর দেন। ঘটনাস্থলে দমকলের দুটি ইঞ্জিন পৌঁছয়। মেরামতির কাজের জন্য স্কুল বন্ধ থাকায় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে পাশে আরও একটি স্কুল রয়েছে। বড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করছেন দমকলকর্মীরা। জানা গেছে, মঙ্গলবার ওই স্কুলে মেরামতির কাজ চলায় কোনও ক্লাস হচ্ছিল না। আচমকাই আগুন লেগে যায়। দমকলকর্মীরা প্রাথমিকভাবে অনুমান করছেন, মেরামতির কাজ চলার সময় এসিথেকে আগুন লেগে যায়। তবে এবারে কলকাতা দমকল সব স্কুলকে সর্তক হয়ে থাকতে বলেছে। কারণ শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার ফলে দমকল যেমন সতর্ক থাকছে পাশাপাশি শিক্ষা দফতর থেকে শুরু করে পুলিশ সতর্ক রয়েছে। কোথাও কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ হচ্ছে

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্নায় এলপিজি গ্যাস

দুরন্ত বার্তা, ১১ ফে ঃ এবার থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্নার জন্য শুধুমাত্র এলপিজি গ্যাস ব্যবহার করা যাবে। সম্প্রতি বালুরঘাটে এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর কাঠের উনুন থেকে আগুন লেগে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের নারী,শিশু ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়েছেন, রাজ্যে এই মুহূর্তে নিজস্ব বাড়ি আছে এমন ৮১ হাজার ৩২১ টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র যেখানে এলপিজি কানেকশন দিতে মোট খরচ হবে ৩৭ কোটি ৮১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৫০ টাকা। বর্তমানে রাজ্যের অধিকাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এই এলপিজি কানেকশন দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। নিজস্ব রান্নাঘর আছে এমন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে প্রথমে কাজ শুরু হয়েছে। আগামী আর্থিক বছরেই গোটা রাজ্যে সব অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এই এলপিজি কানেকশনের কাজ শেষ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এখন এলপিজি গ্যাস নিয়ে চোরাকারবারি শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর রয়েছে সরকারের কাছে। তাই এই সতর্ককতা

ওপার বাংলার বাসিন্দা, হাতে ভারতীয় পাসপোর্ট !

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ওপার বাংলার বাসিন্দা, হাতে ভারতীয় পাসপোর্ট ! কলকাতা পুরসভা থেকে আটক 'বাংলাদেশি' পাসপোর্ট -আধার কার্ড, এমনকি অন্যান্য পরিচয় পত্রের মধ্যে নেই কোনও মিল। ফলত, সন্দেহের বশেই আটক করা হয় সেই ব্যক্তিকে। নিয়ে যাওয়া হয় নিউটাউন থানায়। চলে জেরা। ওপার বাংলার বাসিন্দা, হাতে ভারতীয় পাসপোর্ট ! কলকাতা পুরসভা থেকে আটক 'বাংলাদেশি' ব্যক্তিটা একজন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। বঙ্গের বুকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে চিন্তার আবহ বরাবরের। আর ইউনূসের আমলে সেই অনুপ্রবেশ যে হুড়মুড়িয়ে বেড়েছে বলে দাবি একাংশের। যা এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে তার জেরে ফাঁপড়ে খোদ কলকাতা পুরসভা। এদিন বাংলাদেশি সন্দেহে কলকাতা পুরসভা থেকে আটক করা হল এক ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম রফিকুল ইসলাম বিশ্বাস। সন্দেহের বশেই আটক করা হয়েছে তাকে। উদ্ধার হয়েছে একটি ভারতীয় পাসপোর্ট ও আধার কার্ড। কিন্তু কেন পুরসভায় এসেছিলেন সেই সন্দেহভাজন? সূত্রের খবর, এদিন সাতসকালে পাসপোর্টের কিছু কাজ নিয়ে কলকাতা পুরসভার পাসপোর্ট ও বার্থ সার্টিফিকেট সেকশনে আসেন সেই ব্যক্তি। যথারীতি আর পাঁচ জনের মতোই তার কাজ করে দিতে যাবতীয় নথি মিলিয়ে দেখেন পুরকর্মীরা। আর সেখানেই ধরা পড়ে গাফিলতি। পাসপোর্ট-আধার কার্ড, এমনকি অন্যান্য পরিচয় পত্রের মধ্যে নেই কোনও মিল। ফলত, সন্দেহের বশেই আটক করা হয় সেই ব্যক্তিকে। নিয়ে যাওয়া হয় নিউটাউন থানায়। চলে জেরা। জানা গিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে সেই ধৃত ব্যক্তি স্বীকার করেছেন তিনি আসলে বাংলাদেশের বাসিন্দা। তবে তার আধার কার্ড ও ভোটার কার্ড তৈরি করা হয় কলকাতা থেকে। আর সেই নথির ভিত্তিতেই তৈরি করা হয়েছিল পাসপোর্টটি। তবে কীভাবেই বা এমন 'জাল' পাসপোর্ট তৈরি করলেন ধৃত ব্যক্তি সেই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে নিউটাউন থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, তাকে ফাঁসানো হয়েছে বলেই নাকি বারবার দাবি করছেন বাংলাদেশি সন্দেহে ধৃত রফিকুল ইসলাম বিশ্বাস। কলকাতায় কত বাংলাদেশি রয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন।

পাঠক্রমে নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক সভাপতি

কলকাতা, ১১ ফে ঃ পাঠক্রমে এবার নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা ! বড় ঘোষণা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতির। স্কুল পাঠক্রমে এবার নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা, নেতা হওয়ার পাঠ। পড়ুয়াদের নেতৃত্ববোধের শিক্ষা দিতেই এবার একাদশ শ্রেণিতে চালু হল এই পাঠক্রম। পাঠক্রমে এবার নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা ! বড় ঘোষণা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতির। পাঠক্রমে এবার নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা ! বড় ঘোষণা উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সভাপতির। কলকাতা স্কুল পাঠক্রমে এবার নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা, নেতা হওয়ার পাঠ। পড়ুয়াদের নেতৃত্ববোধের শিক্ষা দিতেই এবার একাদশ শ্রেণিতে চালু হল এই পাঠক্রম। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য স্কুলের পাঠক্রমে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সম্পর্কে ঘোষণা করেন। একাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা দ্বিতীয় সেমিস্টারে পড়বেন চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই। একজন নেতার কী কী গুন থাকা উচিত? কিভাবে নেতৃত্ব দিতে হয়, নেতৃত্ব কত রকমের হয়? তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পাঠ থাকবে পাঠ স্কুল পাঠক্রমে। ভাল নেতা হতে গেলে সততা ও সাহস, ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা-সহ একাধিক গুণ থাকতে হয়। যে কোন ক্ষেত্রেই নেতা (ত্ত্বখত্মত্র) হতে গেলে এই গুন থাকতে হবে। টিম লিডার হিসেবে কিভাবে কাজ করতে হবে তার ও পাঠ স্কুল পাঠক্রমে। টিম লিডার হিসেবে কিভাবে কাজ করতে হবে তার ও পাঠ স্কুল পাঠক্রমে। ''একজন ছাত্র বা ছাত্রীর নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা না থাকলে সে আগামী দিনে সাফল্য পায় না। বেসরকারি ক্ষেত্রেই হোক, ব্যবসার দিক দিয়ে হোক বা স্টার্টআপ এর ক্ষেত্রে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ম্যানেজ করার ক্ষমতা থাকতে হয়। তাই সবদিক মাথায় রেখেই এই অংশ পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে'', জানালেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

জেলা সহ-সম্পাদিকা সিরিয়া পারভিনের ওপরে হামলা

উত্তর ২৪ পরগনা, ১১ ফেব্রুয়ারি উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার 'বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা. সহ-সম্পাদিকা সিরিয়া পারভিন। সোমবার রাতে তাঁর উপর হামলা চালায় কয়েকজন দুষ্কৃতী। জানা গিয়েছে, গতকাল শিমুলিয়া এলাকায় দলীয় কর্মসূচি সেরে বাড়ি ফেরার পথে দুস্কৃতীরা তাঁর পথ আটকায়। তাঁর গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। সিরিয়ার সঙ্গে থাকা নিরাপত্তা রক্ষীদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে সোমবার রাতেই বাদুড়িয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ধরা পড়ল কুলতলির বাঘ, স্বস্তি পেলেন মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুরের বাসিন্দারা।

কুলতলি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ আতঙ্কের অবসান, অবশেষে ধরা পড়ল দক্ষি' ২৪ পরগনার কুলতলির বাঘ। মঙ্গলবার ভোররাত সাড়ে তিনটে নাগাদ বাঘটিকে খাঁচাবন্দি করেন বনকর্মীরা। বাঘটিকে ধরার জন্য টোপ হিসাবে রাখা হয় ছাগল। সেই ছাগলের টোপেই ভোররাত ৩.৩২ মিনিটে ধরা পড়ে বাঘটি। সোমবার এই বাঘটিকে ধরতে গিয়ে জখম হন এক বনকর্মী। তাঁর ঘাড়ে কামড় বসিয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায় কুলতলির বাঘ। বাঘটিকে ধরার জন্য কুলতলির একটি সব্জি ক্ষেতে দু'টি খাঁচা পাতেন বনকর্মীরা। একইসঙ্গে আতঙ্ক বিরাজ করছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

বিএফএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিস ঃ ১, রমেশ মিত্র রোড, তৃতীয় তলা, কলকাতা - ৭০০ ০২৫
ফোনঃ ৯০০৭০৭৭০৪১ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২৪২০৫৮৮
ইমেল আইডি ঃ bfmiltd@gmail.com ওয়েবসাইট ঃ www.bfmind.com
সিআইএন ঃ এল৬৫৯৯৩ডব্লবি১৯১৮পিএলসি০০০৯৪৭

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি

লক্ষ টাকায়

ক্রম নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষ ৩১.১২.২০২৪	নয় মাস শেষ ৩১.১২.২০২৪	সংশ্লিষ্ট কোয়ার্টার শেষ ৩১.১২.২০২৩
১.	কার্যক্রম থেকে মোট আয় (নেট)	৩.০৭	৯.০১	৫.৩০
২.	এই সময়ের জন্য নিট মুনাফা(করের আগে, ব্যতিক্রমী অথবা অসাধারণআইটেম	(১.৪৪)	(৩২.৫০)	১.১৭
৩.	এই সময়ের জন্য নিট মুনাফা(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ জিনিসপত্র)	(১.৪৪)	(৩২.৫০)	১.১৭
৪.	সময়কালের জন্য নিট মুনাফা(করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১.৪৪)	(৩২.৫০)	১.১৭
৫.	উক্ত সময়ের জন্য মোট সমন্বিত আয় (কর পরবর্তী সময়কালের জন্য লাভ(ক্ষতি) অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যান্য সমন্বিত আয় (কর পরবর্তী)	৪৯৪৩.৭৩	১৩৪০৪.০৪	১৫৯০.৫৫
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০
৭.	ইকুইটি শেয়ার প্রতি আয়(প্রতিটি ১০ টাকা আনুমানিক মূল্য)(বার্ষিক নয়) (অসাধারণ আইটেমের আগে)			
	মৌলিক	(০.৪৮)	(১০.৮৩)	০.১০
	মিশ্রিত	(০.৪৮)	(১০.৮৩)	০.১০
৮.	ইকুইটি শেয়ার প্রতি আয়(প্রতিটি ১০ টাকা আনুমানিক মূল্য)(বার্ষিক নয়) (অসাধারণ আইটেমের পরে)			
	মৌলিক	(০.৪৮)	(১০.৮৩)	০.৩৯
	মিশ্রিত	(০.৪৮)	(১০.৮৩)	০.৩৯

দ্রষ্টব্যঃ
উপরের উল্লেখিত তথ্যটি সেবি (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫-এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। উক্ত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ত্রৈমাসিক এবং নয় মাস সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটস্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট, অর্থাৎ, www.bf-mind.com-এ পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
সাক্ষর-সুশীল কুমার বাস্থিয়া
সার্বক্ষণিক পরিচালক
ডিন-০০৫৫৫১৬৯

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১১ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৭২ সংখ্যা, বুধবার ২৮ মাঘ, ১৪৩১

স্মৃতির কোটায় বইমেলা

১৯৭৬ থেকে কলকাতা বইমেলা শুরু। প্রথম কয়েক বছর খুব বেশি প্রকাশক যোগ দেননি। ভিড় মোটামুটি। তখনও বইমেলা এমন প্রতিযোগিতার চত্বর হয়ে উঠেনি। প্রকাশকদের মধ্যে বেশ একটা পারস্পরিক সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক ছিল। সেই আদরের বইমেলা মুছে গেছে অনেকদিন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের মতো বলতে ইচ্ছা করে, 'সেই বইমেলার কাছে আমরা চিরঋণী। টাই-ঝোলা মিস্টার কাকাতুয়াদের পেতলের দাঁড়ে বাসি কাবলে ছোলার মতো এই বই মেলা নয়।' প্রায় প্রথম থেকেই বইমেলায় স্টল দিতেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সম্পাদিত মিনিবুক আর তার সঙ্গে পোস্টার বিক্রির স্টল, 'সোনার তরী'। কেউ পত্রিকা বা পোস্টার কিনলে বিল হিসেবে পাওয়া যেত একখণ্ড নুড়ি আর ক্রেতার মঙ্গল কামনা করে বেজে উঠত স্বর্গের ঘণ্টা। হ্যাঁ, স্বর্গের ঘণ্টা! স্টলের সামনে এক দীর্ঘ বাঁশের মাথায় টাঙানো ঘণ্টার দড়ি থাকত স্টলে বাঁধা। সেটাই বাজানো হত। লেখা ছিল, তিরুপতির ঘণ্টা। পরে জেনেছিলাম, ওটা ছিল দমকলের। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দমকলের অফিস থেকে অনেক কাকুতিমিনতি করে সাত দিনের কড়ারে নিয়ে এসেছিলেন সন্দীপন। রাত বাড়লে সন্দীপনদার 'সোনার তরী' স্টলের সামনে কোরাসে গান হত, 'ফিক ফিক ফিক চাঁদের হাসি/ ওই উঠেছে আকাশে!/রসের সাগর রসের নাগর/ রসের ভিয়ান বাতাসে।' ওই কোরাস গানের সঙ্গে রুমাল উড়িয়ে হাততালি-সহ নাচতে দেখেছি কৃত্তিবাসের লেখকদের। তাদের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও থাকতেন। আমরাও তাঁদের ঘিরে ধরে হাততালি দিতাম। সেই সময় বইমেলা হত বিড়লা তারামণ্ডল-এর উল্টোদিকে ছোট মাঠে। তখন কারা সব আসতেন আমাদের এই বইমেলায়! না না, উদ্বোধন করতে নয়, স্রেফ দর্শক হিসেবে। মনে আছে, এক দুপুরে স্টল থেকে বেরতেই দেখি ঢুকছেন 'ওরিয়েন্ট লংম্যান', সত্যজিৎ রায়। স্টলের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম, বেরনোর সময় আর একবার ভালো করে দেখব বলে। আস্তে আস্তে লোকের সংখ্যা বাড়ল। আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তিনি বেরোচ্ছেন। তখন মেলায় মাইক্রোফোনে গান শোনা যেত। ভেসে আসছে, 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে'। গনগনে দুপুরে জ্যোৎস্না-রাতের গান। উনি বেরনোর সময় গানটা শুনে এমনভাবে আকাশের দিকে তাকালেন, সব্বাই হো হো করে হেসে উঠল। উনি মুচকি হেসে পাশের স্টলের দিকে পা বাড়ালেন। ছোটখাটো রাধাপ্রসাদ গুপ্তকে দেখেছি বিখ্যাত ফটোগ্রাফার সুদীর্ঘ রঘুবীর সিং-কে বইমেলা দেখাতে নিয়ে এসেছেন।পাজামা আর ছোট মাপের পাঞ্জাবি রাধাপ্রসাদের পরনে। জিনস আর গায়ে আঁটা টি-শার্টে পেশিবহুল রঘুবীর। রাধাপ্রসাদবাবু ওরফে শাঁটুলদা আলঙ্কারিক ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। রঘুবীর মাথাটা কিঞ্চিৎ নামিয়ে মুগ্ধ শ্রোতার মতো শুনতে শুনতে হেঁটে চলেছেন। একা একা ঘুরতে দেখেছি খুশবন্ত সিং-কে। একটু ভারিক্কি চেহারা।দুপুর রোদে ফরসা বদন লাল হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছিল একটু কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু বইমেলার চেহারা, সুসজ্জিত স্টলের আধিক্য, এসব দেখে কেমন যেন ভড়কে গেছেন। ' সত্যি, এমনটা হয়!' গোছের দৃষ্টি। বুঝতে পারছেন না ঠিক কোন স্টলটায় ঢোকা উচিৎ। একটু এগিয়ে গিয়ে বাংলা আর হিন্দি মিশিয়ে অনুরোধ করেছিলাম,' থক গিয়া! থোড়া চেয়ারমে বসবেন!' বিস্মিত এবং পরক্ষণেই স্মিত হাসিমুখে, ' নো নো,আই অ্যাম ফাইন। থ্যাঙ্কিউ, থ্যাঙ্কিউ। ইট'স ফ্যান্টাসটিক, ইট'স ফ্যান্টাসটিক! ' বলে এগিয়ে গেলেন। 'এত দিন শুধু শুনেছি আর পড়েছি। কলকাতার বইমেলা প্রসঙ্গে। আজ চাক্ষুস করতে চলে এলাম।' 'সুবর্ণরেখা'-র সামনে চেয়ারে বসে গল্প করছেন, তখনকার অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র, গৌতম ভদ্র আর ইন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্কুল শিক্ষার ভিত শক্তিশালী

১৯১৮ সালের ঘটনা, কবিগুরুর জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এক রাতে ঢুকলো চোর। পাঁচ বছর আগেই কবি নোবেল পেয়েছিলেন, হয়তো সেজন্যই চোরটি তার পুরস্কৃত কলমটি চুরি করতে এসেছে। কিছু না পেয়ে চোরটি কবির পড়ার ঘর থেকে তাঁর প্রিয় ঝর্ণা কলমটি নিয়ে পালিয়ে যায়। পরদিন সকালে কলমটি না পেয়ে কবি মুষড়ে পড়েন। কত ভালো ভালো রচনা লিখেছিলেন তিনি ঐ কলম দিয়ে! কবি তাঁর অনুরাগীদের কাছে রোজই একবার করে আক্ষেপ করতেন। তাঁদের মাধ্যমেই খবর যায় পুলিশে। একদিন সকালে, জোড়াসাঁকো থানার বড়বাবু কবির বাড়িতে আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন কোমড়ে দড়ি বাঁধা এক যুবক। তার হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় অনেক চোরাই জিনিসপত্রের মধ্যে একটি ঝর্ণা কলম। যুবকটি স্বীকারও করে যে সে এটি কবির বাড়ি থেকে চুরি করেছে। কলমটি দেখে কবি শিশুর মতো আনন্দিত হয়ে হাত বাড়ালেন। কিন্তু বড়বাবু তখন বললেন, এটা আপনাকে এখন দেওয়া যাবে না, স্যার। কোর্টে মামলা উঠবে, সনাক্তকরণের জন্য আপনার ডাক পড়বে, তারপর ফেরত পাবেন। কবি আর কোনো কথা বললেন না। যথাসময়ে পুলিশ কোর্ট থেকে তাঁর নামে সমন পাঠায়, সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। কবি বিব্রত হয়ে জানালেন, তাঁর একজন পরম অনুরাগী আছেন, যিনি সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি আইনব্যবসায়ও জড়িত। সাফ বললেন, কলম ফেরত পাওয়ার জন্য কোর্টে হাজিরা দেওয়ার ঝক্কি আমি নিতে পারব না। উকিলটি বিষয়টি বিচারকের কাছে নিয়ে যান। ঘটনাচক্রে, বিচারক ছিলেন মহম্মদ আনিস সাহেব, একজন প্রবল সাহিত্যপ্রেমী এবং রবীন্দ্রানুরাগী। শুনে তিনি কোর্ট ইন্সপেক্টরকে ডেকে বললেন, তুচ্ছ এই ব্যাপারে কেন কবিকে সমন পাঠানো হয়েছে? একজন নোবেল পুরস্কৃত ব্যক্তির জন্য কি আইনে এমন ব্যতিক্রম হতে পারে না? কোর্ট বাবু তখন ক্ষমাপ্রার্থনা করে সেদিনই কলমটি উকিল বাবুর হাতে তুলে দেন। কিছু দিনের মধ্যে কবির প্রিয় ঝর্ণা কলমটি ফিরে আসে। আজ যদি সেই সময়ের বড়বাবু, উকিল এবং বিচারকরা বেঁচে থাকতেন, তবে নোবেলটি আসত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

যিনি সাধনা করতে পেরেছেন তিনিই বড় মনটাকে গ্রহণ করতে পারেন। সকলের দ্বারা বড় মন অর্জন করা সম্ভব হয় না। সত্যের মধ্যে রয়েছে বড় মন লুকিয়ে। সত্যকে জয় করতে হবে। সেটাকে জয় না করতে পারলে একবারে তলিয়ে যেতে হবে। আর কোনও দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। মাথা তুলে শক্তভাবে দাঁড়াতে গেলে যে শক্তির প্রয়োজন রয়েছে সেটা হচ্ছে মাতৃশক্তি। মাতৃশক্তি সত্যের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে। মা যদি সত্যবাদী না হয় তাহলে তাঁর শক্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকে না। অসৎ মা কোনও সময়ে তাঁর সন্তানদের শক্তি দিতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

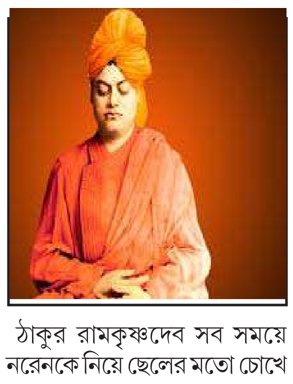

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নরেনকে নিয়ে ছেলের মতো চোখে চোখে রাখতেন। তার ভালোমন্দ দেখতেন। শুধু ঠাকুর নন, মা সারদাও নরেনকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। মা সারদা বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। প্রতিদিন নরেনের ভক্তি গীতি শুনতেন মা সারদা। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো একেবারে নরেনের গান শুনে বিহ্বল হয়ে যেতেন। কোনও কোনও সময়ে ভক্তিগীতি শুনে তিনি জ্ঞান হারা হয়ে যেতেন। তার সেই জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে। নরেন হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর। অবতার বিষ্ণুর অংশ বলে নরেনকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। ঠাকুর যেমন সারা দিন মা মা করতেন, আবার তিনি সারা দিন ধরে নরেন নরেন করতেন। তিনি নরেন ছাড়া জগতে আর কাউকে চিনতেন না। তিনি বলতেন, ওরে তোরা জানিস না নরেন কত শক্তি ধরে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না।

কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে মানসিক এবং শারীরিক উপস্থিত দিয়েছেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

রাজনীতির আঙিনায় শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র'। সংবাদপত্র পড়বার পড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কোন একদিন তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু অবিনাশ ঘোষালকে বলেছিলেন ঃ না, তোমাদের মত খবরের কাগজ পড়ার আমার বাতিক নেই। তবে খবরের কাগজের মন্তব্য পড়তে আমার খুব মজা লাগে। এক কলমব্যাপী সম্পাদকীয় স্তম্ভে ইংরেজ সরকারের কত রকমারি অন্যায়ের বর্ণনা শেষে মন্তব্য কিনা; এটা কি সরকারের উচিত হয়েছে? ভাগ্যিস দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র বাংলাদেশে জন্মেছিল, নইলে দেশের কি অবস্থা হতো, বলতো? এঁরা না থাকলে বাংলাদেশের রাজনীতি ঐ স্বদেশী যুগেই থেমে যেত।

শরৎচন্দ্রের এই সাদাসিধে বক্তব্যে সেদিন পরাধীন ভারতের একশ্রেণীর সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় সম্পর্কে হতাশা যেমন প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনি আবার দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর গভীর আস্থা আর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাও ফুটে উঠেছিল।

শরৎচন্দ্র ১৯২১ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। সারা ভারতে তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, এবং এই আন্দোলনের ঢেউ বাংলাকেও সেসময়ে প্লাবিত করে দিয়েছিল। আর তখনকার এই প্লাবনের সামনের সারিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন। ওই সময়ে শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় দেশবন্ধু অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন ও তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সমকালের অন্যান্য সাহিত্যিক ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে শরৎচন্দ্র এবিষয়ে নানাভাবে বাধা পেয়েছিলেন। তাঁরা তখন শরৎচন্দ্রের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, কোন সাহিত্যিকের রাজনীতিতে যোগ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি। তিনি তাঁদের সমালোচনার উত্তরে বলেছিলেন; এটা তোমাদের ভুল। রাজনীতির আলোচনায় যোগ দেওয়া প্রত্যেক দেশবাসীরই অবশ্য কর্তব্য বলে আমি মনে করি। বিশেষত আমাদের দেশ হল পরাধীন দেশ। এ দেশের রাজনীতিক আন্দোলন প্রধানত স্বাধীনতার আন্দোলন; মুক্তির আন্দোলন। এ আন্দোলনে সাহিত্যিকদেরই তো সর্বাগ্রে যোগ দেওয়া উচিত। কারণ, জাতি গঠন ও লোকমত সৃষ্টির গুরুভার পৃথিবীর সর্বদেশে সাহিত্যিকদের উপরই ন্যস্ত। যুগে যুগে মানুষের মনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলেন তাঁরাই। তোমাদের নির্দেশমত সাহিত্যিকরা যদি বলেন; আমি সাহিত্যিক, সাহিত্য নিয়েই থাকবো, রাজনীতিতে যোগ দেবো না, তা হলে উকিল ব্যারিস্টাররাও বলতে পারেন; আমরা আইন ব্যবসায়ী, মামলা-মোকর্দমা নিয়েই থাকবো, রাজনীতিতে যোগ দেবো না। ছেলেরা বলবে, আমরা ছাত্র, পড়াশুনা নিয়েই থাকবো, রাজনীতির মধ্যে যাবো না। তা হলে

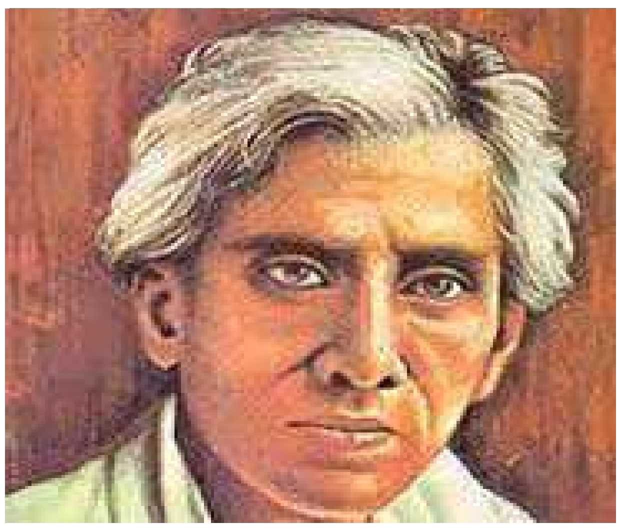

রাজনীতিটা করবে কে শুনি?দ

সেযুগের রাজনীতি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের এই স্পষ্ট উক্তি সেদিন যাঁদের দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল, তৎকালীন কংগ্রেসের যুব নেতা সুভাষচন্দ্র বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক আকাশে সুভাষচন্দ্র তখন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজ করছিলেন, আর কংগ্রেসের এই যুব নেতা তখন বৃটিশ শক্তির কাছে এক বিভীষিকা হয়ে উঠেছিলেন। সুতরাং বলা চলে যে, প্রায় এই সূত্র ধরেই তখন সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। এরপরে অসহযোগ আন্দোলনের নানা পর্যায়ে দেশবন্ধুর দু'পাশে থাকা এই দুই সৈনিক; সুভাষ ও শরৎ; সেকালের অনেকেরই দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন। তখন কখনও দেশবন্ধুর নির্দেশে, তো কখনও আবার নিজেদের উদ্যোগে তাঁরা এক সঙ্গে রাজনীতির নানা কাজে ব্যস্ত থেকেছিলেন।

সেযুগে ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে উপযুক্ত মানুষ গড়ে ওঠা সম্ভব নয় বলে বিবেচনা করে এবং জাতীয় শিক্ষা ও ভাবধারায় ছাত্রদের গড়ে তোলবার উদ্দেশ্যে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে দেশবন্ধুর নেতৃত্বে কলকাতায় গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন নামের একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। একইসঙ্গে তখন ১১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফরবেস ম্যানসনে কলিকাতা বিদ্যালয় নামের একটি কলেজও স্থাপন করা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র বসু তখন সেই কলেজের অধ্যক্ষ এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলেজটির বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপকরূপে নির্বাচিত হয়েছিলেন। উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও সংগঠক-শিক্ষাব্রতীরূপে সুভাষ-শরৎ তখন একই সঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাছাড়া এসময়ে সুভাষচন্দ্র আর শরৎচন্দ্রের মধ্যে মাঝেমধ্যেই আলোচনা-বৈঠক হত। এবিষয়ে যতদূর জানা যায়, সুভাষচন্দ্র তখন নানা ব্যাপারে পরামর্শের জন্য শরৎচন্দ্রের হাওড়ার বাড়িতেও যাওয়া-আসা করেছিলেন। তবে তাঁদের বৈঠকে রাজনীতি ছাড়াও অন্যান্য প্রসঙ্গেও আলোচনা চলত। এমনকি কখনও কখনও গুরুগম্ভীর আলোচনার ফলে সেখানে উপস্থিত অন্যান্য সকলে যখন হাঁপিয়ে উঠতেন, শরৎচন্দ্র তখন তাঁর স্বভাবসুলভ মন্তব্যে সেখানে হালকা হাসির বন্যা নামিয়ে নিয়ে আসতেন। একবার দিলীপকুমার রায়ের বাড়িতে কয়েকজন কংগ্রেস নেতা একটি আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। সেদিন সুভাষচন্দ্র, কিরণশঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র প্রমুখরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন নানা কথাবার্তার পরে দিলীপকুমার হঠাৎই বলেছিলেন; তসুভাষ, তোমার শরীর তো ভীষণ দুর্বল। ডাক্তারও বলেছেন বিশ্রাম নিতে। এবার কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিলে ভালো হয় না?দ উত্তরে সুভাষচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন; তউপায় কি ভাই? কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাজে আর তেমন লোক কোথায়!এরপরে কথা বলতে বলতে হঠাৎই তিনি শরৎচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন; ততবে শরৎবাবু যদি বাংলার কংগ্রেসের ভার নিতে রাজী হন তো, আমি কিছুদিনের জন্য একটু বিশ্রাম নিতে ভরসা পাই। তখন শরৎচন্দ্র কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলেছিলেন; তবুঝলে সুভাষ, আমি ততটা বোকা নই। তুমি ভেবেছ বি. পি. সি. সির গদীতে আমাকে বসিয়ে তোমার বদলে আমাকে জেলে পাঠাবে? তাতে কি আর আমি রাজী হতে পারি? এর উত্তরে সুভাষচন্দ্র হাসতে হাসতে তাঁকে বলেছিলেন; তজেলে যেতে আপনার এত ভয় কেন? আর আপনাকে কেউ ধরবে না বলে দিচ্ছি। কারণ, আপনি একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক। শরৎচন্দ্র প্রত্যুত্তর করেছিলেন; তুমি তো বলেই খালাস। হাতকড়া দিয়ে যখন নিয়ে যাবে, তখন দলবল নিয়ে তুমি বরং আমার গলায় একগাছি মালা পরিয়ে দেবে, আর বলবে 'বন্দেমাতরম-শরৎবাবু'। তোমার ঐ সুধা মুখে একবার বন্দেমাতরম শোনার জন্য আর এক-গাছি মালা পরবার জন্য আমি পাঁচ-পাঁচটা বছর জেল খাটতে আদৌ রাজী নই বাপু!দ তখন শরৎচন্দ্রের কথা শুনে সেখানে উপস্থিত সবাই হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন।

এরপরে অন্য একদিন আরেকটি ঘরোয়া আলোচনা চলাকালীন সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে বলেছিলেন; তঅসহযোগ আন্দোলনে সবাই জেলে যাচ্ছে, আপনাকেও তো একবার যেতে হবে শরৎবাবু।দ একথা শুনে

শরৎচন্দ্র তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই উত্তর দিয়েছিলেন; তআমারও একবার জেলে যাওয়ার ইচ্ছা আছে সুভাষ। কিন্তু মুস্কিল কি জানো? জেলে গেলে নাাকি আফিং দেয় না। আফিং ছাড়া যে আমি বাঁচবো না।

সুভাষচন্দ্র; ভাবতে হবে না। আমি আফিং সংগ্রহ করে দেবো। শরৎচন্দ্র; তুমি আর আমি যে জেলে একসঙ্গে থাকবো; তার কি মানে আছে! আর তুমি যদি আগে জেল থেকে ছাড়া পাও তা হলে? এই আফিং,এর জন্যই তো আমার জেলে যাওয়া হয় না, বুঝলে সুভাষ? এরপরে শরৎচন্দ্র যখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদে আসীন ছিলেন, তখনও তাঁর একবার জেলে যাওয়া নিয়ে কথা উঠেছিল। আর একথা শুনে তখন তিনি হাসতে হাসতে দেশবন্ধুকে বলেছিলেন; তশুনেছি জেলে গেলে নাকি আফিং দেয় না! দেখছি, জেলখানাটা আদৌ ভদ্রলোকের জায়গা নয়।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পরে তৎকালীন বাংলার রাজনীতিতে একটা সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। সেসময়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একমাত্র সংগঠন জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছিল। সেটার একদিকে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এবং অপরদিকে ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ওই সময়ে সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে যাঁরা সোচ্চার হয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তৎকালীন রাজনীতির আসরে, দেশবন্ধুর পরবর্তীকালে, শরৎচন্দ্র সুভাষচন্দ্রেরই অনুগামী হয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, যৌবনের মূর্ত প্রতীক সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা সারা দেশে মুক্তি আন্দোলনের ঢেউ তুলতে পারবে। তাই এসময়ে তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছিলেন, তখনই সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বিভিন্ন সভা-সমিতি ও যুব সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এমনকি এজন্য তাঁকে বহু ক্ষেত্রে লাঞ্ছনাও সহ্য করতে হয়েছিল। যেমন; ১৯৩১ সালে বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরে একটি যুব সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের অনুগামীরাই এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন। তখন এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে শরৎচন্দ্র যুবকদের নানা সমস্যা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্র ও যুবকদের কর্তব্য নিয়ে একটি দীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেবারে কুমিল্লা যাওয়ার পথে তিনি কিভাবে সুভাষ-বিরোধী একটি দলের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন, বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে লেখা তাঁর একটি চিঠির অংশবিশেষ থেকে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৩০শে বৈশাখ তারিখের এই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, দেশোদ্ধার করার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল। পথে একদল শেম শেম বললে, গাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে কয়লার গুঁড়ো মাথায় গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে প্রীতি জ্ঞাপন করলে। আবার একদল বারো ঘোড়ার গাড়ি চাপিয়ে দেড় মাইল লম্বা শোভাযাত্রা করে জানিয়ে দিলে, কয়লার গুঁড়োটা কিছুই নয়; ও মায়া। যাই হোক রূপনারায়ণের তীরে ফিরে এসেছি। The liberated man has no personal hope; এ সত্য উপলব্ধি করতে আর আমার বাকী নেই। জয় হোক কয়লার গুঁড়োর, জয় হোক বারো ঘোড়ার গাড়ির।

এর আগে ১৯২৮-২৯ সালে তৎকালীন বাংলার রাজনীতির 'বিগ ফাইভ', অর্থাৎ; ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, শরৎচন্দ্র বসু, নলিনীরঞ্জন সরকার, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র এবং তুলসীচরণ গোস্বামী মিলিতভাবে সেযুগের প্রভাবশালী তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র বসুকে সামনে রেখে প্রদেশ কংগ্রেসের ক্ষমতা দখল করবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে সমকালে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে প্রদেশ কংগ্রেসের অগ্রনায়ক করে অন্য একটি দলও তখন ক্ষমতা দখল করবার জন্য সচেষ্ট ছিল। বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যেই তখন প্রকাশ্য দলাদলি দেখা দিয়েছিল, আর এই দুই দলের ক্ষমতার লড়াই শেষপর্যন্ত এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, যা তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশকে অত্যন্ত নোংরা ও বিষাক্ত করে তুলেছিল। এপ্রসঙ্গে এখানে সমকালীন একজন রাজনৈতিক নেতা; উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বক্তৃতার অংশবিশেষ উল্লেখ্য। তখন তিনি অত্যন্ত শ্লেষের সঙ্গে নিজের বক্তৃতায় বলেছিলেন, বাংলাদেশে কারুর পৈতৃক প্রাণটা তাঁর নিজস্ব থাকবার জো নেই। সবাই বেরিয়েছেন সবাইকে ক্যাপচার করতে। দাদারা বেরিয়েছেন ছেলেদের ক্যাপচার করতে, ছেলেরা বেরিয়েছে দাদাদের ক্যাপচার করতে। লীডাররা বেরিয়েছেন চ্যালাদের ক্যাপচার করতে, আর চ্যালারা বেরিয়েছে লীডারদের ক্যাপচার করতে।

লেখকঃ রানা চক্রবর্তী।

প্রতিটি বাংলা সিনেমা বিখ্যাত হয় বহু গল্প, আলোচনা, তর্কবিতর্কের মধ্যে দিয়ে এটা বলা যেতেই পারে।

বিশেষ প্রতিবেদক

দে খলেই মনে হবে এক জন গ্রিক মাস্টার সামনে দাঁড়িয়ে। খুব লম্বা, উসকোখুসকো চুল, পাঞ্জাবির ওপর বোতাম-খোলা খাদির জ্যাকেট, কাঁধে একটা ঝোলা, আর জ্বলজ্বলে দুটো চোখ; যেন এই বার অলৌকিক কোনও আখ্যান শুরু

হবে। ঋত্বিকদার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা বিমলদা মারফত। ঋত্বিকদার বড়দাদা আবার ছিলেন বিমলদার প্রোডাকশন হেড। এক দিন আমায় ডেকে বললেন, 'শোনো, তুমি ওঁর কাছ থেকে গল্পটা শুনে লিখে নাও আর নোট্স নিয়ে নাও। পরে এটার ওপর একটা স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।' আমি আর ঋত্বিকদা বসে গেলাম। এর পর এই রকম বসা বহু বার হয়েছে, কিন্তু তা থেকে কোনও দিন কোনও সিনেমা তৈরি হয়নি। পরে জেনেছিলাম, কোনও বাঙালির প্রয়োজনে বিমলদা তাঁকে খালি হাতে ফেরান না। কিন্তু ঋত্বিকদাকে কোনও কাজ ছাড়া সাহায্য করাটা যে ঋত্বিকদার সম্মানে এবং মনে বড় লাগবে, সে কথা বিমলদার মাথায় থাকত। তাই দু'পক্ষের মন ও সম্মানের আশ্চর্য দেওয়া-নেওয়ার সাক্ষী হয়েছিলাম আমি। এর পর অবশ্য মাইডিয়ার হিসেবে ঋত্বিকদাকে চিনতে আরম্ভ করি অভীদা, মানে অভিনেতা অভী ভট্টাচার্যের বাড়িতে। সেখানে রোজ সন্ধেবেলায় একটা জমাটি আড্ডা বসত। তখনকার বম্বে-বাঙালিদের দু'জায়গায় একদম নিশ্চিত করে পাওয়া যেত। এক, কাজের জায়গা; বিমল রায় প্রোডাকশন্স্। কারণ, বিমলদা বড়লোক প্রোডিউসার ছিলেন। সবাইকে নাইয়ে-খাইয়ে রাখতেন। আমাকেও। আমি তো কনভার্টেড বাঙালি। আর দুই, অভীদার বাড়িতে, সেখানে সবাই আড্ডা দিতে যেত। অভীদার বাড়িতেই আমি প্রথম 'জতুগৃহ' পড়েছিলাম, বাংলায়।

সেই আড্ডায় রোজ আমরা একটা করে নতুন সিনেমা বানাতাম, কাস্ট ঠিক হত, বাজেট হত, স্ক্রিপ্ট কে করবে; সব ঠিক হত। পরের দিন যথারীতি ভেস্তে যেত। আবার একটা নতুন সিনেমা তৈরি হত। অন্য রকমের নতুন সিনেমা। যখনই মিউজিক ডিরেকশনের কথা উঠত, আমরা বলে উঠতাম, 'ওই তো, সলিলদাই তো করবে, আবার কে?' ঋত্বিকদা তাঁর প্রাণের বন্ধু সম্পর্কে বলে উঠতেন, 'কী! সলিল মিউজিক দেবে? কোথায় মাল খেয়ে উলটে পড়ে থাকবে!' আমরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতাম, মনে মনে বলতাম, 'ঋত্বিকদা এই কমেন্ট করছে!' আর তার পর একটা বিরাট হাসির রোল উঠত। আর সবাই মিলে তখন ঋত্বিকদার পেছনে লাগা হত। ঋত্বিকদার ছবির সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় হয়েছিল। আমি এখনও 'মেঘে ঢাকা তারা'য় সুপ্রিয়ার চটি ছিঁড়ে যাওয়ার সিনটা ভুলতে পারি না, কিংবা যে বিশাল গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে অনিলদা বন্দিশ গাইছিলেন, সেই দৃশ্যটা। ওই গাছটা চুজ করাই একটা মাস্টারের কাজ। ওই বিশালত্ব, ওই রাজকীয় ব্যাপারটা ওই সিনটাকে একেবারে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। ঋত্বিকদাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, ওই গাছটার মতো মনে হয়েছিল আমার। খুব আলুথালু রাজকীয়। কিন্তু আমার মোহ ভাঙল 'সুবর্ণরেখা' দেখে। একটা-দুটো দৃশ্য এত মেলোড্রামাটিক যে আমার পছন্দ হয়নি। হয়তো ঋত্বিকদার অনেক কিছুই আমার পছন্দ ছিল না। পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ডিন থাকাকালীন উনি যে ভাবে নিজেকে কনডাক্ট করেছিলেন, তা-ও আমার পছন্দ ছিল না। সেখানে ছাত্রদের সঙ্গে একটা ফারাক রাখার দরকার ছিল বলে আমার মনে হয়। এতটা বোহেমিয়ানিজ্‌ম ধারণ করার ক্ষমতা সবার থাকে না। শিষ্যরা যদি অন্ধের মতো ফলো করে, সেটা শিষ্যদের পক্ষে সব সময় শুভ হয় না, সেখানে একটা দায়িত্ব থাকা দরকার ছিল। কোথাও যেন ডিসিপ্লিনের ভারী অভাব ছিল। আর ওঁর যা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল, নিজেকে একটু ঠিক ভাবে চালনা করলে শিল্প হয়তো আরও সমৃদ্ধ হতে পারত।

আবার ভেবেছি, ঋত্বিকদা যদি ডিসিপ্লিনড আর প্রথাগত 'প্রপার' হতেন, তা হলে ঋত্বিকদা হতেন না। অন্য মানুষ হতেন। তিনি ওই একটা রকম ভাবেই বাঁচতে পারতেন, শিল্প করতে পারতেন। ওটা তাঁর ঘরানা, তার যাপন। সেটা তাঁর সিনেমায় প্রতিফলিত। ঋত্বিকদার নিয়মছাড়া ভাব হয়তো কিছুটা জেনেটিকও। ওঁর আরও দুই ভাইকেও আমি খুব ভাল ভাবেই চিনতাম। তাঁদের মধ্যেও এই খামখেয়ালিপনা বা একসেনট্রিক ব্যাপারস্যাপার লক্ষ করেছি। কিন্তু শিল্পের মানচিত্র তো হরেক রকম প্রতিভা দিয়ে তৈরি। কিছু মানুষ থাকবেনই, যাঁরা ছন্নছাড়া, উদ্দাম প্রতিভাধর, উল্কার মতো; স্বল্প কালীন। সেই সব মানুষকে তাঁদের মতো করেই গ্রহণ করতে শিখতে হবে।

অনেক বছর পর মুম্বইয়ের খার স্টেশনের কাছে ঋত্বিকদার সঙ্গে দেখা। সব সময়ই ওই স্টেশনের কাছে একটা লজে উঠতেন। সেই না-আঁচড়ানো উসকোখুসকো চুল, না-কামানো দাড়ি, খাদির জ্যাকেট, একই রকম রাজকীয়, কেবল চেহারা একটু ভেঙেছে, জৌলুস একটু কমেছে, এই যা। দেখা হতেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। গালে আলতো একটা থাপ্পড় মেরে বললেন, 'তুই কী এমন করেছিস রে, যে এত নাম হয়েছে তোর!' এ কথা বলাটা ওঁরই সাজে। সেই কবে থেকে আর কত কাছ থেকে দেখেছেন তো এই ছোকরাকে! কিন্তু অত বড় হাতের চেটো, তার থাপ্পড় যত আলতোই হোক, তা হজম করার কলজে থাকতে হবে। আমার তো মনে হয়, আমার সেই কলজে ছিল বইকী! আ স্মল টোকেন অব লাভ ফ্রম আ গ্রিক মাস্টার!

প্রতিটা আড্ডায় একটি করে গল্প তৈরি পরিবেশ হয়ে তে। সেই পরিবেশ থেকে যে গল্প উঠে আসতো তা বাংলার সিনেমায় হিট করতো। ঋত্বিক ঘটক যেসব বই করেছেন তা কিন্তু গল্পের মধ্যে দিয়ে পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। বহু কথা এবং বহ আলোচনার পর এক একটি ছবি তৈরি হতে থাকে। সেটাই এতকাল ধরে বাংলার সিনেমার নিয়ম ছিল। তারপরে নিয়ম ভাঙতে শুরু করলো অবিশ্বাস এসে বাসা বাঁধল। তার ফলে আজকের যুগে পরিচালক থেকে শুরু করে প্রয়োজকেরা সেউ কারোর ওপরে ভরসা করে না বা বিশ্বাস করেন না। তখন বাংলার সিনেমাটা নির্ভর করতো বিশ্বাসের ওপরে। সত্যজিঠ তাঁর ছবি পরিকল্পনারে তুলে দিতেন তাঁর সহকর্মীদের হাতে। তিনি তবে সব দিক লক্ষ্য রাখতেন, ভুল হলে ঠিক করতেন

ঠাকুর পরমহংসের শিষ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ

শঙ্করলাল কর্মকার, আইনজীবী

বাংলা নাটক এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষ। চার দশকের বেশি তাঁর কর্মজীবনের গিরিশ ঘোষকে বেশ কয়েকবার নাটকের দল বদলাতে হয়েছে। সেটা কখনও গ্রেট ন্যাশনাল কখনও এমারেল্ড কখনও বা কোহিনুর। আসলে তখনও বাংলা নাটকের রসিটি ছিল প্রতাপ চন্দ্র জহুরী কিংবা গুর্মুখ রায়দের মত ব্যবসায়ীদের হাতে। আবেগে চলা শিল্পীমানুষ বাংলার নাট্য জগতের কিংবদন্তি পুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ এদের মৌরসিপাট্টা মেনে নিতে পারতেন না। এই বিশিষ্ট বঙ্গ সন্তান সংগীতস্রষ্টা, কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যপরিচালক ও নট। বাংলা থিয়েটারের স্বর্ণযুগ মূলত তাঁরই অবদান। ১৮৪৪ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি,কলকাতার বাগবাজারে গিরিশচন্দ্রের জন্ম। তিনি ছিলেন তাঁর পিতামাতার অষ্টম সন্তান। প্রথমে হেয়ার স্কুল ও পরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে তিনি পড়াশোনা করেন। পরবর্তীকালে ইংরেজী ও হিন্দু পুরাণে জ্ঞান অর্জন করেন। কর্মজীবনে প্রথমে তিনি 'অ্যাটকিন্সন টিলকন' কোম্পানির হিসাবরক্ষণ বিভাগে শিক্ষানবিস হিসেবে যোগ দেন। কথিত আছে গিরিশ ঘোষের মন প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে এবং অদ্ভুত ভাবে চিন্তা করতে পারতো। তার চিন্তা কিংবা আইডিয়া বা শব্দাবলী তাৎক্ষনিক লিখে রাখার জন্য তিনি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারকে সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। দেবেন্দ্র সারাক্ষণ তার কাছে তিনটি পেন্সিল প্রস্তুত রাখতেন, দোয়াত কলম রাখতেন না। কারণ কলমে কালি ভরার মত সময়টুকুও নাকি তিনি পেতেন না। কোনও কথা বুঝতে না পারলে ফের জিজ্ঞেস করলে গিরীশবাবু রেগে যেতেন, কারণ তাতে তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটতো। তাই কোন শব্দ বুঝতে না পারলে তার নির্দেশ অনুযায়ী দেবেন্দ্র সেখানে ডট বসিয়ে যেতেন, যাতে পরে তা জেনে নিতে পারেন।

১৮৭২ সালে তিনিই প্রথম বাংলা পেশাদার নাট্য কোম্পানি ন্যাশানাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। গিরিশচন্দ্র প্রায় চল্লিশটি নাটক রচনা করেছেন এবং ততোধিক সংখ্যক নাটক পরিচালনা করেছেন। জীবনের পরবর্তী সময়ে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের অন্যতম শিষ্য হয়ে ওঠেন।তবে তার আগে ১৮৬৭ সালে শর্মিষ্ঠা নাটকের গীতিকার হিসাবে নাট্যজগৎতে প্রথম যুক্ত হন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাবে তিনি প্রথম গান এবং কবিতা লিখতে শুরু করেন। পরে নাট্য মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হলে নাটক লিখতে শুরু করেন। সীতার বনবাস ,সীতাহরণ, জনা, বলিদান, সিরাজ-উদ-দোল্লা, মীরকাশিম ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য নাটক। সধবার একাদশীতে অভিনয় করে বেশ সুনাম অর্জন করে ছিলেন। কলকাতায় ন্যাশানাল থিয়েটার নামে তাঁর একটি নাট্য কোম্পানি ছিল। ১৮৭৭ সালে মেঘনাদবধ কাব্যে রামচন্দ্র ও মেঘনাদ উভয় ক্ষেত্রে অভিনয় জন্য সাধারণী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁকে 'বঙ্গের গ্যারিক' আখ্যায় ভূষিত করেন। ১৮৮৪ সালের ২০ সেপ্টেম্বর নটী বিনোদিনীকে নিয়ে তিনি স্টার থিয়েটার গড়েন,সেখানে কলকাতা চৈতন্যলীলা নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস এই নাটক দেখতে এসেছিলেন। এরপর উভয়েই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।১৮৮৩ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তিনি স্টার, এমারেল্ড, মিনার্ভা, ক্লাসিক ও কোহিনুর ইত্যাদি রঙ্গালয় পরিচালনা করেন। ১৯০৮ সালে তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং আজীবন এ পদে ছিলেন। গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে অভিযোগ ছিল মদ্যপ ও স্বেচ্ছাচারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ শিষ্যে পরিণত হন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতদ গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে, কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার পর গিরিশচন্দ্রের নৈতিক পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি তাঁর শিষ্য হন।

সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক হারে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আবাস যোজনা সহ একাধিক সরকারী জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ব্যাপক হারে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ। অভিযোগ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের উপভোক্তাদের। যদিও অভিযোগ অস্বীকার ওই গাড়ির চালকের। তার পাল্টা দাবি, এটা কংগ্রেস ও বিজেপি চক্রান্ত। মালদার চাচল ২ নং ব্লকের ধানগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জিয়াগাছি গ্রামের মানুষেরা। গোটা ঘটনায় সরব বিজেপিও কংগ্রেস। মালদার চাচল ২ নং ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ বাংলার বাড়ি সহ প্রত্যেকটা সরকারি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে। এলাকায় মানুষের কাছ থেকে গিয়ে ব্যাপক হারে কাটমানি তুলেছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গাড়ির চালক ইমরুল। এমনকি সম্প্রতি, বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নাম করেন এক উপভোক্তার কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা কাটমানি নেন ইমরুল। ঘরের নাম আসার পরেও, ঘর পাননি উপভোক্তা তরিকুল ইসলাম। শুধু তারিকুল নন, ওই গ্রামের সাধারণ মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে গেলে দিতে হবে কাটমানি এমনই অভিযোগ করেন তারা। কোন প্রকল্পের কিরকম কাঠ মানি দিতে হবে তার রেট চার্ট তৈরি করেন ইমরুল। বার্ধক্য ভাতা থেকে বিধবা ভাতা, এমনকি বাদ যাচ্ছে না প্রতিবন্ধী ভাতাও সব প্রকল্পে দুই থেকে তিন হাজার টাকা কাঠ মানি দাবি করছেন ইমরুল এমনই অভিযোগ উপভোক্তাদের তারপরও সুবিধা পাইনি উপভোক্তারা। বঞ্চিত হয়েছে বহু সাধারণ মানুষ। প্রশ্ন হচ্ছে গাড়ির চালক কিভাবে এই সাহস পেল। তবে কি সভাপতি গাড়ির চালককে ব্যবহার করে টাকা তুলছেন। একই এলাকায় বহু মানুষ একই অভিযোগ। সাম্প্রতিক কালে ঘরের জন্য নিয়েছিলেন ৩০ হাজার টাকা। কিন্তু তারপরও মেলেনি ঘর। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠার সমস্ত রকম অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইমরুল। তার দাবি, তাকে ফাঁসানো হচ্ছে এটা কংগ্রেসের চক্রান্ত যেহেতু তিনি তৃণমূল করেন। আর সমস্ত ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতর। একযোগে তৃণমূলকে আক্রমণ জানিয়েছে বিজেপি ও কংগ্রেস। অন্যদিকে অভিযোগ পেয়েছি বিষয়টি খতিয়ে দেখছি জানিয়েছেন চাচল মহকুমা শাসক।

e-TENDER NOTICE
NARUGRAM GRAM PANCHAYAT
RAINA-I Block, Purba Bardhaman
e-NIT No-WB/BWN/NARU/NGP/2024-25/015)
Dt.-11.02.2025/, Memo no-175NGP/2025, e-Tender ID-2025_ZPHD_810967_1/BidSubmission/Start, Dt.12.02.2025 (Online) 21/02/2025 From 10:00 AM onwards, Bid Submission Closing Dt. (Online) 21/02/2025 up to 06:00 PM For viewing Tender: www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan,
Narugram Gram Panchayat

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting E-Tender No.: 14/2024-2025 (2 nd Call)
Notice Inviting E-Tender No.: 15/2024-2025
The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites eTender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from **11/02/2025 from 6.30 pm up to 19/02/2025 at 6.30 pm**. Last date of submission of Bid(online) **19/02/2025 up to 04.30 pm**. Date of opening of Tender on **22/02/2025 from 11.00 pm**. For details please visit office of the undersigned and **website https://wbtender.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

NOTICE
I Asim Kumar Banerjee S/O Haridhan Banerjee by faith Hindu of 6/33, Bijoygarh, PS: Jadavpur, Kolkata-700032, WB, had purchased a land/property scheduled below from Power of Attorney holder Shri Sisir Kumar Arnab S/O Late Nil Gopal Arnab of 18/4A, Dover Lane, Kolkata - 700029, WB, Book No-1, Volume-8, Pages from 392-407, Being No - 321 for the year 1990, dated 02.04.1990, Alipur, 24 Pgs(S). If anybody has any objection on mutation of said property/land, please inform office of the BL& LRO, Block Kolkata in writing or over e mail - bllroatm@gmail.com within one month from the date of this advertisement. Land schedule at Mouza Brahmapur, JL No - 48, RS Khatian - 1084, LR Khatian - 1726, RS/LR Dag No-507 under PS Regent Park.

OFFICE OF THE
RAGHUDEVPUR GRAM PANCHAYAT
VILL. & P.O. – RAGHUDEVPUR, P.S. – RAJAPUR, DIST. - HOWRAH
Notice Inviting E-Tender
Notice inviting e-tender for 07 (seven) numbers of work which have been published online on dated 08-02-2025 **(Tender ID: RGP/18/2025 [2025_ZPHD_813259_1] to [2025_ZPHD_813259_7]**. Last date of submission of bids are on **17-02-2025 at 2 P.M**. EMD will be received by A/C payee NEFT/RTGS within **17-02-2025 at 2 P.M**. Details are available in the office of undersigned and **https://wbtenders.gov.in/ portal.**
Sd/-Pradhan
Raghudevpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/122/eNIT/24-25, Dated: 07/02/2025
For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the 9 (Nine)Nos. different works at different places. Document download/sale date from **10.02.2025 16:30 Hrs to 17.02.2025 16:30 Hrs**. Bid submission end date up to **17.02.2025 16:30 Hrs** or as per tender portal. Bid Opening Date: **19.02.2025 at 16.30 Hrs.** or as per tender portal. For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

দেউচা পাঁচামি কয়লাশিল্প নিয়ে কেউ ভুল বোঝাতে এলে আপনারা ফাঁদে পা দেবেন না ঃ অনুব্রত মণ্ডল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ পাঁচামি কয়লাশিল্প নিয়ে কেউ ভুল বোঝাতে এলে আপনারা ফাঁদে পা দেবেন না। কোথাও কোনও সমস্যা হলে সরাসরি জেলাশাসককে জানান। প্রশাসনের তরফে সমস্তরকম সহযোগিতা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন কয়লাশিল্প হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেদিনই তিনি বলে দিয়েছিলেন এলাকার মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তবেই দেউচা পাঁচামি কয়লাশিল্প গড়ে তোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই জেলা প্রশাসনের তরফে খনি অঞ্চলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেই জমি নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, বললেন রাজ্য গ্রামীণ পর্ষদ উন্নয়নের সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল। সোমবার মহম্মদবাজার ব্লকের পূর্ব হাঁসদা সভাগৃহে প্রায় ১৩১ জন আদিবাসী মানুষের হাতে জমির পরচা তুলে দিল বীরভূম জেলা প্রশাসন। প্রথম পর্যায়ে যে সরকারি খাসজমির উপর প্রস্তাবিত কয়লাশিল্প গড়ে উঠতে চলেছে, সেই এলাকার সাধারণ মানুষের কিছু জমিসংক্রান্ত সমস্যা ছিল। কিন্তু মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে ভূমি দফতরের ক্যাম্পে জমি গুলোর সমাধান করে পরচার কাজ শেষ করা হল। জেলাশাসক বিধান রায় জানিয়েছেন, প্রস্তাবিত কয়লাশিল্প অঞ্চলে খননকার্য দ্রুত গতিতেই চলছে। আশা করা যায়, অচিরেই ব্যাসল্টের সন্ধান পাওয়া যাবে। পাথর খননের পরেই কয়লা উত্তোলন সম্ভব হবে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, এলাকার কোনও মানুষ বঞ্চিত হবেন না। জমিদাতাদের রাজ্য সরকারের তরফে থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান তিনি। পাশাপাশি তিনজনের হাতে জাতিগত শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় জরুরি ভিত্তিতে। এলাকার মানুষ খুশি। তাঁরা চান, তাড়াতাড়ি কয়লা উত্তোলন শুরু হোক।

খড়গপুর ডিভিসনে মাইনর ইউনিট চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ কেজিপি/সিএটিজি-এমপিএস/২০২৫ তারিখঃ ১০.০২.২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিতগুলির জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেনঃ ● খড়গপুর ডিভিসনে ৫ (পাঁচ) বছর সময়কালের জন্য খড়গপুর (২টি), ঝাড়গ্রাম (১টি), জলেশ্বর (৩টি), কাঁথি (২টি), রূপসা (১টি), বেলদা (১টি), দাঁতন (১টি), চাকুলিয়া (১টি), মার্কোনা (১টি) ও পাঁশকুড়া (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে এমপিএস ইউনিটের ব্যবস্থা যা **ক্যাটালগ নংঃ কেজিপি-এমপিএস-২৫-০৩**-এ দ্রষ্টব্য। **অকশনের তারিখ ঃ** ২১.০২.২০২৫। **অকশন শুরুর/বন্ধের সময়ঃ** যথাক্রমে সকাল ১১.২০ মিনিট ও দুপুর ২.১০ মিনিট। ● খড়গপুর ডিভিসনে ৫ (পাঁচ) বছর সময়কালের জন্য খড়গপুর (১টি), হাউর (১টি), আন্দুল (১টি), কোলাঘাট (১টি), আবাদা (১টি), বাউড়িয়া (১টি), জলেশ্বর (১টি), সোরো (১টি), শালিমার (৩টি), আমতা (১টি) ও মৌড়িগ্রাম (১টি) রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং ইউনিটের ব্যবস্থা যা **ক্যাটালগ নংঃ সিএটিজি-কেজিপি-২৫-০২**-এ দ্রষ্টব্য। **অকশনের তারিখ ঃ** ২১.০২.২০২৫। **অকশন শুরুর/বন্ধের সময়ঃ** যথাক্রমে দুপুর ১২টা ও দুপুর ২.৩০ মিনিট। যেগুলি ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ বিজ্ঞাপিত আছে। এজেন্সি/ক্যাটারিং কন্ট্রাক্টরকে এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তির বিবরণ ও সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট পড়তে হবে। কোন জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-1124) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

NOTICE
I Asit Kumar Patwari S/O Late Lakshman Chandra Patwari by faith Hindu of Garfa Patwari Para, PO: Haltu, PS: Kasba (Now Garifa), Kolkata-700078,WB, had purchased a land/property scheduled below from Power of Attorney holder Shri Abhijit Maity, S/O Sekhar Chandra Maity, by faith Hindu of Panchet Garh, PO+PS: Panchet, Dist: Purba Medinipur-721438, WB & Sree Debdeep Sanyal, S/O Late Subir Chandra Sanyal, by faith Hindu of P-15, Green View, Baishnabghata, PO: Garia, PS: Patuli, Kolkata-700084, Dist: South 24 Paraganas, WB, Book-1, Volume-1603/2024, Pages from 124-146, Being No-5058 for the year 2024, date 20.03.2024, DSR-III, 24 Pgs(S). If anybody has any objection on mutation of said property/land, please inform office of the BL& LRO, Block Kolkata in writing or over e mail bllroatm@gmail.com within one month from the date of this advertisement. Land schedule at Mouza Kalikapur, JL No-20, RS Khatian-18, LR Khatian-227, LR Dag No - 356/406 under PS Kasba (Now Purba Jadavpur).

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
Regd. Office :
113 Park Street, N Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Email : century@centuryextrusions.com
Website : www.centuryextrusions.com
Tel: +91(033) 2229 1012 /1291; **Telefax:** +91(033) 2249 5656
CIN : L27203WB1988PLC043705

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2024

(Rs. in lacs Except EPS)

	PARTICULARS	Quarter Ended			Nine Months Ended		Previous Year Ended
		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024
		Un-Audited			Un-Audited		Audited
	PART-I						
1	Revenue from operation	10354	10650	9544	31146	28280	37510
2	Other Income	6	12	7	26	36	55
3	Total Income from operation (1+2)	10360	10662	9551	31172	28316	37565
4	Expenses						
	a) Cost of materials consumed	8784	8230	8087	24509	22931	29410
	b) Changes in Inventories of finished goods, work in progress and stock in trade	(707)	(122)	(887)	(393)	(1110)	(625)
	c) Employee benefits expense	374	528	397	1340	1184	1776
	d) Finance Cost	257	264	235	746	681	936
	e) Depreciation and amortisation expense	86	94	74	267	216	335
	f) Other expenses	1259	1349	1389	3750	3568	4676
	Total Expenses	10053	10343	9295	30219	27470	36508
5	Profit(+)/ Loss(-) before exceptional items (3-4)	307	319	256	953	846	1057
6	Exceptional Items	—	—	—	—	—	(32)
7	Profit(+)/ Loss(-) before tax (5-6)	307	319	256	953	846	1089
8	Tax Expenses						
	(1) Current tax	60	82	61	225	215	370
	(2) Deferred tax	2	(1)	1	1	1	(26)
9	Net Profit(+)/ Loss(-) after Tax (7-8)	245	238	194	727	630	745
10	Other Comprehensive Income/ (Loss)	1	1	(2)	3	(5)	45
11	Total Comprehensive Income for the period (9+10)	246	239	192	730	625	790
12	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs 1/- each)	800	800	800	800	800	800
13	Reserves excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year	—	—	—	—	—	—
14	EPS for the period (Rs.) (not annualised)						
	a Basic	0.31	0.30	0.24	0.91	0.79	0.93
	b Diluted	0.31	0.30	0.24	0.91	0.79	0.93

Notes :
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on 11th February , 2025 for the quarter and nine months ended 31st December 2024 and thereafter were approved by the Board of Directors at their meeting held on 11th February , 2025 .
2. The Company has two business segments i.e. manufacturing of Aluminium Extruded Products and manufacturing Transmission and Distribution Line Hardware. However, the Company does not fall under any of the criteria laid down under Ind AS - 108 and hence segment Reporting not applicable.
3. The above is an extract of the detailed fromat of quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly results are available on the Stock Exchange of BSE at **www.bseindia.com** , NSE at **www.nseindia.com** and on Company's website at **www.centuryextrusions.com**
4. Ind AS 115, Revenue from Contracts with Customers, mandatory for reporting periods beginning on or after April 1, 2018, replaces the existing revenue recognition requirements. As per the assessment of the Company, on adoption of Ind AS 115, there is a decrease in the profit of the Company by Rs.10.55 lakhs for the nine months ended 31st December 2024.
5. These financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards("IND AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act,2013 read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

Place: Kolkata
Date : 11.02.2025

For **Century Extrusions Limited**
Sd/-
Vikram Jhunjhunwala
Chairman and Managing Director
DIN :- 00169833

ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো কালনা পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার কালনার বিভিন্ন বাজারে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান চালালো কালনা পৌরসভা ও কালনা পুলিশ প্রশাসন। এদিন মঙ্গলবার প্রথম কালনার চকবাজার এলাকায় অভিযান চালান তারা। পরবর্তী সময়ে কালনার আরো বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালিয়ে সব মিলিয়ে প্রায় দু কুইন্ট্যাল নিষিদ্ধ প্লাস্টিক বাজেয়াপ্ত করে পৌরসভা। একই সাথে ১৮ জনকে ফাইন করা হয়। এইপ্রসঙ্গে কালনার পৌরসভার উপ পৌরপতি তপন পড়লে তিনি বলেন, এদিন অভিযানে প্রায় ২ কুইন্ট্যাল নিষিদ্ধ প্লাস্টিক বাজেয়াপ্ত হয়েছে। কালনা শহরকে নির্মল শহর তৈরীর লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ।

Office of the
Sherpur Gram Panchayat
Under Magrahat-I Development Block
Vill+P.O- Sherpur, P.S- Usthi Dist.:South 24 Parganas,Pin-743513
NOTICE INVITING e-TENDER No.(1) WBS24PGS/MAG-I/SGP/28 / NIT-14/2025, (2) WBS24PGS/MAG-I/SGP/29 /NIT-15/2024-2025
The PRADHAN, Office of the: Sherpur Gram Panchayat UNDER Magrahat-I Development Block invites e-tender for total 4 (Four) Nos. different works. Bid Submission closing (On line) **19/02/2025 at 11.00 A.M.** Bid opening date for Technical Proposals (Online) **21/02/2025 at 11.00 A.M.** For details please visit **http://etender.wb.nic.in** or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Sherpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 479/MM/NIeT/2024-25 3rd Call, published Date: 11-02-2025**, The last date for online submission of tender is **11-03-2025(Tuesday) up to 14:00 Hours**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

রেল বগিকে সজোরে ধাক্কা ইঞ্জিনের, আহত কয়েকজন যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, দিনহাটা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও রেল দুর্ঘটনা। ট্রেনের ইঞ্জিন ঘোরানোর সময় দিনহাটার বামনহাট রেল স্টেশনে রেল বগিকে ধাক্কা ইঞ্জিনের। ধাক্কার জেরে গুরুতর আহত কয়েকজন যাত্রী। জানা গেছে, বামনহাট থেকে শিলিগুড়ি ১৫৪৬৮ প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি আজ বামনহাট রেলস্টেশনে পৌঁছে সেখানে যাত্রী নামায়। তারপর পুনরায় যখন শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার জন্য ইঞ্জিনের অভিমুখ ঘোরানোর জন্য রেল বগি থেকে ইঞ্জিনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে। ইঞ্জিন ঘুরিয়ে নিয়ে আসার সময় দাঁড়িয়ে থাকা রেল বগিকে সজোরে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে ইঞ্জিনের সঙ্গে সংযোগকারী প্রথম বগিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এলআরসি-৩_কোরোশন-এলএইচবি, তারিখ ঃ ১০.০২.২০২৫। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** "এলএইচবি এসি এবং নন এসি কোচ সমূহের ক্ষয় মেরামতি"। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৬১,৮৩,৯৩৩ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৩০,৯০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০১.০৩.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **যে ওয়েবসাইট থেকে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ দেখা যাবে ঃ www.ireps.gov.in**
MISC-329/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই)
মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা "২৮/৫৫, এম. এন. সেন রোড, চণ্ডীতলা, কলকাতা-৭০০০৪০ ঠিকানায় মেট্রো রেলওয়ে হাসপাতালের দুর্ঘটনাজনিত পরিষেবা (অর্থাৎ, ০৪ জন ডাক্তার এবং ০৪ জন নার্স কাম অ্যাটেন্ডেন্ট)"-এর জন্য **আগ্রহ প্রকাশ (ইওআই)** আহ্বান করছে। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** ০২ (দুই) বছর। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৪৭,০২,৯৩৯.২২ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০২.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টা। **নোটিশ বোর্ডের অবস্থান ঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেডিক্যাল অফিসার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা, ২৮/৫৫, এম. এন. সেন রোড, চণ্ডীতলা, কলকাতা-৭০০০৪০-এর অফিসে। **ওয়েব ঠিকানা ঃ** ইওআই বিজ্ঞপ্তি, ইওআই নথি **www.mtp.indianrailways.gov.in**-তে পাওয়া যাচ্ছে।
ইওআই নং. ঃ এমআরটিএস/এমইডি/এইচওএসপি/১০২/সিএস/২৪-২৫
প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেডিক্যাল অফিসার
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF MURSHIDABAD MUNICIPALITY
LALBAGH, P.O. & DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742149
e-mail Id: murshidabadmunicipality@gmail.com
Office Phone & Fax No:-03482-270232
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 485/MM/NIeT/2024-25, published Date: 04-02-2025**, The last date for online submission of tender is **21-02-2025(Friday) up to 12:00 Hours**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Indrajit Dhar
(Chairman, Murshidabad Municipality)

ভেঙে পড়ল সেনার তৈরি সেই সেতুও!

দুরন্ত বার্তা, সিকিম, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃবেইলিব্রিজ ভেঙে ফের বিপর্যয় উত্তর সিকিমে। ফের বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা। ফের বিপর্যস্ত উত্তর সিকিমে। এর আগে গত বর্ষায় সেতুটি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার কারণে বহুদিন বন্ধ ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা। তারপর সেনা রেকর্ড সময়ে মাত্র ৭২ ঘণ্টায় সেতুটি পুনর্নির্মাণ করে। কিন্তু এদিন একটি মালবাহী গাড়ি যাওয়ার পর ফের ভেঙে পড়ে সেই সেতু। মূলতঃ উত্তর সিকিমের এই সংকলাং ব্রিজ, মঙ্গন ও চুংথাং-এর একটি অত্যাবশ্যকীয় সংযোগ। এখন সেতুটি ভেঙে যাওয়ার ফলে লাচেন এবং লাচুং-এর যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন। উত্তর সিকিমে সানতালা খোলা ব্রিজ ভেঙে পড়ার জেরে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটকও। প্রসঙ্গত ২০২৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে পাহাড়ে অতি বৃষ্টির ফলে এই সেতুটি ভেঙে পড়ে। তখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় প্রশাসন সেনার সহযোগিতা নিয়ে সেতুটির পুনর্নির্মাণ করা হয়। মঙ্গলবার ফের দুর্বল সেতুটি হঠাৎ-ই ভেঙে পড়ে। এই বিষয়ে হিমালয়ান হসপিটালিটি ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, এই বেইলি ব্রিজটি বহুদিন ধরেই বিপর্যস্ত।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৩৯, তারিখ ১০.০২.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নং ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৪১৪-আর, কাজের নাম ঃ** ১) এবিএসএস-এর অধীনে ডানকুনিতে বারান্দা ও অভ্যন্তর ভাগ সমেত সম্মুখ ভাগের উন্নয়ন সহ একতলা ভবনের সম্পূর্ণকরণের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ, চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল ও পার্কিং এলাকার উন্নয়ন। ২) এবিএসএস-এর অধীনে বালিতে সম্মুখভাগ ও বারান্দার পুনরুন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ, অভ্যন্তর ভাগের কাজ এবং বুকিং অফিসের, শৌচাগার ও ওয়েটিং হল যা বিদ্যমান ভবনে অবস্থিত সেগুলির উন্নয়ন, চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার উন্নয়ন। ৩) সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে শেওড়াফুলি স্টেশনে বাণিজ্যিক ভবনের অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করার জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ, অভ্যন্তর ভাগ, চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল-এর উন্নয়ন। ৪) সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে চন্দননগর স্টেশনে সম্মুখভাগ ও বারান্দার উন্নয়নের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ এবং বুকিং অফিস, শৌচাগার ও ওয়েটিং হলের অভ্যন্তর ভাগের উন্নয়ন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। ৫) ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে অম্বিকা কালনা স্টেশনে প্রধান প্রবেশ ভবনের ও দ্বিতীয় প্রবেশ ভবনের একতলায় উন্নয়ন কাজের জন্য বৈদ্যুতিক সাধারণ কাজ ও সেই সঙ্গে চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল ও পার্কিং এলাকা সমেত সম্মুখ ভাগ ও অভ্যন্তরভাগের উন্নয়ন। ৬) সিনি. ডিইএন/১/এইচডব্লুএইচ-এর শাখায় অমৃত স্টেশন স্কিমের অধীনে তারকেশ্বরে স্টেশন বিল্ডিং (একতলা) এর সম্প্রসারিত অংশের অবশিষ্ট কাজ এবং ডোম-এর মতো গঠন, স্টেশন বিল্ডিং ও তীর্থযাত্রীদের শেড তৎসহ সামনের অংশ যেখানে বারান্দা অন্তর্ভুক্ত তার উন্নয়ন, সেই সঙ্গে বুকিং অফিস, শৌচাগার ও ওয়েটিং হল যা স্টেশন বিল্ডিং-এ অবস্থিত তার অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন এবং বিদ্যমান স্টেশন বিল্ডিং-এর অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,৮৪,৩৯,২৭৯ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন (প্রদেয় বায়না অর্থ) ঃ** ২,৯২,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৮০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.০৩.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরবর্তী কোনো সুবিধাজনক দিনে করা যাবে। বিশদ টেন্ডার **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
HWH-594/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE COUNCILLORS
DHULIYAN MUNICIPALITY
P.O.- DHULIYAN, DIST.- MURSHIDABAD
নোটিশ
এতদ্বারা সমস্ত জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র পৌরসভার Auction Notice No. 03, 04, 05, 06, 07, 08 (2024-25) নিলাম করা হইবে। আগামী ১৮.০২.২০২৫ তারিখে উক্ত নিলাম কার্য অনুষ্ঠিত হইবে।
বিস্তারিত বিবরণ ধুলিয়ান পৌরসভার নোটিশ বোর্ডে উপলব্ধ।
Sd/-
পৌরপ্রধান
ধুলিয়ান পৌরসভা

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/৮, তারিখ ঃ ১০.০২.২০২৫। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্রমিক নং, টেন্ডার নং, বিবরণ ও প্রদেয় বায়না অর্থ** যথাক্রমে ঃ **(১) ২০২৪১০২৫এ,** সেকেন্ডারি এয়ার স্প্রিং-এর জন্য ল্যাটারাল ড্যাম্পার। ১,৯৩,১০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৫.০২.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (২) **১৫২৫৫০০৩,** নয়েজ মনিটরিং টার্মিনাল ইত্যাদি সমেত কন্টিনিউয়াস অ্যাম্বিয়েন্ট এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং সিস্টেমের সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা ও সূচনার কাজ। ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৭.০২.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(৩) ০৮২৪১৬৭০এ,** ব্রেড কনট্যাক্ট সমেত এইচআরসি ফিউজ লিংক (ডিআইএন ধরনের)। ২,৮৮,৪৩০ টাকা। **(৪) ১০২৪৫০৩০,** হুইল ফ্ল্যাঞ্জ লুব্রিকেটিং সিস্টেম সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা এবং সূচনা। ৩,৩৬,৫১০ টাকা। **(৫) ১০২৪৫০৩৭,** ৩-পিএইচ লোকোসমূহের জন্য ড্রাইভারস ভিজিল্যান্স কন্ট্রোল ডিভাইস সমেত ফেইভেলি নির্মিত ব্রেক কন্ট্রোল ব্যবস্থা (ই-৭০ ব্রেক কন্ট্রোল)। ৩,১৫,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৮.০২.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (ক্র নং ৩ থেকে ৫-এর জন্য) **(৬) ০৪২৪৫০২৭এ,** সংশ্লিষ্ট অ্যানেক্সার-'এ' অনুসারে ১৪টি দফা সমেত এক সেট মেটালিক কিট বক্স কমপ্লিট সমেত স্পেয়ার্স। ১,১৬,২১০ টাকা। **(৭) ০৮২৪১৩৭১এ,** ফ্যান গার্ড ক্লোজ মেশ ধরনের ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ১,০২,৫৪০ টাকা। **(৮) ০৮২৫৫০০১,** ১৩২ কেভি সিঙ্গল কোর ৬৩০ বর্গ মিমি-র সরবরাহ। ৯,৪৯,৫৩০ টাকা। **(৯) ১০২৪৫০৪২,** ৩৬০ ডিগ্রি ঘূর্ণায়মান থ্রিডি অ্যাডজাস্টেবল ড্রাইভারের সিট ইত্যাদি। ৫,২৫,৩৪০ টাকা। **(১০) ১২২৫৫১৫৩,** ডাইনামিক এক্সপ্রেস মেশিনের স্মার্ট এএলসি। ২,১৬,০০০ টাকা। **(১১) ১৫২৪৫১০৩,** ডবল কলাম গিলোটিন শিয়ারিং মেশিন। ১,৩৮,২৪০ টাকা। **(১২) ২০২৪১৪০২,** টপ এবং বটম আর্চিং কনট্যাক্টসমূহ ইত্যাদি সংগ্রহের কাজ। ১,৯০,৮০০ টাকা। **(১৩) ২২২৪১৩৬৯,** ইঞ্জেকশন ইনসুলিন লিসপ্রো ২৫% + ইনসুলিন লিসপ্রো প্রোটামিন সাসপেনশন ৭৫% (আর-ডিএনএ অরিজিন) - ১০০ আই ইউ/এমএল, ৩ এমএল কার্ট্রিজ (০১টি পেন + ২০টি নিডল বিনামূল্যে ২০টি কার্ট্রিজের সঙ্গে)। ০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৩.০৩.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (ক্র নং ৬ থেকে ১৩-এর জন্য) **(১৪) ১০২৫২৫২০,** মেসার্স ট্রাইডেন্ট এয়ার ড্রায়ার-এর স্পেয়ার্স (এএস/এম৪৮)-এর আইওএইচ কিট। ১,৫৮,৩৭০ টাকা। **(১৫) ১৫২৪৫১০৫এ,** বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি সমেত সিএনসি সারফেস হুইল লেদ সংগ্রহের কাজ। ১৭,১৮,৪৮০ টাকা। **(১৬) ১৯২৫৫০০২,** ৬ষ্ঠ বার্ষিক পরীক্ষা নিরীক্ষা কিট-এর স্পেয়ার্স। ১,৮২,৩৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৪.০৩.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (ক্র নং ১৪ থেকে ১৬-এর জন্য) **(১৭) ১৯২৪১০৩৮,** সিওডব্লু ডিস্ট্রিবিউটর ভালভ ইত্যাদি। ১,০৬,০৩০ টাকা। **(১৮) ২১২৫১৪২০,** ন্যারো জ অ্যাডাপ্টার ইত্যাদি। ৬,৭১,১৫০ টাকা। **(১৯) ২১২৫১৪৬৮,** আরডিএসও অনুসারে বিএমবিএস বগির ব্রেক হেড। ৩,০৪,৯০০ টাকা। **(২০)২১২৫১৪৭০,** বিএমবিএস-এর ব্রেক হেড পিন। ৩,০৩,৪৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ০৬.০৩.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। (ক্র নং ১৭ থেকে ২০-এর জন্য) **(২১)০৫২৫৫০০৬,** রোলার বেয়ারিং এনএই-২২৩৬ ইত্যাদির সেট সংগ্রহের কাজ। ৩,১৮,৬৮০ টাকা। **(২২) ২০২৪১০৪৬এ,** বোলস্টার সাসপেনশনের জন্য আধুনিকীকৃত হ্যাঙ্গার। ১,১১,১৫০ টাকা। **(২৩) ২০২৫৫০০১,** ২৫ কেভি এসি এমইউএমইউ-এর জন্য ১০৫০ কেভিএ এমইএমইউ ট্রান্সফরমার কমপ্লিট। ১,১১,১৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১০.০৩.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২৪) ১৫২৩৫০৫৬ডি,** কয়েল স্প্রিং এবং লোড ডিফ্লেকশন সংগ্রহের কাজ। ২,৩১,৫২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ১৭.০৩.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **(২৫) ২০২৪১০৩৬বি,** ইএমইউ কোচের শাকু কাপলার ড্র এবং বাফ গিয়ার। ৩,১৪,৮৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ঃ** ২৬.০৩.২০২৫ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (ক্র. নং ১ থেকে ২৫)। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সকল টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে উক্ত টেন্ডারগুলির দরপ্রস্তাব দাখিল করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির সম্পর্কে আরও জানতে ও অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।
STORES-77/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইন্ডিয়ান বেস মেটালস্ কোম্পানি লিমিটেড
২৪০৮, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭০০০২০, ফোনঃ (০৩৩) ৭৯৬৬০৪৫৮,
ইমেলঃ bansalramesh@hotmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.indianbasemetals.com,
সিআইএনঃ এল২৭২০৯ডব্লুবি১৯৭১পিএলসি০২৮০১৫

৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

ক্রম নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ববর্তী বছরের ৩১.১২.২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া সংশ্লিষ্ট ৩ মাস (অনিরীক্ষিত)	নয় মাস সমাপ্তি ৩১.১২.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)
		টাকা লক্ষে	টাকা লক্ষে	টাকা লক্ষে
১	অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	৬.৩৩	৭.৩৭	২১.২৫
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের আগে)	২.৬৬	৪.৩৫	৯.১৯
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-সাধারণ আইটেমের পরে)	২.৬৬	৪.৩৫	৯.১৯
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের পরে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারন আইটেমের পরে)	২.০৮	৩.২২	৬.৮০
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [সময়ের জন্য লাভ/ক্ষতি (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	২.৩৩	৪.০৫	৭.০৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০০.১৩	৩০০.১৩	৩০০.১৩
৭	রিজার্ভ (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	২৮৪.০৯	২৯৮.৪৮	২৮৪.০৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (টাকায়) (অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য বার্ষিক নয়) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য) (প্রতিটি এফ.ভি. ১০ টাকা) মূল এবং মিশ্র	০.০৮	০.১৪	০.২৩

মন্তব্যঃ
১. ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের উপরোক্ত অ-নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং তারপরে, পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল এবং ১১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় রেকর্ডে গৃহীত হয়েছিল, এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (সংশোধিত হিসাবে) এর প্রবিধান ৩৩ অনুসারে। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলের উপর সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
২. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং রেগুলেশনের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.indianbasemetals.com) পাওয়া যাবে।
৩. পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যানগুলি বর্তমান সময়ের শ্রেণীবিভাগ / প্রকাশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য, যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ / পুনঃবিন্যাস / পুনঃগোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের আদেশানুসারে
স্বা/-
স্থানঃ কলকাতা রমেশ বনশল
তারিখঃ ১১.০২.২০২৫ ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিএফও

VEDIKA CREDIT CAPITAL LIMITED
(CIN : U67120WB1995PLC069424)
Regd. Office: Chhota Kanthalia, North 24 Parganas, West Bengal- 700121, India
Tel.: 9135001217, 18001236018 (Toll Free), **Website :** www.teamvedika.com

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2024

(Amount in Rs. In lakhs)

S. No.	Particulars	Quarter ended Dec 31, 2024 (Unaudited)	Quarter ended Sept 30, 2024 (Unaudited)	Quarter ended Dec 31, 2023 (Unaudited)	Year ended March 31, 2024 (Audited)
1	Total Income from Operations	7202.83	6146.35	5203.48	22921.15
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional, and/or Extraordinary items)	1341.96	1080.30	743.71	3698.80
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1341.96	1080.30	743.71	3698.80
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	912.80	810.23	508.63	2785.88
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	912.80	810.23	508.63	2785.88
6	Paid up Equity Share Capital	3709.52	3709.52	3213.94	3329.08
7	Security Premium Account	14867.60	14867.60	8323.01	10226.23
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	9679.48	8766.68	5870.95	6974.55
9	Net worth	28256.60	27343.80	17407.90	20529.85
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	93503.95	91832.88	85011.85	94287.06
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL	NIL
12	Debt Equity Ratio	3.31	3.36	4.88	4.59
13	Annualized Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
	1. Basic:	2.46	2.18	1.58	8.37
	2. Diluted:	2.46	2.18	1.58	8.37
14	Capital Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
15	Debenture Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
17	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

**Figures for the quarter ended are not annualized.*

Notes:
1. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial statements filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange i.e. BSE Limited and can be accessed on the websites of the BSE Limited www.bseindia.com and website of the company.

For and on behalf of the Board of Directors
Vedika Credit Capital Limited
Vikram Jain
(Whole Time Director)
DIN: 00367570

Place : Ranchi
Date : February 11, 2025
SAI/2025/01

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

কান ফোঁটানোর আগের প্রস্তুতি জানা প্রয়োজন

আগেকার দিনে ছোট বয়সে কান ফোঁটানোর কাজটা মা-দিদারাই করতেন। ঘরে থাকা সুই-সুতা দিয়ে দক্ষ হাতে কাজটা সারতেন তাঁরা। কানের সেই সুতা খুলে কিছুদিন পর পরিয়ে দিতেন রুপা বা সোনার রিং। সময় বদলেছে। এখনকার মায়েরা ছোট্ট মেয়ের কান ফোঁটাতে পারলার বা চিকিৎসকের দ্বারস্থ হন। অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে কান ফোঁটানো হয় বলে খুব একটা টের পাওয়া যায় না। তবে শখের বশে কান কেবল ফোঁটালেই হবে না, মেনে চলতে হবে কিছু বিশেষ নির্দেশনা। কান ফোঁটানোর আগে যেমন প্রস্তুতি আছে, পরেও তেমনি যত্ন নেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। একটু অসাবধানতায় কানের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে অনেক। আমাদের দেশে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, মায়েরা কম বয়সেই মেয়েদের কান ফোঁটাতে পছন্দ করেন। কান ফোঁটানোর নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। তবে কান ফোঁটানোর সময় কানের লতির ওপরের হাড় পরিপক্ব হতে হবে, না হলে বয়স হতে হতে ছিদ্র নিচে নেমে আসতে পারে, পরে ভারী দুল পরলে টান লাগবে। আর এমন বয়সে কাজটা করা উচিত, যখন শিশু বুঝতে পারে কান ফোঁটানো ব্যাপারটা কী।

যেসব বিষয় মাথায় রাখা জরুরি

১. কান ফোঁটানোর আগে কানের লতি ও ব্যবহৃত সুই জীবাণুমুক্ত কি না, নিশ্চিত করতে হবে। দক্ষ

হাতে কান ফোঁটানোর দায়িত্ব দিতে হবে। ২.ব্যথা হলে হালকা গরম সেঁক দেওয়া যেতে পারে। ক্ষতস্থান যেন সব সময় পরিস্কার ও জীবাণুমুক্ত থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখার পরামর্শ দিলেন শারমিন কচি। ক্ষত সেরে ওঠার জন্য অন্তত সাত দিন সময় দিতে হবে। শিশুকে স্বাভাবিক খাবার ও পর্যাপ্ত তরল খাবার দিতে হবে। সঙ্গে খেতে হবে ভিটামিন সি-জাতীয় ফলমূল। ভিটামিন সি শিশুর রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে, দ্রুত ক্ষত সারায়। কিছুদিন এড়িয়ে চলতে হবে অ্যালার্জিজাতীয় খাবার, যেমন গরুর মাংস, বেগুন ইত্যাদি। দুল পরানোর আগে কোনো ওষুধ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ৩. যদি লালচে বা ফোলা ভাব দেখা দেয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী অ্যান্টি সেপটিক বা ব্যথানাশক ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে। ফোসকা বা অতিরিক্ত ফোলা ভাব অবহেলা করা যাবে না। সংক্রমণের লক্ষণ দেখলে দেরি না করে চিকিৎসক দেখাতে হবে।

৪. ঘন ঘন শিশুর কান ধরা যাবে না। অপরিচ্ছন্ন হাতে কান ধরা যাবে না। ক্ষতস্থান যথাসাধ্য পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৫. জোর করে বা টানাটানি করে দুল পরানোর চেষ্টা করা যাবে না। শুরুতেই ভারী দুল পরানো যাবে না। সোনা বা এমন ধাতুর দুল পরাতে হবে, যাতে অ্যালার্জির ঝুঁকি কম থাকে।

৬. ছোট্ট শিশুর কানে দুল পরানো আনন্দের মুহূর্ত হলেও এর জন্য সঠিক নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ছোট বয়সে সংক্রমণের ঝুঁকিও বেশি থাকে। এই সময় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও তার আচরণের দিকে খেয়াল রাখলে শিশুর কান ফোঁটানোর অভিজ্ঞতা নিরাপদ ও সুন্দর হয়ে উঠবে। আজকাল ব্যথামুক্ত উপায়েই কান ফোঁটানো হয়ে থাকে। বিভিন্ন পারলার ভেদে ১ হাজার ৫০০ থেকে ৩ হাজার টাকায় কান ফোঁটানো যায়।

শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে ত্বক? ডিমেই রয়েছে সমস্যার সমাধান

রূপচর্চায় ডিম ব্যবহার নতুন নয়। তবে মূলত, চুলের যত্নেই ডিম ব্যবহার করতে দেখা যায় বেশি। কিন্তু রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডিমের কুসুম কিন্তু ত্বক ঝকঝকে করতে দারুণ কাজে লাগে। রইল এমনই কিছু ডিম দিয়ে তৈরি ফেসপ্যাকের রেসিপি।

১) শুষ্ক ত্বকের জন্য প্রথমে একটি ডিম নিয়ে তার থেকে কুসুম আলাদা করে নিন। এবার এই কুসুমটির সঙ্গে এক চামচ মধু ভাল করে মিশিয়ে নিন। মুখে ভালো করে ফেসওয়াশ দিয়ে ধুয়ে ফেলে এই প্যাকটি মুখে লাগিয়ে নিন। ১০ থেকে ১৫ মিনিট বাদে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি শুষ্ক ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করে।

২) মুখের অন্যান্য সমস্যার মধ্যে একটি সমস্যা হল ব্ল্যাকহেডস। এরজন্য একটি ডিমের কুসুমকে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। এরপর তা ব্রাশে করে নাকের চারপাশে লাগিয়ে নিন। এরপর একটি টিসু পেপার লাগিয়ে নিন নাকের উপর। ডিমের প্রথম লেয়ারটি শুকিয়ে গেলে আরেকটি লেয়ার লাগিয়ে নিন। এরপর শুকিয়ে গেলে কাগজ গুলিকে টেনে তুলে ফেলুন। দেখবেন কাগজের সঙ্গে ব্ল্যাকহেডসও উঠে আসবে।

৩) তৈলাক্ত ত্বকে ব্রণ হওয়ার প্রবল সম্ভবনা দেখা যায়। সেক্ষেত্রে

একটি ডিমের কুসুম, এক চামচ মধু এবং এক চামচ বাদাম তেল নিয়ে তা ভাল করে মিশিয়ে নিন। এরপর ত্বকে প্যাকটি ত্বকে লাগান। ১৫ মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

৪) ত্বক উজ্জ্বল রাখতে একটি ডিমের কুসুম, এক চামচ ঘন ক্রিম এবং এক চামচ গাজরের রস মিশিয়ে একটি প্যাক বানিয়ে নিন। এবার এই প্যাকটি ত্বকে লাগিয়ে ৫ থেকে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে গেলে কুসুম গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। ত্বক উজ্জ্বল করে তুলবে। ঝকঝকে ত্বক কে না চান? তাই তো কম বেশি সকলেই ত্বক নিয়ে সচেতন। আর এই যত্ন যদি হয় প্রাকৃতিক উপাদানে, তাহলে তো আর কথাই নেই। সৌন্দর্যের রহস্য প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি বিভিন্ন ধরনের স্ক্রাব এবং মাস্ক।

ঠোঁটের স্ক্রাব ঃ এই স্ক্রাব তৈরি করতে লাগবে লবণ, গ্লিসারিন এবং গোলাপ জল। একটি পাত্রে উপকরণগুলি মিশিয়ে আপনার ঠোঁটে লাগিয়ে নিন। ব্যস কেল্লাফতে।

বডি স্ক্রাবঃ ১ কাপ বেসন, ১ চামচ দই, দুধ, লেবু, চন্দন এবং হলুদ গুঁড়ো নিন। একটি পাত্রে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই স্ক্রাবটি মুখ, গলায় মেখে নিন। শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে ধুয়ে নিন। বাড়িতে থাকা এই উপকরণ দিয়ে তৈরি করা বডি স্ক্রাব দিনকয়েক ব্যবহার করলেই পাবেন সুফল। সু ন্দর টানটান হবে ত্বক।

চুলের যতঃ চুল ভালো রাখতে গেলে মাথার ত্বকের দিকে নজর দিতে হবে। প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে মাথায় যাতে খুশকি না হয়। ঘরের উপায়ে তৈরি করুন বিশেষ প্যাক।

উপকরণঃ দই, মধু, ডিম। প্রথমে ১ চামচ দইয়ের সঙ্গে ১ চা চামচ মধু মিশিয়ে নিন। তারপর ডিম ফাটিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। প্যাক তৈরি।

এরপর চুলের গোড়ায় তা লাগিয়ে নিন। ৩০ মিনিট রাখুন। শুকিয়ে গেলে বেবি শ্যাম্পু বা শুধু গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তাতেই চুল হবে সুন্দর ও প্রাণবন্ত।

আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এক্সক্লুসিভ প্যাকেজ চালু করেছে

১১ ফেব্রয়ারী ঃ মুম্বাই- আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাংক সমাজের বয়স্ক সদস্যদের অনন্য আর্থিক চাহিদা পূরণ করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা এক্সক্লুসিভ এবং বিশেষায়িত ব্যাংকিং প্রোডাক্টস এবং পরিষেবা উন্মোচন করেছে।এই অফারগুলির মধ্যে রয়েছে সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস অ্যাকাউন্ট এবং সিনিয়র সিটিজেন ফিক্সড ডিপোজিট, যা এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রাহক বিভাগের জন্য উন্নত, সুরক্ষিত এবং কাস্টমাইজড আর্থিক সমাধান প্রদানের জন্য ব্যাংকের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে। এই প্রোগ্রামের অধীনে, ব্যাংক তার মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপে 'সিনিয়র সিটিজেন স্পেশাল' নামে একটি ডেডিকেটেড ফিচার চালু করেছে। এই ফিচারটি প্রবীণ নাগরিকদের জন্য অফার করেজ্ব. বয়স্ক নাগরিকদের জীবনযাত্রার উপর নির্ভর করে তাদের চাহিদার উপর নির্ভর করে নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং কাস্টমাইজড ইনভেস্টমেন্ট সলিউশন।জ্র. ফি ক্স ড ডিপোজিটের উপর অতিরিক্ত ০.৫ ইন্টারেস্ট রেটঝ এফ ডি র প্রি ম্যাচিওর বন্ধ করার ক্ষেত্রে কোনও জরিমানা নেইঞ্চ ক্রমবর্ধমান সাইবার থ্রেট থেকে আমাদের বয়স্ক নাগরিকদের রক্ষা করার জন্য ২ লক্ষ টাকার সাইবার বীমা কভারেজঞ্চ পরিবারের ৪ জন সদস্যের জন্য সীমাহীন বিনামূল্যে ডাক্তারের ভিডিও পরামর্শ সহ এক বছরের মেডিবাডি হেলথ মেম্বারশিপ ঞ্চ নেটওয়ার্ক ফার্মেসিতে ১৫ পর্যন্ত ছাড়, ৫০ প্যারামিটার কভার করে একটি ফুল বডি হেলথ চেক আপ এবং ৫০০ টাকার ওয়ালেট ব্যালেন্স পাওয়া যাবে।ঞ্চ. মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপটি একটি সরলীকৃত মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ অভিজ্ঞতার অ্যাক্সেসও প্রদান করে যা উদ্ভাবন এবং গবেষণা দ্বারা সমর্থিত। এমএফ অফারগুলি রক্ষণশীল, এবং বয়স্ক নাগরিকরা তাদের নিজস্ব রিস্ক রিওয়ার্ড এপেটাইটের উপর ভিত্তি করে এটি পরিবর্তন করতে পারেন। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ব্যাংকের অফার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে, রিটেল লাইবিলিটিজ এবং ব্রাঞ্চ ব্যাংকিংয়ের এর কান্ট্রি হেড, শ্রী চিন্ময় ধোবলে বলেন, আমরা আমাদের সিনিয়র সিটিজেনদের বিশেষভাবে সম্মান করতে চাই এবং আমরা সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য বিশেষায়িত এবং উদ্ভাবনী অফার ঘোষণা করতে পেরে আনন্দিত।

গৃহবন্দি মহিলা যাত্রীকে সাহায্য মেট্রো কর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ গত ০৯.০২.২০২৫ তারিখে সকাল ৯.৫০ মিনিটে, কালিঘাট মেট্রো স্টেশনে প্রায় ৫৮ বছর বয়সী এক মহিলা যাত্রী হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। তার স্বামী, যিনি তার সাথে ছিলেন, স্টেশন কর্মী এবং আরপিএফের কাছে সাহায্য চান। তারা তাক্ষণিকভাবে তার সাহায্যের জন্য ছুটে যান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে, তাকে স্ট্রেচারে করে স্টেশন মাস্টারের অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে তাকে তার স্বামীর সাথে এস.এস.কে.এম. হাসপাতালে পাঠানো হয়। লেডি আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরাও তাদের সাথে হাসপাতালে যান। তিনি এবং তার স্বামী মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সদয় সহযোগিতা এবং সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানান।

আইপিজিএ-র দ্য পালস কনক্লেভ ২০২৫ থিমযুক্ত 'সমৃদ্ধির জন্য ডাল-টেকসইতার সাথে পুষ্টি' উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নয়াদিল্লি,১১ ফেব্রয়ারী ঃ ভারতের ডাল এবং শস্য শিল্প এবং বাণিজ্যের শীর্ষ সংস্থা এবং সেইসাথে বিশ্ব ডাল সেক্টরের নলেজ হাব ইন্ডিয়া পালস অ্যান্ড গ্রেইন অ্যাসোসিয়েশন (আইপিজিএ) ১২ থেকে ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এর নতুন দিল্লি, মানগঞ্জ, মানগঞ্জে দ্য পালস কনক্লেভ ২০২৫-এর সপ্তম সংস্করণের আয়োজন করতে চলেছে। সমৃদ্ধির জন্য ডাল - স্থায়িত্বের সাথে পুষ্টি থিমের সাথে ইভেন্টটি স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য ভারতের ডাল উপাদন বাড়ানোর কৌশল, একটি স্থিতিশীল বাণিজ্য পরিবেশের জন্য নীতি কাঠামো, দক্ষতা উন্নত করার জন্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, বিশ্ব বাজারের প্রবণতা, মূল্য সংযোজন পণ্যগুলির উপর জোর দেবে। আইপিজিএ-এর ফ্ল্যাগশিপ দ্বিবার্ষিক ইভেন্ট, দ্য পালস কনক্লেভ (টিপিসি), ডাল সেক্টরে নিবেদিত বিশ্বের বৃহত্তম সম্মেলন-কাম-প্রদর্শনী। পূর্ববর্তী সংস্করণগুলি ৩০ টিরও বেশি দেশ থেকে অংশগ্রহণের সাক্ষী হয়েছে, টিপিসি ২০২৫ এ ৮০০ প্রতিনিধি প্রত্যাশিত। কনক্লেভ ডাল সেক্টরের বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির উপর ফোকাস করবে। এর মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং ক্রমবর্ধমান ডাল খরচের মধ্যে ব্যবধান কমানো, ডাল উৎপাদনে ভারতের স্বনির্ভরতা (আত্মনির্ভর ভারত) অগ্রসর করা এবং বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য টেকসই কৃষি চর্চা বাড়ানো। ইভেন্ট এবং বিশ্ব ডাল দিবস ২০২৫ সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, মিঃ বিমল কোঠারি, চেয়ারম্যান, ইন্ডিয়া ডালস অ্যান্ড গ্রেইনস অ্যাসোসিয়েশন বলেছেন, বিশ্ব ডাল দিবস ২০২৫, থিমযুক্ত ' কৃষি খাদ্য ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য আনয়ন,' বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি, পুষ্টিকরতা নিশ্চিতকরণ এবং পুষ্টিকরতা বৃদ্ধিতে ডালের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার ওপর জোর দেয়। ডাল শুধুমাত্র উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিনের একটি সমৃদ্ধ উস নয়, এটি টেকসই কৃষি, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং কার্বন পদচিহ্ন হ্রাস করার মূল চালক। ভারত যেহেতু ডাল উপাদনে স্বনির্ভরতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, গার্হস্থ্য চাষকে শক্তিশালী করা, মূল্য শৃঙ্খল উন্নত করা এবং ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।১৩ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধনী অধিবেশনে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ এবং ভারত সরকারের সিনিয়র মন্ত্রী, নীতিনির্ধারক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিনিধি এবং শিল্প নেতারা উপস্থিত থাকবেন। উপস্থিত অন্যান্য প্রধান বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন শ্রী প্রলহাদ যোশী, মাননীয় ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী, শ্রী চিরাগ পাসোয়ান, মাননীয় ক্যাবিনেট মন্ত্রী খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, শ্রী জয়কুমার রাওয়াল, বিপণন ও প্রোটোকল মন্ত্রী, মহারাষ্ট্র রাজ্য, শ্রী দেবেশ চতুর্বেদী, মাননীয় সচিব, খামারী মন্ত্রনালয়ের মাননীয় সচিব এবং কৃষি মন্ত্রনালয়। মাননীয় সচিব, ভোক্তা বিষয়ক বিভাগ, এবং শ্রী সুব্রত গুপ্ত, মাননীয় সচিব, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রণালয়। অধিবেশনটি আইপিজিএ-এর চেয়ারম্যান বিমল কোঠারির মন্তব্যের মাধ্যমে শুরু হবে, তারপরে গ্লোবাল পালস কনফেডারেশনের সভাপতি বিজয় আয়েঙ্গারের অন্তর্দৃষ্টি হবে।

ছাগলের টোপে মৈপীঠ নগেনাবাদে খাঁচাবন্ধি বাঘ রিজার্ভ জঙ্গলে ছাড়া হলো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ অবশেষে ছাগলের টোপে খাঁচাবন্দি হলো কুলতলির রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। ছাড়া হলো সুন্দরবন রিজার্ভ জঙ্গলে। আপাতত স্বস্তি ফিরলো কুলতলির মৈপীঠের নগেনাবাদে। মঙ্গলবার ভোর ৩টে বেজে ৩২ মিনিট নাগাদ খাঁচাবন্দি করা হয় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে। বন দফতর সূত্রে জানা যায়,সেখানে সবজি খেতের মধ্যে ২টি খাঁচা পাতা হয়েছিল। টোপ হিসেবে রাখা হয়েছিল ছাগল। সেই টোপ গিলেই খাঁচায় ধরা দেয় সে। ডিএফও নিশা গোস্বামী বলেন, বাঘটি একটি পুরুষ বাঘ, বয়স ১০ বছরের মতো। প্রথমে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়।এ দিন বিকালে বাঘটিকে সুন্দরবন রিজার্ভ জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়।বাঘটি এখন সুস্থ আছে। ঠিক কী কারণে বাঘটি লোকালয়ে চলে এসেছিলো সে প্রসঙ্গে ডি এফ ও নিশা গোস্বামী বলেন,এর পিছনে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে।অনেক সময় এক জায়গায়বাঘের সংখ্যা বেশি হয়ে গেলে ওরা লোকালয়ে চলে আসে।আবার অনেক সময় জঙ্গলের ভিতর মারামারি করে তাঁরা লোকালয়ে চলে আসে।তবে এই বাঘটি এখন ভালো আছে।স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেই জঙ্গলে ছাড়া হয়েছে এদিন। তবে বাঘটি ধরা পড়ায় স্বস্তিতে স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁরা বলেন, তাদের এলাকায় মাঝে মধ্যে বাঘ দেখা যায়। তবে এর আগে এই ভাবে পুরোপুরি লোকালয়ে চলে আসতে দেখা যায়নি। তাই গত রবিবার থেকে অত্যন্ত আতঙ্কের মধ্যে ছিল তাঁরা।রাতের ঘুম উড়েগিয়েছিল। রবিবার বিকেলে রাজকুমার সাঁপুই নামে স্থানীয় এক যুবক, মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শ্মশানঘাটের কাছে প্রথম বাঘটিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলেন। গ্রামে ফিরে তিনি সকলকে সেই কথা জানান। স্বাভাবিক ভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রামবাসীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে জঙ্গলের গিয়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিল। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে ও স্থানীয় মৈপীঠ উপকূল থানায়।খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছিলেন বন দপ্তরের কর্মীরা ও মৈপীঠ উপকূল থানার পুলিশ। বাঘটি যাতে রাতের অন্ধকারে কোনও ভাবে গ্রামের ভিতরে ঢুকে না পড়ে, তাঁর জন্য রবিবার রাতেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।মৈপীঠ নগেনাবাদ ৯ নম্বর মুলার জেটিঘাটের কাছে, গ্রাম-লাগোয়া জঙ্গল বরাবর নাইলনের জাল লাগানো হয়। এর ফলে রাতে গ্রামে ঢুকতে পারেনি বাঘটি।তবে সোমবার সকালে জানা গিয়েছিল বন দপ্তরের লাগানো ওই নাইলনের জালের আশপাশেই কোথাও রয়েছে বাঘটি।সেই মতো তাকে বন্দি করার পরিকল্পনা করা হয়। স্থানীয় টাইগার টিমের সদস্যরা যখন বাঘটিকে বন্দি করার জন্য ফাঁদ পাতছিলেন, সেই সময়ই সেই দলের অন্যতম সদস্য গণেশ শ্যামলকে আক্রমণ করেছিল বাঘটি।কামড় বসিয়েছিল তাঁর ঘাড়ে।ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাঁর একটি চোখ।বর্তমানে সে চিকিৎসাধীন কলকাতার পি জি হাসপাতালে।তাঁকে বাঁচাতে দলের বাকি সদস্যরা লাঠি দিয়ে বাঘটিকে আঘাত করা শুরু করেছিলেন। এতে ওই অস্থায়ী বনকর্মীকে গুরুতর আহত অবস্থায় সেখানে ফেলে সে জঙ্গলের গভীরে পালিয়েছিল।তবে বারবার লোকালয়ে বাঘ চলে আসার জন্য বন দফতরের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেন এপিডিআরের জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল।তিনি মঙ্গলবার বলেন,বারবার মৈপীঠের লোকালয়ে চলে আসছে বাঘ।বাঘ তাড়াতে প্রশিক্ষিত বন কর্মী নেই কেন।লাঠি হাতে অস্থায়ী বন কর্মীদের বাঘ তাড়াতে বারবার মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে কেন বন দফতর।এছাড়া এখনো পর্যন্ত গুরুতর আহত অস্থায়ী ওই বন কর্মীর পরিবারের হাতে সরকারি সাহায্য তুলে দেওয়া হলো না কেন।

আদিসপ্তগ্রাম স্টেশনে ছোড়া পাথরের আঘাতে আহত এক মহিলা যাত্রী

বনস্পতি দে, হুগলি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রতিদিন লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করেন বহু মানুষ। লোকাল ট্রেনে এমন অভিজ্ঞতার শিকার হতে হল

যাত্রীদের, যা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল আবারও। জানালার কাচ ভেঙে আঘাত লাগল মহিলা যাত্রীর কপালে। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্টও করেছেন ওই যাত্রী। যেখানে দেখা যাচ্ছে, জানলার কাচ ভেঙেচুড়ে গিয়েছে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে সিটের ওপর। অভিযোগকারী যাত্রীর নাম মামন জানা। তিনি জানিয়েছেন, রবিবার রাতে শেষ লোকাল ট্রেনে উঠেছিলেন তিনি। সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিলেন। বর্ধমানের মানকুণ্ডু থেকে আপ বর্ধমান লোকালে চেপেছিলেন মগরা যাওয়ার জন্য। ব্যান্ডেল স্টেশন ছেড়ে যখন ট্রেনটি আদিসপ্তগ্রাম স্টেশনে ঢুকছে, ঠিক তখনই একটা জোরে শব্দ হয়। মামন জানার অভিযোগ, কেউ বা কারা ওই ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে। জানালার পাশেই বসেছিলেন তিনি। পাথরের আঘাতেই ভেঙে যায় কাচ। কাচ ভেঙে লাগে ওই যাত্রীর মাথায, কিছুটা কেটেও যায়। তবে গায়ে.শীতের পোশাক থাকায় শরীরে কাচের টুকরো ঢোকেনি। মগরা স্টেশনে নেমে আরপিএফ-কে বিষয়টি জানান তারা। আরপিএফ তাঁদের পরামর্শ দেন, যাতে তাঁরা হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করান। সেই মতো চিকিসা করান ওই যাত্রী। তবে ওই অভিজ্ঞতা ভুলতে পারছেন না যাত্রী। তিনি জানান, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকায় মাঝেমধ্যেই বেশি রাতে বাড়ি ফিরতে হয়। তাই ট্রেনে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে, সেটা খুব ভয়ের বলে মন্তব্য করেন তিনি। যাত্রী বলেন, কপাল ভাল বড় কিছু হয়নি। আরপিএফ-এর কাছে গিয়েও খুব একটা সাহায্য পাইনি। পূর্ব রেলের দায়িত্ব প্রাপ্ত মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্ত জানান, এই ঘটনার বিষয়ে লিখিত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। অভিযোগ হলে তার তদন্ত করা হবে।

হাসপাতালের বেডে বসে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিলো জয়নগরের এক ছাত্রী

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ হাসপাতালের বেডে বসে পরীক্ষা দিলো জয়নগরের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মঙ্গলবার। মঙ্গলবার মাধ্যমিক পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনের বিষয়বস্তু ছিল ইংরেজি।এদিন জয়নগর থানার বহড়ু উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রে পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ে দক্ষিণ বারাশত শ্রী শ্রী সারদামণি বালিকা বিদ্যালয়ের এক পরীক্ষার্থী। সাথে সাথে পরীক্ষা গ্রহণ কেন্দ্রের মেডিকেল টিম তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পদ্মেরহাট গ্রামীণহাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। জয়নগর থানার পুলিশের সহযোগিতায় মাধ্যমিক পরীক্ষার অফিসার ইনচার্জ মোজাম্মেল হক অসুস্থ ওই পরীক্ষার্থীকে নিয়ে পদ্মেরহাট গ্রামীণহাসপাতালে পৌঁছায়। সেখানে চিকিৎসকদের পরামর্শে হাসপাতালের বেডে বসে পরীক্ষা দেয় অসুস্থ ওই ছাত্রী। এদিনঅসুস্থ ছাত্রী শর্মিষ্ঠা সরদারের বাবা বলেন ,বাড়িতেই অসুস্থ ছিল শর্মিষ্ঠা,সেই অবস্থায় পরীক্ষা দিতে এসেছিল সে, কিন্তু পরীক্ষা শুরু হওযয়র পর টেনশনে আরো বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। তবে পুলিশের সহযোগিতায় হাসপাতালের বেডে বসে পরীক্ষা দিয়েছে এদিন শর্মিষ্ঠা।জয়নগর থানার পুলিশদেরকে এর জন্য ধন্যবাদ জানান ওই ছাত্রীর বাবা।তবে পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালের দায়িত্ব প্রাপ্ত চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ওই ছাত্রী এখন অনেকটাই ভালো আছে।পরীক্ষা শেষ হবার পরে তাই তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।

Name Change

I BISHWAJIT HALDAR,S/O LATE PARITOSH HALDAR,R/O DHOBA CHARMANIK NAGAR,PS-NADANGHAT,PURBA BARDHAMAN-713519,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISWAJIT HALDER,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/02/2025,THAT BISHWAJIT HALDAR AND BISWAJIT HALDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Rekha Haldar,wife of Anil Halder,residing at Khayramari,Haldar Para, Khayramri, Jalangi, Murshidabad - 742303,West Bengal,shall henceforth be known as Rekha Halder vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 11/02/2025.That Rekha Haldar and Rekha Halder both are the same and one identical person.

Name Change

I MUKESH KUMAR JAISWAL,S/O SATISH KUMAR JAISWAL,R/O MC-1/6B,IQ CITY CAMPUS,B-ZONE,DURGAPUR,PASCHIM BURDHAMAN,713205,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUKESH KUMAR,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/02/2025,THAT MUKESH KUMAR JAISWAL AND MUKESH KUMAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KAVITA JAISWAL,W/O MUKESH KUMAR,R/O MC-1/6B,IQ CITY CAMPUS,B-ZONE, DURGAPUR, PASCHIM BURDHAMAN, 713205, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAVITA KUMARI JAISWAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/02/2025,THAT KAVITA JAISWAL AND KAVITA KUMARI JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ANGOORA BIBI,W/O ANISUR RAHAMAN MONDAL,R/O PANCHUR MONDAL PARA,PO-BIDHANGAR, PS-RABINDRANAGAR,KOLKATA-700066,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANGURA BIBI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/02/2025, THAT ANGOORA BIBI AND ANGURA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, YUNUS ANSARI,SON OF MAFIJUDDIN,RESIDING AT BOCHAHI, MATHURAPUR, MALDA - 732203, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS YUNUSH ANSARI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 11/02/2025. THAT YUNUS ANSARI AND YUNUSH ANSARI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PUJA SARKAR, W/O ARNAB DUTT, R/O 7Z/1B,CORNFIELD ROAD,BALLYGUNGE,PS-BALLYGUNGE, KOLKATA - 700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PUJA DUTT, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 27/01/2025, THAT PUJA SARKAR AND PUJA DUTT ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, PRIYA SINGH (old name) W/O ATUL VIJAY SINGH Resident of 26, Mali Panchghara Street, Liluah, Dist-Howrah-711204 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AARADHYA PRATAP(New Name), vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata on 11/02/2025. PRIYA SINGH(old name) and AARADHYA PRATAP(New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Kiron Biswas S/o Sankar Biswas Residing at Apurba Nagar, Natagar, Bilkanda(CT), District - 24 Pgs(N), Pin - 700113 West Bengal India shall henceforth be known as Kiran Biswas. I declare that Kiron Biswas and Kiran Biswas is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 11-02-2025

Name Change

I, Yasmeen Rahman W/o Syed Hafizur Rehman Residing at 1, Narkel Danga Main Road, P.o&P.s - Narkel Danga District - Kolkata, Pin- 700011 West Bengal India shall henceforth be known as Yasmeen Rehman. I declare that Yasmeen Rahman and Yasmeen Rehman is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-02-2025.

Name Change

I, Papiya Barman alias Papiya Sarkar W/o Anup Kumar Sarkar Residing at 77 Purbayan, Chingrighata Canal South Road, P.o - Nowbhanga, P.s - Pragati Maidan, District - Kolkata, Pin - 700105 West Bengal India shall henceforth be known as Papiya Sarkar Barman. I declare that Papiya Barman, Papiya Sarkar and Papiya Sarkar Barman is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 11-02-2025

Name Change

I, Anil Haldar,son of Sitanath Halder, residing at Khayramari,Haldar Para, Khayramri, Jalangi, Murshidabad - 742303,West Bengal,shall henceforth be known as Anil Halder vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 11/02/2025.That Anil Haldar and Anil Halder both are the same and one identical person.

Name Change

I, Dilip Corraya (old name) son of Late John Corraya, residing at Bagan Para, P.O- Purba Putiary, P.S- Regent Park, Kolkata- 700093, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Dilip Gomes (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 06/03/2012. Dilip Corraya (old name) and Dilip Gomes (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, AKBARI DEVI (Old Name) W/O PRATAP JHA Residing at 1/173, Mirpara Road Liluah, P.O.-Bhattanagar, P.S.-Liluah, District - Howrah, Pin - 711203, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as AKABRI DEVI JHA (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 10-02-2025. AKBARI DEVI (Old Name) and AKABRI DEVI JHA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, JOGABANDHU KARMAKAR (Old Name) S/O GOBINDA KARMAKAR Residing at Vill-Ramnagar, P.O.-Kumari Ramnagar, P.S.-Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as JAGABANDHU KARMAKAR (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 11-02-2025. JOGABANDHU KARMAKAR (Old Name) and JAGABANDHU KARMAKAR (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, PINKI RAY (Old Name) W/O PARTHA DAS Residing at B/C-3/1, Rajarhat Road Taltala, P.O.-Jyangra, P.S.-Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin - 700059, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PINKY DAS (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 11-02-2025. PINKI RAY (Old Name) and PINKY DAS (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, PROSANTA KR MONDAL (Old Name) S/O SHASANKA SEKHAR MONDAL Residing at Vill-Bhabanipur, P.O.-Chakdaha, P.S.-Chakdaha, District - Nadia, Pin - 741222, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as PRASANTA KUMAR MONDAL (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kolkata vide affidavit No. 4075 Dated 27-01-2025. PROSANTA KR MONDAL (Old Name) and PRASANTA KUMAR MONDAL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, HAFIZ MOHAMMED MOHSHIN KAZI (Old Name) S/O KAZI YEAKUB HOSSAIN Residing at Vill-Panchpota Dariapur, P.S.-Amdanga, District - North 24 Parganas, Pin - 743711, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KAZI MD MOHASIN (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 11-02-2025. HAFIZ MOHAMMED MOHSHIN KAZI (Old Name) and KAZI MD MOHASIN (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Ashok Kumar Baid (Old Name) S/o Madan Lal Baid Residing at 13, Bondel Road, Ballygunge, Ballygunge S.O, District - Kolkata, Pin - 700019 West Bengal India shall henceforth be known as Ashok Baid (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Date 11-02-2025. Ashok Kumar Baid (Old Name) and Ashok Baid (New Name) both as same and one identical person.

Name Change

I, Ashraf Molla S/o Nur Ali Residing at Vill - Majerhat, P.o - Rajarhat, P.s - Rajarhat, District - 24Pgs(N), Pin-700135 West Bengal India shall henceforth be known as Asraf Ali Molla. I declare that Ashraf Molla and Ashraf Ali Molla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 11-02-2025.

Name Change

I, Pramod Agarwal (old name) son of Late Ram Lal Agarwal, residing at V.I.P Enclave, Om Residency, Phase-3, Fl-402, VIP Road, Baguiati, North 24 Parganas, Kolkata-700059, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Pramod Kumar Agarwal (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 10/02/2025. Pramod Agarwal (old name) and Pramod Kumar Agarwal (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Mitali Dey (Old Name), D/o Late Tapan Kumar Chakraborty resident of 1B/14, Kaniska Road, A-Zone, P.O. Durgapur Steel Town West Durgapur (M. Corp.) Dist : Burdwan, PIN-713204, WB have change my name and henceforth shall be known as Mitali Chakraborty (New Name) vide affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 07.01.25. Mitali Dey (Old Name) and Mitali Chakraborty (New Name) both are same and one identical person.

রাত হলেই মাফিয়ারাজ, রমরমিয়ে চলছে মাটি পাচার

দুরন্ত বার্তা, শান্তিপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রশাসনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিনে এবং রাতে অবাধে চলছে মাটি পাচার। একশ্রেণীর মাটি মাফিয়া রাত হলেই তাদের দখলে চলে আসে রাস্তা। কাউকে কোনওরকম তোয়াক্কা না করে প্রকাশ্যে দিন এবং রাত সব সময় চলছে একের পর এক গাড়ি। মাটি পাচার করতে গিয়ে তাদের গাড়ি এতটাই জোরে চলে যে কাউকে কোনওরকম কেয়ার করে না তারা। সরকার যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করে নতুন রাস্তা করে দিচ্ছে সেই সমস্ত মাটি রাস্তায় পড়ে ভেঙে যাচ্ছে। অন্যদিকে ধুলোর সৃষ্টি হচ্ছে। যাতায়াত করাই দায়। শান্তিপুর থানার হরিপুর পৌরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার মেথির ডাঙ্গা গবারচর এই সমস্ত এলাকায় চলে অবৈধ মাটির কারবার। একশ্রেণীর মাফিয়া তারা চাষের জমি থেকে মাটি কেটে নিয়ে ইঁটভাটায় বিক্রি করে দিচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের মদতপুষ্ঠ এই সমস্ত মাফিয়ারা দীর্ঘদিন ধরে যথেষ্টই সক্রিয়। যদিও ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিকাশ চন্দ্র সাহা তিনি জানিয়েছেন, 'এই বিষয়ে তিনি যুক্ত নয়। দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে মাটি কারবার চলে আসছে, এটা প্রশাসনের ব্যাপার আমি আমার তরফ থেকে চেয়ারম্যানকে জানাব। সাধারণ মানুষ এদের যন্ত্রণায় নাজেহাল। কাউকে কিছু বলতে পারেন না তাদের ভয়ে। তাদের অনেকেরই দাবি পুলিস প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা সবাই যুক্ত এই অবৈধ কারবারে।' তিনি আরও বলেন, 'সাধারণ মানুষ প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তাকেই দাবি করেন। গত কয়েকদিন আগে আমরা মাটি কাটার ছবি দেখিয়েছিলাম প্রশাসন তৎপর হয়ে বন্ধ করলেও পুনরায় আবার সক্রিয় মাটি মাফিয়া। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই মাটি মাফিয়াদের কারবার এখন কতটা বন্ধ করতে পারেন সেদিকেই তাকিয়ে এখন সকলেই।' মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক সভায় বারবার বার্তা দিয়ে বলেছেন, নদীর বুক থেকে বেআইনিভাবে মাটি কাটা অথবা বালি তোলা যাবে না। সেই বেআইনি কাজ রুখতে পুলিস প্রশাসনকে কড়া নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর কথায় তোয়াক্কা না করে দেদার চলছে মাটি চুরি।

মাটির ধসে চাপা পড়ে মৃত ২ শিশু

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ইঁট ভাটার পাশে খেলতে গিয়ে মাটির ধসে চাপা পড়ে মৃত্যু হল দুই শিশুর। ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে লাঠি হাতে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসীদের একাংশ। ঘটনাটি ঘটেছে, বোলপুরের সিঙ্গি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ডিহা গ্রামে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ইঁট তৈরীর জন্য ভাঁটায় মাটি, বালি তুলে বিশাল গর্ত করে। আর সেখানেই খেলতে গিয়ে মাটির ধসে চাপা পড়ে যায় দুই শিশু । আর মাটি চাপা পড়ে যাওয়ার ফলেই মৃত্যু হয় ওই দুই শিশুর। মৃতের নাম রকি মুর্মু। বয়স ৭ ও বছর আটেকের কাঞ্চন সরেনের। এর পরে পথ অবরোধ শুরু করে স্থানীয় বাসিন্দার বিক্ষোভ । স্থানীয়রা লাঠি সোঁটা নিয়ে পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। গভীর রাতে বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়ালের নেতৃত্বে বোলপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে ও মৃতদেহ তুলতে যায়। এরপরই এলাকাবাসীরা লাঠি সোঁটা নিয়ে পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিশ কার্যত হাতজোড় করে মৃতদেহ দুটি তোলার জন্য অনুরোধ করে। এরপরই শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে বচসা। পড়ে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে মৃতদেহ দুটি পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

স্কুল পরিদর্শনে পুলিশ কমিশনার

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সি. সুধাকর শিলিগুড়ি বিভিন্ন স্কুলের পরিদর্শন করে। শিলিগুড়ি মার্গারেট স্কুল এবং শ্রী গুরু বিদ্যামন্দির স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন তাদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দেন এবং তাদেরকে পরীক্ষার জন্য শুভেচ্ছা জানান। ছাত্র-ছাত্রীরা কোনরকম অসুবিধের মধ্যে না পড়ে সে বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা জানান তিনি। শহরে পরীক্ষা চলাকালীন যাতে কোনরকম যানজট সৃষ্টি না হয় সেই দিকেও বিশেষ নজর দিয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। একদিকে যেমন বাইক তৈরি করা হয়েছে পরীক্ষার্থীদের সহযোগিতা করার জন্য। বিভিন্ন ট্রাফিক পয়েন্টেও বিশেষ দায়িক বাহিনী রাখা হয়েছে। যদি কোনরকম অসুবিধা হয় দ্রুততার সাথে সেখান থেকে তাদের স্কুলে পৌঁছে দেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে।

DAINHAT MUNICIPALITY
P.O.-Dainhat,
Dist.: Purba Burdwan

For Details of floated corrigendum
Corrigemdum no-545 Dm/ Engg, date-11/02/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no 7478003845
Sd/- **Chairman,**
Dainhat Municipality

আইনী বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী লিপিকা জানা, স্বামী শ্রী বাচ্চু জানা, হাল সাং- উত্তর ঝাপড়দহ, থানা - ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া, শঙ্কর দাস, পিতা প্রাণকৃষ্ণ দাস-এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী দেবব্রত রায় -এর নিকট হইতে এ.ডি.এস.আর. ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৮৫৪ / ২৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা হাওড়া জেলার থানা ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাপড়দহ, জে.এল. নং ০৯, হাল খতিয়ান নং ১৬১০ অর্ন্তগত সাবেক ও হাল ১৯৭৫ নং দাগে ৫০৩১ শতক জমি ৪২৮৮ / ২৪ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. -এর নিকট আপিল করতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়
অ্যাডভোকেট
জর্জ কোর্ট হাওড়া

আইনী বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী কুনাল দে, পিতা শ্রী অনন্ত দে, সাং গ্রাম + পোষ্ট অফিস + থানা - ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া, শ্রী সঞ্জয় ব্যানার্জ্জী দীগরের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী আকাশ পান, পিতা গোপাল পান-এর নিকট থেকে এ.ডি.এস.আর. ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৭৮৫ / ২৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা হাওড়া জেলার থানা ডোমুজড়, মৌজা ডোমজুড়, জে.এল. নং ৩৩, হাল খতিয়ান নং ৩৪১৭ অর্ন্তগত, সাবেক ৪৬২৩ নং দাগের হাল ৪৬২৫ নং দাগে ১.৬৮৫ শতক জমি এ.ডি.এস.আর. ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৩৭১ / ২৪ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. -এর নিকট আপিল করতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়
অ্যাডভোকেট
জর্জ কোর্ট হাওড়া

আইনী বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী অনিতা দেশমুখ, স্বামী শ্রী রনজিত দেশমুখ, সাং- দক্ষিণ ঝাপড়দহ, থানা - ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, শ্রী তারাশঙ্কর দত্ত দীং, পিতা হেমন্ত কুমার দত্ত পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী সজল কুমার দাস এবং শ্রী রনজিত দেশমুখ দীগরের নিকট থেকে এ.ডি.এস.আর. ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩০৮৯ / ২০ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা জেলা - হাওড়া, থানা- ডোমজুড়, মৌজা- দক্ষিণ ঝাপড়দহ, জে.এল. নং ১৫, হাল খতিয়ান নং ৪৩৪২ অর্ন্তগত সাবেক দাগ ২৩৭৬ নং দাগের হাল ২৩৯৭ নং দাগে ০২ শতক জমি এ.ডি.এস.আর. ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৭৮০ / ২২ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. -এর নিকট আপিল করতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়
অ্যাডভোকেট
জর্জ কোর্ট হাওড়া

বিজ্ঞপ্তি

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে ১) শ্রীমত্যা লক্ষীপ্রিয়া রক্ষিত, স্বামী স্বর্গীয় দুর্গাচরন রক্ষিত, ২) শ্রী প্রদীপ রক্ষিত, ৩) শ্রী গৌতম রক্ষিত, ৪) শ্রী সন্দীপ রক্ষিত, ৫) শ্রী সুব্রত রক্ষিত, ৬) শ্রী উৎপল রক্ষিত, সর্ব পিতা স্বর্গীয় দুর্গাচরন রক্ষিত, ৭) শ্রীমত্যা ছায়ারানী রক্ষিত, স্বামী স্বর্গীয় সেবীচরন রক্ষিত, সর্ব গ্রাম ও ডাকঘর ও থানা-বাগনান, জেলা-হাওড়া, পিন- ৭১১৩০৩, ৮) শ্রীমতী পাপড়ী চৌধুরী, স্বামী শ্রী অমর চৌধুরী, ঠিকানা- ধাড়শা হরিসভাতলা, ডাকঘর- জি. আই. পি. কলোনী, থানা-জগাছা, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১১১২, ৯) শ্রীমতী রুমা শাসমল, স্বামী শ্রী বিকাশ শাসমল, গ্রাম- গোপালপুর, ডাকঘর ও থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩০৩, বিগত ইংরাজী ১০/ ১২/২০১২ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে ৩৮৪৫নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে সেখ সইদুল ইসলাম, পিতা মরহুম সেখ রাসেদ আলি, গ্রাম- পশ্চিম বাইনান, ডাকঘর- বাইনান, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩০৩, মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, উক্ত আমমোক্তার নামা অনুযায়ী জেলা-হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ বাগনান এর অন্তর্গত বাগনান-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে ৬২নং জে. এল. ভুক্ত টেপুর নবাসন মৌজায় হাল ২৪৪ ও ২৩০ নং খতিয়ান ভুক্ত, সাবেক ৭৯ হাল ৯০ নং দাগে শালি জমি ১০০০০ অংশে ২৬ শতক এর মধ্যে ২৬ শতক শালি জমি উক্ত আমমোক্তারের নিকট হইতে আমার মক্কেল তৈবুর মোল্লা, পিতা সাহাবুদ্দিন মোল্লা, গ্রাম- রানা, ডাকঘর- দেউলটী, থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৩০৩, গত ইংরাজী ২৯/০২/২০২৪ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে যথাক্রমে ১০০৯ ও ১০১০ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মুলে ক্রয় করিয়া বাগনান-১ নম্বর বি. এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে নাম খারিজ বা মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছে। এতদবিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বাগনান-১ নম্বর বি. এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে প্রমানাদি সহ আপত্তি জানাতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Priyajit Nandi
Advocat– Uluberia Court

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/24

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Construction of Drain at 3(Three) different places. Source of Fund: 15th FC (tied)/2024-25. Last date of submission of Bid on **19.02.2025 up to 11.00 AM**. Bid Opening Date on **21.02.2025 at 11.30 am**. For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

আইনী বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী আদিত্ত বাসুদেব প্রামানিক এবং সুইটি দাস-এর হাল সাং গ্রাম ও থানা ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া, শ্রী বাসুদেব পাঁচকড়ি দাস পিতা পাঁচকড়ি দাস-এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী রজত বাসুদেব দাস, পিতা শ্রী বাসুদেব দাস-এর নিকট থেকে মহারাষ্ট্রের জয়েন্ট সাব-রেজিষ্ট্রী অফিস আন্দেরী নং ৫-এ রেজিষ্ট্রীকৃত, ১৭১৫০ / ২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা হাওড়া জেলার থানা ডোমজুড়, মৌজা- দক্ষিণ ঝাপড়দহ, জে.এল. নং ৩৩ ভুক্ত, হাল ৩৩০৫, ৩৮৬২ / ১, সাবেক ৫৪২২, ৫৪২৩, ৫৪২৪ নং দাগের হাল ৫৪৬৬, ৫৪৬৭, ৫৪৬৮ নং দাগে ০৮ শতক জমি এ.ডি.এস.আর. ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৯৫২ / ২৪ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. -এর নিকট আপিল করতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়
অ্যাডভোকেট
জর্জ কোর্ট হাওড়া

আইনী বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতী ভারতি পাত্র, শ্রীমতী মুনমুন খামরুই, শ্রীমতী সোমা সাঁতরা ও শ্রীমতী রিঙ্কি হাজরা, সর্ব হাল সাং ধারষা, থানা- জগাছা, জেলা- হাওড়া, শ্রীমতী দিপালী ঘোষ, স্বামী শ্রী হারু গোপাল ঘোষ-এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী শিবসাগর সাউ, পিতা অনাদী সাউ-এর নিকট থেকে এ.ডি.এস.আর. ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৪৮৭ / ২৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা হাওড়া জেলার থানা ডোমজুড়, মৌজা রাঘবপুর, জে.এল. নং ৩৫ ভুক্ত, হাল খতিয়ান নং ১৮৩৮ অর্ন্তগত সাবেক ও হাল ৫৭২, ৬০৩ নং দাগে মোট ১২.৩৮ শতক জমি এ.ডি.এস.আর. ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৬৩৩ /২৪, ২৬৩৪/ ২৪, ৪০৭৩/২৪ নং দলিল মূলে ক্রয় করে নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. -এর নিকট আপিল করতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়
অ্যাডভোকেট
জর্জ কোর্ট হাওড়া

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/22

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Construction of Road at 6(Six) different places. Source of Fund: 15th FC (Un-Tied)/2024-25. Last date of submission of Bid on **19.02.2025 up to 11.00 AM**. Bid Opening Date on **21.02.2025 at 11.30 am.** For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

যশমান দীপক লিমিটেড

রেজি অফিসঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট ফার্স্টফ্লোর,
কালাকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৭ (পশ্চিমবঙ্গ)
CIN: L67120WB1975PLCO29901 ফোন নং. ৯৮৩৯০৩৪৪৪২
ওয়েবসাইটঃ www.yashmandeepak.com ইমেইল ঃ ashmandeepakltd@gmail.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	তিন মাস শেষে ৩১.১২.২৪ (অনিরীক্ষিত)	৯ মাস তারিখ থেকে সংখ্যা ৩১.১২.২৪ (অনিরীক্ষিত)	সমতুল্য ৩ মাস শেষে ৩১.৩.২৪ (অনিরীক্ষিত)
কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৬৩.৮০	২২০.১৯	৫৩.৫০
নিট লাভ /(ক্ষতি) মেয়াদ / বছরের জন্য (করের আগে)	৩৪.৭৪	১৬৮.৮২	৪৫.৪৭
নিট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদ / বছরের জন্য (কর পরে)	২৫.৭৪	১২৬.০৮	৩৪.৫৪
মোট ব্যাপক আয়	২৫.৭৪	১২৬.০৮	৩৪.৫৪
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮
শেয়ার প্রতি আয় (চলতে এবং বন্ধ করার জন্য অপারেশন (প্রতিটি ১০ টাকা)			
মূল ঃ	৩.৬৫	১৭.৮৯	৪.৯০
মিশ্র ঃ	৩.৬৫	১৭.৮৯	৪.৯০

নোট ঃ
১) উপরোক্তটি তথ্যাটি SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট কলকাতায় উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.yashmandeepak.com) পাওয়া যাবে এবং নিম্নলিখিত দ্রুত প্রতিক্রিয়া কোডটি স্ক্যান করেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে
২) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত Ind As আর্থিক ফলাফলগুলি ১০.০২.২০২৪ তারিখে অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে ১০.০২.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে
৩) প্রয়োজনে পরিসংখ্যানগুলি পুনর্গঠিত এবং পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

স্থানঃ কানপুর
তারিখঃ ১০.০২.২০২৫

বোর্ডের পক্ষে এবং পক্ষে,
যশমান দীপক লিমিটেড
স্বা /-(দীপক সেহগাল)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
DIN: 00421767

KHATOD INVESTMENTS & FINANCE CO. LTD.

Regd.Office : 1, Ramesh Mitra Road, Third Floor, Kolkata - 700 025
Phone : 8100465325,
E mail: khatodinv@gmail.com, Website : www.khatodinv.com
CIN : L65993WB1990PLC084695

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একটি উদ্ধৃতি (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৪	নয় মাস শেষে ৩১.১২.২৪	৩ মাস শেষে ৩১.১২.২৩
১.	কারবার থেকে মোট আয়	০.০০	০.০০	১৬.০৮
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত সাধারণ আইটেম)	-২.৮০	-৫.৯০	৮.২৩
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / বা অসাধারন আইটেমের পরে)	-২.৮০	-৫.৯০	৮.২৩
৪.	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর পরে, ব্যতিক্রমী পরে এবং / অথবা অসাধারন আইটেম)	-২.৮০	-৫.৯০	৮.২৩
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরে)	৪৬৮১.৪৬	১৩৩৬২.১১	৯৯২.০১
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩০০.২২	৩০০.২২	৩০০.২২
৭.	ইক্যুইটি প্রতি আয় শেয়ার (আগের অসধারণ আইটেম) (প্রতিটি১০ টাকা)			
	মূল	-০.০৯	-০.২০	০.২৭
	মিশ্র	-০.০৯	-০.২০	০.২৭
৮.	ইক্যুইটি প্রতি আয় শেয়ার (পরের অসাধারণ আইটেম) (প্রতিটি১০ টাকা)			
	মূল	-০.০৯	-০.২০	০.২৭
	মিশ্র	-০.০৯	-০.২০	০.২৭

দ্রষ্টব্যঃ
উপরে SEBI (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। উল্লিখিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।
ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ-বার্ষিক সমাপ্ত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাব. যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.khatodinv.com

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১০।০২।২০২৫

বোর্ডের আদেশ দ্বারা
স্বা /-
মণীষ পিঞ্চা
সার্বক্ষণিক পরিচালক
DIN:07143031

Notice inviting e-Tender for **NIT No- 298/BEUP/Jangipara/24-25** for 02 nos. works by the undersigned through online mode (**https://wbtenders.gov.in**). Last date of submission of online bid on **18 Feb 2025 15:00 Hrs.**

Sd/-
Block Development Officer
Jangipara Development Block

SRIBATI GRAM PANCHAYAT
P.O – SRIBATI : DIST- PURBA BARDHAMAN
(UNDER KATWA- II PANCHAYAT SAMITY)

eTender Notice No. – SGP/12/15th CFC/ 2024-25, ID No.- 2025_ZPHD_814150_1 Dated 11/02/2025
eTender Notice No. – SGP/12/15th CFC/ 2024-25, ID No.- 2025_ZPHD_814150_2 Dated 11/02/2025
eTender Notice No. – SGP/13/15th CFC/ 2024-25, ID No.- 2025_ZPHD_814219_1 Dated 11/02/2025
eTender Notice No. – SGP/13/15th CFC/ 2024-25, ID No.- 2025_ZPHD_814219_2 Dated 11/02/2025
eTender Notice No. – SGP/13/15th CFC/ 2024-25, ID No.- 2025_ZPHD_814219_3 Dated 11/02/2025
eTender Notice No. – SGP/13/15th CFC/ 2024-25, ID No.- 2025_ZPHD_814219_4 Dated 11/02/2025

e-Tender is hereby invited by the Prodhan, Sribati Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tender from **11/02/2024 to 18/02/2025**, For further details visit the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Sribati Gram Panchayet

OFFICE OF THE
AHIRAN GRAM PANCHAYAT
Vill- Ahiran, P.S- SUTI, Dist- Murshidabad, PIN-742223
NOTICE INVITING e-TENDER No: 06/E-Tender/2024-25(3rd Call), Dated: 10/02/2025

Online percentage tender are hereby invited from the bonafide contractors for total 2 (Two) Nos. similar works. Last date of dropping of bids(online) **17.02.2025 up to 12.00 pm**. Opening of bid(Online) **19.02.2025 12.00pm**. For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Pradhan
Ahiran Gram Panchayat

TENDER NOTICE
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
Howarh

NIT MEMO No. JBPUR-II/15/2025, Dated: 10.02.2025, Last date of Tender droping: **21.02.2025, 05.30PM**, Date of opening of Technical Bids: **24.02.2025, 11.30 AM** Details Contact: **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block, Howarh

হুষি মুড়াগাছা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং - ২৬৯০ তাং - ৩০।০৩।১৯৬০
গ্রাম - হুষি , থানা - পূর্বস্থলী , জেলা - পূর্ব বর্ধমান ।
খসড়া নির্বাচক তালিকা (Draft voter List) সংক্রান্ত
বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের সহ- নিয়ামক, পূর্ব বর্ধমান ২ রেঞ্জ তথা সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচক সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসারের আদেশনামা নং ১১০৯ তাং - ২১।০৮।২০২৪ এর দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি শ্রী নবেন্দু ঘোষ, সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক, পূর্ব বর্ধমান ২ রেঞ্জ তথা সহকারী রিটার্নিং অফিসার, হুষি মুড়াগাছা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য / সদস্যাগনকে জানাচ্ছি যে , উক্ত সমিতির আসন্ন পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচন উপলক্ষ্যে খসড়া নির্বাচক তালিকা আগামী ইং ১৩।০২।২০২৫ তারিখে বেলা ১১ ঘটিকায় অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে । এই নির্বাচক তালিকা সংক্রান্ত কোন সংযোজন / সংশোধন কিংবা বিয়োজন বিষয়ে কোন সদস্যর কোন বক্তব্য থাকলে অভিযোগের স্বপক্ষে প্রমান তথ্যাদিসহ আবেদনকারী নিজে অথবা তার দ্বারা খমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ইং ২৪।০২।২০২৫ তারিখে সমিতির অফিসে সকাল ১১ টা হইতে বৈকাল ০৩ টার মধ্যে প্রাপ্তি স্বীকার সাপেক্ষে জমা দিতে পারবেন। উপরিউক্ত বক্তব্যের উপর আগামী ইং ২৫।০২।২০২৫ তারিখে সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ০২ টার মধ্যে সহকারী রিটার্নিং অফিসার, হুষি মুড়াগাছা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর দ্বারা সমিতি অফিসে শুনানি হবে । ব্যক্তিগত ভাবে ঐ দিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে হবে । অন্যথায় একতরফা সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে । শুনানি শেষে চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা আগামী ইং ২৮।০২।২০২৫ তারিখে দুপুর ০২ টায় অত্র সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

তাং - ১২।০২।২০২৫

স্বাক্ষর/-
নবেন্দু ঘোষ
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
হুষি মুড়াগাছা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

Office of the
Nowpukuria Gram Panchayat
Vill – Dholtikari, P.O. – Makhna
Falta , South 24 Parganas
NOTICE INVITING TENDER No. NOW/GP/23

Sealed Tender is invited from the bonafide resourceful bidders for the execution of the work: Sinking of tubewell at 10(Ten) different places. Source of Fund: 15th FC (Tied)/2024-25. Last date of submission of Bid on **19.02.2025 up to 11.00 AM**. Bid Opening Date on **21.02.2025 at 11.30 am**. For details please visit the office of the undersigned on working days.

Sd/-Prodhan
Nowpukuria Gram Panchayat

আইনী বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী নীলেশ মন্ডল, পিতা শ্রী ব্রজেন মন্ডল, গ্রাম + পোষ্ট অফিস ডোমজুড়, জেলা - হাওড়া, শ্রীমতী ছন্দা বেলেল, শ্রীমতী কনিকা মাল, শ্রীমতী পূজা চিত্রকর ইহাদের পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী গৌরমোহন দাস-এর নিকট থেকে এ.ডি.এস.আর. ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৫৫২ / ২৩, ৪১০৩/ ২৩, ২৩৪৪ / ২৩ নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা থানা - ডোমজুড়, মৌজা উত্তর ঝাপড়দহ, জে.এল. নং ৯ ভুক্ত হাল খতিয়ান নং ১২১, ১০৪৩, ৩০৬০ অর্ন্তগত সাবেক ও হাল ২৫৫৪, ২৫৫৫, ২৫৫৫/৩০৪৭, ২৫৫৫/৩০৪৮, ২৫৫৮ নং দাগে মোট ৫২.৯২ শতক জমি এ.ডি.এস.আর. ডোমজুড় অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ২৪০৬/ ২৩ নং এবং ডি.এস.আর.-১ হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪৪৯০ / ২৩ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে দাতা বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. -এর নিকট আপিল করতে পারেন, অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হবে।

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়
অ্যাডভোকেট
জর্জ কোর্ট হাওড়া

বিজ্ঞপ্তি

অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা ঘোষনা করা যাইতেছে যে ১) শ্রী স্বপন মান্না, ২) শ্রী গোপাল মান্না, উভয়ের পিতা স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মান্না, গ্রাম-টেপুর, ডাকঘর ও থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৩০৩, গত ইংরাজী ২২/০৪/২০১০ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে IV-33 নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে শ্রীমতী মান্তু ঘোষ, স্বামী শ্রী দেবানন্দ ঘোষ, গ্রাম- বেড়াবেড়িয়া, ডাকঘর ও থানা- বাগনান, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৩০৩, মহাশয়াকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, উক্ত আমমোক্তার নামা অনুযায়ী জেলা- হাওড়া, থানা ও এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ বাগনান-এর অন্তর্গত বাগনান-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে ৬২নং জে. এল. ভুক্ত টেপুর নবাসন মৌজায় হাল ০৩ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ৮৩ হাল ৯২ নং দাগে শালি জমি ৩৮ শতক এর মধ্যে ১৯ শতক এবং হাল ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬ নং খতিয়ান ভুক্ত সাবেক ৭৮ হাল ৮৯নং দাগে শালি জমি ৪০ শতক এর মধ্যে ০৩ শতক শালি জমি উক্ত আমমোক্তারের নিকট হইতে আমার মক্কেল তৈবুর মোল্লা, পিতা-সাহাবুদ্দিন মোল্লা, গ্রাম- রানা, ডাকঘর- দেউলটী, থানা- বাগনান, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৩০৩, গত ইংরাজী ২৯/০২/২০২৪ তারিখে বাগনান এ্যাঃ ডিঃ এসঃ আরঃ অফিসে যথাক্রমে ১০১১ ও ১০১৭ নং রেজিষ্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা মুলে ক্রয় করিয়া বাগনান-১ নম্বর বি. এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে নাম খারিজ বা মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছে। এতদবিষয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে বাগনান-১ নম্বর বি. এল. এন্ড এল. আর. ও অফিসে প্রমানাদি সহ আপত্তি জানাতে পারিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Priyajit Nandi
Advocat– Uluberia Court

DUDHORIA CONSTRUCTION CO. LTD.

CIN No. L45201WB1981PLC033825
Regd. Office : 53C, Mirza Ghalib Street, Kolkata - 700 016
Email: progressiveservicesindia@gmail.com
Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter/Nine Months ended 31st December, 2024
(Rs. In Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 30.09.2024 (Unaudited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2024 (Unaudited)	Nine Months Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)
1	**Revenue From Operations**						
	(a) Interest Income	25.24	25.19	24.12	75.48	72.11	96.45
	Total Revenue From Operations	25.24	25.19	24.12	75.48	72.11	96.45
2	Other Income	-	0.01	0.13	0.01	3.27	3.39
3	**Total Income**	**25.24**	**25.20**	**24.25**	**75.49**	**75.38**	**99.84**
4	**Expenses**						
	(a) Finance Costs	0.30	0.10	0.25	0.55	0.80	1.05
	(b) Purchase of Stock In Trade	-	-	-	-	9.00	9.00
	(c) Changes in Inventories of Work In Progress	(0.10)	(0.11)	(0.10)	(0.38)	(9.38)	(9.76)
	(d) Employees Benefit Expenses	1.81	2.26	1.90	5.85	5.28	6.97
	(e) Depreciation and Amortisation Expenses	2.38	2.36	2.93	7.05	7.94	11.00
	(f) Other Expenses	4.63	5.24	5.68	15.18	16.54	22.71
	Total Expenses	9.02	9.85	10.66	28.25	30.18	40.97
5	**Profit / (Loss) before tax (3-4)**	**16.22**	**15.35**	**13.59**	**47.24**	**45.20**	**58.87**
6	**Tax Expenses**						
	1) Current tax	-	-	-	-	-	14.83
	3) Deferred Tax	-	-	-	-	-	(0.14)
	Total Tax Epenses	-	-	-	-	-	14.69
7	**Profit/(Loss) for the period (5-6)**	**16.22**	**15.35**	**13.59**	**47.24**	**45.20**	**44.18**
8	Other Comprehensive Income	-	-	-	-	-	-
9	**Total Comprehensive Income (7-8)**	**16.22**	**15.35**	**13.59**	**47.24**	**45.20**	**44.18**
10	Paid Up Equity Share Capital (F. V. Rs. 10/- each)	142.68	142.68	142.68	142.68	142.68	142.68
11	Earning Per Share (F.V. Rs.10/- each) (not annualised)						
	1) Basic	1.14	1.08	0.95	3.31	3.17	3.10
	2) Diluted	1.14	1.08	0.95	3.31	3.17	3.10

Statement of Standalone Un-audited Financial Results for the Quarter/Nine Months ended 31st December, 2024
Notes:-
1 The above financial results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 10th February 2025. The Statutory Auditors have conducted a "Limited Review" of these results in terms of Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligation & Disclosures Requirements) Regulations 2015.
2 The Company operates mainly in one business segment i.e Investment & Finance and all other activities revolve around the main activity and as such there are no other reportable segment as identified by the Chief Operating Decision Maker of the company as required under Ind AS 108.
3 Provision for Income Tax will be accounted for at the end of the financial year.
4 No Investors Complaints were pending at the beginning of the quarter and none were received during the quarter.
5 Previous Year figures are regrouped / reclassified, to confirm to the current period classification.
6 As the company has no subsidiary Regulation 33(3)(b) of SEBI (LODR) (Amendment) Regulations, 2018 is not applicable on our Company.
7 Disclosures of Debt Service Coverage Ratio and Interest Service Coverage Ratio is not mandatory for NBFCs registered with RBI as exempted under Regulation 54(2) of SEBI (LODR), 2015. Hence, the same has not been disclosed by virtue of such exemption.

Place : Kolkata
Date : 10.02.2025

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
Rishabh Jain
Managing Director
DIN : 06663369

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (WS)BPS, KMC** invites e-Tender online quotation two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/DSPBPS/24-25/12/1st Call
Name of work : **Development work by construction of RCC platform for water tanker filling at Daspara BPS.** Estimated Cost: ₹ **2,52,241.00.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **07 days**.

(2) NIT No. : KMC/WS/DSPBPS/24-25/11/1st Call
Name of work : **Replacement of defective spares of pump no. 06 at Daspara BPS.** Estimated Cost: ₹ **3,71,842.00.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **07 days**. Last Date and time of Submission of Bid: **22.02.2025 - 2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) Tender will be opened on: **24.02.2025 - 2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) The bid forms and other details are available on and from **12.02.2025 - 2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2)

The **Executive Engineer, Water Supply (Br-XI), KMC** invites e-Tender for the following works:

(1) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIet/115/2024-25
Name of work : **Replacement of 100 MM DIA black PVC pipe by supply and laying of 100 MM DIA D.I. pipe at Utsarga Appt. (Vivekananda Road) and Congress Nagar (PRE. No-273/A) in Ward No. 113 BR-XI.** Estimated Amount: ₹ **2,64,270.39.** Earnest Money: ₹ **5,300.00**. Period of Completion: **15 days**.

(2) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIet/116/2024-25
Name of work : **Supply & laying of 100 MM DIA DI pipe from S 1/12 B.P.Township (5 Block) upto Metro Car shed in Ward No. 110.** Estimated Amount: ₹ **2,97,794.38.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

(3) NIT No. : EE(WS)/BR-XI/NIet/117/2024-25
Name of work : **Leakage repair of 800 MM DIA MS pipe and 300, 400, 450 MM DIA DI pipe reserve main in Ward No - 101 Br-XII.** Estimated Amount: ₹ **1,63,318.80.** Earnest Money: ₹ **3,300.00**. Period of Completion: **21 days**. Last Date of receipt/opening of Tender (Online): **19.02.2025 - 5 p.m./22.02.2025 - 1 p.m.** (for Sl. No. 1 to 3) The bid forms and other details are available from the **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. No. 1 to 3)

The **Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-Tender for the following work:

NIT No. : EE/O&M-III/44OF2024-25/52
Name of work : **Renovation of damaged first floor near Coagulant tank with other allied works in chemical house of WTP-I, under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **1,70,181.00.** Earnest Money: ₹ **3,500.00**. Period of Completion: **17 days.** Last Date and Time of receipt of Tender (Online): **11.03.2025 at 12 Noon.** Last Date and Time of opening of Tender (Online): **13.03.2025 at 12 Noon.** The bid forms and other details will be available shortly from the website: **https://etender.wb.nic.in**

The **Ex. Engg. (E)/LTG/Z-III, KMC** invites open e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/847
Name of work : **Improvement of street lighting arrangement at Anil Moitra Road and P.C.Sarkar Sarani in Ward No. - 68, under Br - VIII.** Estimate Amount: ₹ **4,97,547.00** Earnest Money: ₹ **10,000.00** Period of Completion: **30 days**. Last Date and Time of submission of Bid: **24.02.2025 at 12 Noon.** Bid opening date for Technical Proposals (Online): **24.02.2025 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from: **11.02.2025 (5 p.m.)**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/864
Name of work : **Improvement street lighting system replacing HPSV by LED Street lighting fitting at 47, New Bally Gunge to 16 No New Ballygunge Rd in Ward No. 67, under Br-VII.** Estimate Amount: ₹ **1,92,328.00** Earnest Money: ₹ **4,000.00** Period of Completion: **10 days**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/865
Name of work : **Improvement street lighting system replacing HPSV by LED Street lighting fitting at Dr. G.S.Bose Rd. Swinhoe Lane, Picnic Garden Rd. in Ward No. 67, under Br-VII.** Estimate Amount: ₹ **1,67,651.92** Earnest Money: ₹ **3,400.00** Period of Completion: **10 days**. Last Date and Time of submission of Bid: **19.02.2025 at 9 a.m.** (for Sl. No. 2 & 3) Bid opening date for Technical Proposals (Online): **19.02.2025 - 9.30 a.m.** (for Sl. No. 2 & 3) The bid forms and other details are available on and from: **11.02.2025 (6 p.m.)** (for Sl. No. 2 & 3) from the website: **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3)

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-II/KMC** invites e-Tender online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No. : LTG/Z2/INST/52/24-25
Name of work : **Renovation of lighting arrangement as necessary at 6A Convent Road in Ward No. - 55 Br-VI KMC.** Estimated Amount: ₹ **4,90,784.05** Earnest Money: ₹ **10,000.00** Period of Completion: **10 days**. Publishing date and time: **11.02.2025 from 11 a.m.** Bid submission starting date and time: **11.02.2025 from 11 a.m.** Last Date and Time of submission of Bid: **19.02.2025 upto 11 a.m.** Bid opening date for technical proposal: on **19.02.2025 at 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from: **11.02.2025 from 11 a.m.** from the website: **https://wbtenders.gov.in.** (1) For any further modification (if any) will be published only in website **https://wbtenders.gov.in**. No separate corrigendum will be published in PTB or in news paper. (2) KMC have the full right to cancel the tender at any stage without assigning any reasons.

(2) NIT No. : LTG/262/42/V/Z-II/24-25
Name of the work : **Improvement works of street lighting system at Rabindra Sarani and other areas in Ward No.- 42, Br-V.** Estimate Amount: ₹ **1,99,705.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **05 days**.

(3) NIT No. : LTG/254/44/V/Z-II/24-25
Name of the work : **Procurement of LED Street light and flood light fittings at different places in Ward No.-44.** Estimate Amount: ₹ **1,95,990.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **07 days**.

(4) NIT No. : LTG/255/43/V/Z-II/24-25
Name of the work : **Procurement of LED Street light and flood light fittings for different places in Ward No.-43.** Estimate Amount: ₹ **1,96,093.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **07 days**.

(5) NIT No. : LTG/266/44/V/Z-II/24-25
Name of the work : **Augmentation of lighting arrangement from B.B.Ganguly Street to M.G.Road in Ward No.-44.** Estimate Amount: ₹ **3,52,716.24.** Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Period of Completion: **10 days**. Last Date and Time of submission of BID: **19.02.2025 up to 4 p.m.** (for Sl. No. 2 to 5) The BID forms and other details are available on and from: **11.02.2025 at 6 p.m.** (for Sl. No. 2 to 5) from the website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 2 to 5)

The **Executive Engineer (E)/LTG-HQ/KMC** invites e-Tender online quoted rate in two bid system for following work:

NIT No. : KMC/EE(E)/LTG/CMO/124/24-25
Name of work : **Renovation of electrical system and other allied works at Education Deptt of Hogg Building, KMC.** Estimate Amount: **Open Quotation.** Earnest Money: ₹ **7,600.00.** Period of Completion: **15 days**. Last Date and Time of submission of Bid: **19.02.2025 (2 p.m.)** The bid forms and other details are available on and from **11.02.2025 (2 p.m.)** from the website: **https://wbtenders.gov.in.**

The **Municipal Secretary, KMC** invites e-Tender for the following work:

Memo No. : MS/869/2024-25
Name of the work : **Supply and delivery of 200 reams of answer sheets for the students of all KMCP School and SSK'S.** Estimated Amount: ₹ **89,800.00** (Inclusive of GST).Last Date and Time of submission of Bid: **19.02.2025 at 12 Noon.** Date and time of opening of Bid: **19.02.2025 at 2 p.m.**

(1384/24-25)

অনিশ্চিত বুমরাহ, পরিবর্ত রাখছে বোর্ড

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ জসপ্রীত বুমরাহ কি আদৌ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পারবেন? কোনও জবাব দিচ্ছে না ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। তার ফলে সংশয় আরও বাড়ছে। তিনি খেলতে না পারলে পরিবর্ত হিসাবে কে খেলবেন? এক পেসারকে তৈরি রেখেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের একটি সূত্র জানিয়েছে, বুমরাহকে সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। যদি তাঁর খেলার ১ শতাংশ সম্ভাবনাও থাকে তা হলে তাঁকে প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু যদি কোনও ভাবেই বুমরাহ খেলতে না পারেন, তা হলে পরিবর্ত ঘোষণা করতে হবে। বুমরাহ না খেললে দলে ঢুকবেন হর্ষিত রানা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ বুমরাহের পরিবর্ত হিসাবে খেলছেন হর্ষিত। তিনি উইকেটও নিচ্ছেন। এই পদক্ষেপ থেকেই স্পষ্ট, বুমরাহের পরিবর্ত হিসাবে হর্ষিতই খেলবেন। আপাতত বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে সুস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন বুমরাহ। বোর্ডের কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ রজনীকান্ত শিবাঙ্গনম এবং ফিজিয়ো তুলসী রাম যুবরাজ বুমরাহকে রিহ্যাব করাচ্ছেন। চিকিৎসক নিতিন পটেল ভারতীয় পেসারকে প্রতিটা মুহূর্তে নজরে রেখেছেন। সেই সঙ্গে জাতীয় দলের স্ট্রেংথ এবং কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাই এবং ফিজিয়ো কমলেশ জৈন খোঁজ নিচ্ছেন বুমরাহের। চোটের পর থেকে ক্রিকেট থেকে দূরে ছিলেন বুমরাহ। এই সময় তাঁর জিম করাও নিষিদ্ধ ছিল। এ বার তাঁর রিহ্যাব শুরু হয়েছে। যদিও এনসিএ থেকে বুমরাহ সংক্রান্ত কোনও খবর যাতে কেউ জানতে না পারেন, সেই ব্যবস্থা নিয়েছে বোর্ড। বুমরাহ কতটা সুস্থ, কতটা উন্নতি করছেন

সেটা মাত্র চার-পাঁচ জন জানতে পারবেন। বাকি কারও কাছে সঠিক তথ্য থাকবে না বলে জানা গিয়েছে। যদিও সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বেঙ্গালুরুতে বুমরাহের সঙ্গে থাকা এক ব্যক্তি তাদের জানিয়েছেন যে, ভারতের অন্যতম সেরা পেসারকে দলে ফেরানোর জন্য সব রকম চেষ্টা করা হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপে হার্দিক পান্ডিয়া বা শুভমন গিলকে নিয়ে বোর্ড যে ভাবে এগিয়েছিল সেই একই ভাবে বুমরাহকে নিয়ে এগোতে চাইছে তারা। বোর্ডের ওই আধিকারিক বলেছেন, ‘‘যদি বুমরাহের ১ শতাংশও খেলার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে বোর্ড অপেক্ষা করবে। এক দিনের বিশ্বকাপে চোট পাওয়া হার্দিকের পরিবর্ত হিসাবে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের নাম ঘোষণার আগে দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করা হয়েছিল। বিশ্বকাপের আগে শুভমন যখন অসুস্থ হল তখনও ওর বিকল্প ঘোষণা করা হয়নি। বুমরাহের ক্ষেত্রেও একই পথে হাঁটতে চাইছে বোর্ড। বিশ্বকাপের দল ঘোষণার একটা সময়সীমা আছে। সেটাই নিয়ম। কিন্তু সেই নিয়মের ফাঁকও আছে। যদি বুমরাহ শেষ পর্যন্ত চোটের কারণে খেলতে না পারে তা হলে তো পরেও টেকনিক্যাল কমিটির কাছে আবেদন করে পরিবর্ত ঘোষণা করা যাবে। বোর্ড সেই পথ নিতে চাইছে।’’ ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত দল ঘোষণা করতে হবে। তার পরে একমাত্র চোটের কারণে কোনও ক্রিকেটার বাদ পড়লে পরিবর্ত নেওয়া যাবে। বোর্ড এই সুযোগটাই নিতে চাইছে। কারণ, প্রতিযোগিতা শুরু হতে এখনও ৯ দিন বাকি। ভারতের প্রথম ম্যাচ ১০ দিন পরে। হাতে সময় রয়েছে। তার মধ্যে বুমরাহকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা হবে। যদি প্রতিযোগিতার পরের দিকের ম্যাচগুলিতে তাঁকে পাওয়া যায়, তা হলেও ভারতের সুবিধা। সেই কথা মাথায় রেখেই এগোচ্ছে বিসিসিআই।

বিরাট ২ হাজার ৩ হাজার বল ওই শটটাই খেললে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে

কোহলির ফর্মে ফেরার টোটকা দিলেন যুবির বাবা যোগরাজ!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

একই বন্ধনীতে ছিলেন রোহিত শর্মাও। দুরন্ত সেঞ্চুরি করে তিনি ফর্মে ফিরেছেন। ছন্দহারার দলে এখন একা বিরাট কোহলি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে চিন্তা কমাতে পারছেন না। বরং বাড়িয়ে দিচ্ছেন আরও। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে চোটের জন্য খেলতে পারেননি। দ্বিতীয় ম্যাচে টিমে ফিরেছেন। কিন্তু রানে ফিরতে পারেননি। ৮ বলে ৫ করে

ফিরেছেন। ওই ম্যাচেই রোহিত সেঞ্চুরি করে দুশ্চিন্তা কমিয়েছেন। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে বিরাটকে নিয়েই যত উদ্বেগ। কিং কোহলিকে ফর্মে ফেরার টোটকা দিলেন যুবরাজ সিংয়ের বাবা। কী পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার যোগরাজ সিং? নিজের ইউটিউব চ্যানেলে যোগরাজ বলে দিয়েছেন, ‘‘এই ধরনের শটেই এখন আউট হচ্ছে বিরাট। এটাও মাথায় রাখতে হবে, বিরাট কিন্তু কভার ড্রাইভটা অসম্ভব ভালো মারে। কিন্তু ওর এই শটটাই এখন কাজ করছে না। কেন করছে না, সেটা ওর কোচ নিশ্চয়ই জানে।’’ অফফর্ম বা ব্যাডপ্যাচ থেকে বেরোতে কী করা দরকার বিরাটের? যোগরাজের পরামর্শ, ‘‘আমার মনে হয়, ও যদি ২ হাজার ৩ হাজার বল ওই শটটাই খেলে, তা হলে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে। ক্রিজে আরও বেশি সময় কাটানো দরকার বিরাটের। যে ক্রিকেটার খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যায়, সে মানসিক ভাবে খারাপ থাকে। এই রকম হলে টিমমেটদের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটানো উচিত। তাতে নিজেকে ফিরে পেতে সুবিধা হয়।’’ বিরাটের মতো পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন রোহিতও। কিন্তু সেখান থেকে ফিরে এসেছেন প্রবল ভাবে। দুরন্ত সেঞ্চুরি করে ঝলসে উঠেছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ঠিক আগে রোহিতের ফর্মে ফেরা চাপ কমাচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার। যোগরাজও কিন্তু রোহিতের ছন্দ দেখে খুশি।

চলতি সপ্তাহেই মোহনবাগানের এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিংয়ের নোটিস জারি করল মোহনবাগান। আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ শনিবার ক্লাব তাঁবুতে ১৭তম এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং অনুষ্ঠিত হবে। দুপুর সাড়ে তিনটে থেকে মিটিং শুরু হবে। গত ১৮ জানুয়ারি আয়োজিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উঠে আসা বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আলোচনার কথা জানানো হয়েছে। বার্ষিক সভার মূল বিষয় ছিল মোহনবাগানের নির্বাচন। ফলে শনিবারের মিটিংয়ে ভোটের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হবে কিনা, সেই নিয়ে চর্চা ওয়াকিবহাল মহলে। উল্লেখ্য, সময়মতো নির্বাচন করিয়ে নতুন কমিটি গঠন করার দাবিতে বার্ষিক সাধারণ সাধারণ সভায় সরব হয়েছিলেন সমর্থকদের একটা বড় অংশ।

অনুশীলন করলেন না সাহাল, মাঠে ফিরতে মরিয়া আশীষ ও থাপা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ গত বুধবার সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিরাট বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। তাঁরা পরাজিত করেছে প্যানাজিওটিস ডিলমপেরিসের শক্তিশালী পাঞ্জাব এফসিকে। যেখানে শুরু থেকেই দেখা গিয়েছিল পাঞ্জাব ফুটবলারদের দাপুট। যদিও সেটা বজায় থাকেনি বেশিক্ষণ। শেষ পর্যন্ত তিনটি গোলের ব্যবধানে জয় সুনিশ্চিত করে সবুজ-মেরুন। সেই সুবাদে ২০ ম্যাচে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষস্থান মজবুত করার পাশাপাশি লিগ শিল্ডের থেকে সামান্য দূরে রয়েছে মোহনবাগান। এক্ষেত্রে শক্তিশালী পাঞ্জাব এফসির বিপক্ষে জয় এক বিরাট বড় পাওনা সমর্থকদের কাছে। তবে কার্ড সমস্যা দরুন সেদিন আপুইয়ার পাশাপাশি টম অলড্রেডের মতো ফুটবলাররা না থাকলেও তাঁর কোনও প্রভাব আসেনি ম্যাচের মধ্যে। অমীমাংসিত ফলাফলে প্রথমার্ধ শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই যথেষ্ট ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে সবুজ-মেরুন। তারপর জেমি ম্যাকলারেনের জোড়া গোল। অতি সহজেই ম্যাচ জয় নিশ্চিত করে দিয়েছিল বাগান শিবিরকে। লিগের সূচি অনুযায়ী আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি

অ্যাওয়ে ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে খেলছে নামবে মোহনবাগান। তাঁর আগে গোটা দলকে দিন চারেকের ছুটি দিয়েছিলেন বাগান কোচ জোসে মোলিনা। সেইমতো গত কয়েকদিন নিজেদের মতো করে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছিলেন দলের সকল ফুটবলাররা। সেই ছুটির পর গত সোমবার থেকেই ফের অনুশীলন শুরু করেছে মোহনবাগান। রিকভারি সেশনের পর কেরালা ম্যাচের প্রস্তুতির দিকে নজর দিয়েছেন বাগান কোচ জোসে মোলিনা। সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারি কেরালা উড়ে যাবে গোটা দল। তারপর সেই গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। তাই সবদিক মাথায় রেখেই একাদশ সাজাতে চাইবেন আইএসএল জয়ী এই স্প্যানিশ কোচ। তবে এক্ষেত্রে সমস্যায় ফেলছে খেলোয়াড়দের চোট সমস্যা। বলাবাহুল্য, গত পাঞ্জাব ম্যাচেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল দুই তারকা ফুটবলার তথা আশীষ রাই এবং সাহাল আব্দুল সামাদকে। নিঃসন্দেহে যা চিন্তার কারণ সকলের কাছেই। স্বাভাবিকভাবেই আসন্ন ম্যাচে তাঁদের পাওয়া যাবে কিনা সেই নিয়ে ও দেখা দিয়েছে ধোঁয়াশা। তবে ছুটির পর প্রথম দিন দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি তারকা ফুটবলার সাহাল আব্দুল সামাদ। স্বাভাবিকভাবেই চিন্তা বাড়ছে সকলের। তবে এদিন প্রথম থেকেই সাইড লাইনে রিহ্যাব সেরেছেন আশীষ রাইয়ের পাশাপাশি অনিরুদ্ধ থাপার মতো ফুটবলার। অর্থাৎ আগামী ম্যাচের আগেই মাঠে ফিরতে মুখিয়ে এই দুই ফুটবলার। তবে শুধুমাত্র রিহ্যাব নয়। গত কয়েকদিন ধরেই বল পায়ে নিজেকে প্রস্তুত করছেন অনিরুদ্ধ থাপা।

প্রথমবারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, বিক্রি হয়ে যাচ্ছে গুজরাট টাইটান্স

জয়পুর, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের আগামী সংস্করণ শুরু হবে ২১ মার্চ। দশ দলের টুর্নামেন্ট। একটা সময় অবশ্য আটটি দল নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ শুরু হয়েছিল। ২০২২ সালে আরও দুটি দল যোগ হয়। সেই দুটি হল গুজরাট টাইটান্স ও লখনউ সুপার জায়ান্টস। এ বারও শক্তিশালী দল গড়েছে এই দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি। লখনউ অবশ্য প্লে-অফ অবধিই সীমাবদ্ধ থেকেছে। তবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ২০২২ সালে অভিষেকেই চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল গুজরাট টাইটান্স। বিক্রি হয়ে যেতে পারে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া গুজরাট টাইটান্স। এমনটাই খবর। শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন গুজরাট টাইটান্সের মালিকানা রয়েছে সিভিসি ক্যাপিটালস পার্টনারের। ২০২১ সালে সিভিসি এই টিম কিনেছিল ৫৬২৫ কোটি টাকায়। ক্রিকেট ওয়েবসাইট ইএসপিএন ক্রিকইনফোর খবর অনুযায়ী, টিমের মালিকানা বদলও হতে পারে। আইপিএল ২০২৫-এই কি নতুন মালিক? গুজরাট টাইটান্সের অংশীদারিত্ব কেনার আগ্রহ দেখিয়েছে টোরেন্ট গ্রুপ। খুব তাড়াতাড়িই হয়তো এই চুক্তি হতে পারে। সরসারি সিলমোহর পড়লে আগামী আইপিএলেই নতুন মালিকের টিম হতে পারে গুজরাট টাইটান্স। টোরেন্ট গ্রুপের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী এই সংস্থার ভ্যালুয়েশন ৪১ হাজার কোটি টাকা। দেশের অন্যতম সেরা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি টোরেন্ট গ্রুপ। এই সংস্থারই অন্যতম অংশ টোরেন্ট পাওয়ার ও টোরেন্ট ফার্মা। টোরেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান সুধীর মেহতা। তবে আইপিএলে তারা পা রাখবে কি না, এই সিদ্ধান্ত নেবেন সুধীর মেহতার ছেলে জিনল মেহতা।

ইডেনে রাহানের দাপট, চারদিনেই সেমিফাইনাল নিশ্চিত মুম্বইয়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ রঞ্জি ট্রফির ইতিহাসে সফলতম দল মুম্বই। এ বারও সেমিফাইনাল নিশ্চিত করল। কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে চারদিনেই খেল খতম। ১৫২ রানের বিশাল ব্যবধানে হরিয়ানাকে হারাল মুম্বই। দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ক্যাপ্টেন অজিঙ্ক রাহানে। আগামী আইপিএলে তাঁকে কলকাতা নাইট রাইডার্সে খেলতে দেখা যাবে। নেতৃত্বেও দেখা যেতে পারে রাহানেকে। তার আগে নিজের ‘হোম’ গ্রাউন্ড ইডেন গার্ডেন্সে সেঞ্চুরি রাহানের। ম্যাচের চতুর্থ দিন নজর ছিল অজিঙ্ক রাহানের সেঞ্চুরির দিকেই। খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি। শেষ অবধি ১০৮ রানে থামে রাহানের ইনিংস। গত কালের আর এক অপরাজিত ব্যাটার শিবম দুবে ৪৮ রানেই ফেরেন। মুম্বই দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৩৯ রানে অলআউট হয়। হরিয়ানা বোলারদের মধ্যে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট তরুণ পেসার অনুজ ঠাকরালের। হরিয়ানার সামনে ৩৫৪ রানের বিশাল টার্গেট ছিল। চতুর্থ ইনিংসে ৩০০ প্লাস রান তাড়া করা সহজ নয়। হরিয়ানার শুরুটাই ইতিবাচক হয়নি। একদিকে লক্ষ্য দালাল টিকে থাকলেও উল্টোদিক থেকে উইকেট তুলতে থাকেন মুম্বই বোলাররা। ওপেনার লক্ষ্য দালাল ৬৪ রান করেন। লোয়ার অর্ডারে সুমিত কুমার করেন ৬২। এ ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য ইনিংস নেই। ২০১ রানেই অলআউট হরিয়ানা। মুম্বইয়ের তারকা পেসার শার্দূল ঠাকুর ৩ উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলেন। রয়স্টন ডায়াসের ঝুলিতে পাঁচ উইকেট। সেমিফাইনালে বিদর্ভ-তামিলনাড়ু ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে খেলবে মুম্বই।

আরও একবছর সৌদি ক্লাবে ‘সিআর৭’

রিয়াধ, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ চুক্তি বাড়ানোর পথে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। আল নাসেরের সাথে আরও এক বছর চুক্তি বাড়ানোর জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছেছেন যা ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত বৈধ থাকবে। সৌদি ক্লাবটির এক কর্মকর্তা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। কর্মকর্তার মতে, রোনাল্ডো এবং আল নাসরের মধ্যে চুক্তির নবীকরন করা হয়েছে তবে এটি এখনও সই হয়নি এবং আগামী দিনে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হবে। গত সপ্তাহে ৪০ বছর পূর্ণ করা রোনাল্ডোর বর্তমান চুক্তি জুন ২০২৫ সালে শেষ হতে চলেছে। রোনাল্ডো জানুয়ারি ২০২৩ সালে আল নাসরে যোগ দেন এবং এরপর ৯০ ম্যাচে ৮২ গোল করেছেন। আগস্ট মাসে রোনাল্ডো বলেছিলেন তিনি তার পেশাদার ক্যারিয়ারের শেষ পর্যন্ত আল নাসরেই থাকবেন। রোনাল্ডো বলেন, ‘‘এখানে আমি ভালো অনুভব করি।’’ তিনটি শীর্ষ ইউরোপীয় ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ এবং জুভেন্তাসের প্রাক্তন তারকা রোনাল্ডো যখন রিয়াদের আল নাসরে যোগ দেন, তখন তাকে একটি শেষ ক্যারিয়ার চুক্তি হিসাবে দেখা হয়েছিল যার মূল্য ছিল প্রায় ২৫০ মিলিয়ন ডলার। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সৌদি আরবকে ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ক্রীড়া, পর্যটন এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কৌশলগত পরিবর্তন অর্জনের অংশ হিসেবে এটি ছিল সৌদি আরবের জন্য একটি বিশাল সাফল্য। রোনাল্ডো তখন তার ইউটিউব চ্যানেল শুরু করেছিলেন, এবং মাত্র ৯০ মিনিটের মধ্যে এক মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার অর্জন করেছিলেন, আর ২৪ ঘণ্টায় সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২০ মিলিয়নে। বর্তমানে তার চ্যানেলে ৭৩.৫ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার রয়েছে। বিশ্বকাপ শিরোপা হয়তো তার জন্য অধরা রয়ে গেছে, যেখানে তার আর্জেন্টিনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি শিরোপা জিতেছেন। তবে পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর এবং চ্যাম্পিয়ন্স লিগ বিজয়ী রোনাল্ডোর জন্য এখনও অনেক রেকর্ড অপেক্ষা করছে। এছাড়া পেশাদার ম্যাচে ১,০০০ গোলের কাছাকাছি পৌঁছানোর পরও রোনাল্ডো এখনও সৌদি বা আঞ্চলিক কোনো ট্রফি জিততে পারেননি। যদিও ২০২৩ সালে আরব ক্লাব চ্যাম্পিয়ন্স কাপ তার একমাত্র সাফল্য ছিল। এই চুক্তি রোনাল্ডো এবং আল নাসরের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে পারে, যেখানে সৌদি আরবের ফুটবল প্রোফাইল আরও বৃদ্ধি পাবে এবং রোনাল্ডো তার ক্যারিয়ারের শেষ পর্বে নতুন একটি মাইলফলক অর্জন করতে পারেন।

গম্ভীরের কোচিং স্টাইল ওকেই চাপে ফেলে দেবে। জাহির খান

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ যত সময় যাচ্ছে, ততই গৌতম গম্ভীরের কোচিং স্টাইল নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাচ্ছে। ভারতীয় টিমে যোগ দেওয়ার পর থেকে প্রশ্নের উর্ধ্বে উঠতে পারেননি। ঘরে-বাইরে ভরাডুবি হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে সেই গম্ভীরকে নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন তাঁর এক সময়ের সতীর্থ জাহির খান। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে হোম সিরিজ খেলছে ভারত। পর পর দুটো ম্যাচ জিতে ছন্দে ফিরেছে টিম। রোহিত শর্মাও সেঞ্চুরি পেয়েছেন। তাতেও কিন্তু সমস্যা কাটছে না। বরং একাদশ নির্বাচন নিয়ে জোরালো প্রশ্ন তুলে দিলেন জাহির। যা অস্বস্তি বাড়াচ্ছে গম্ভীরের। গম্ভীর কোচ হওয়ার পর দলে সাবলীল ধারা আনার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তার গভীরে রয়ে গিয়েছে অন্য প্রশ্ন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে বিরাট কোহলি খেলেননি। যশস্বী জয়সওয়ালের হঠাৎ অভিষেক হয়েছে। শুভমন গিলকে ওপেনিং থেকে সরানো হয়। শ্রেয়স আইয়ারকে রাতারাতি খেলানো হয়েছিল। দলে এত রদবদল হলে কি নিরাপত্তাহীনতা জন্ম নেয়? এই প্রশ্নই তুলে দিয়েছেন জাহির। গম্ভীরের কোচিং স্টাইল একদিন গম্ভীরকেই চাপে ফেলে দেবে, এমনটা স্পষ্ট করে দিয়েছে ভারতের প্রাক্তন বাঁ হাতি পেসার। জাহিরের সোজা বক্তব্য, ‘‘গম্ভীর বলেছে, টিমের মধ্যে একটা সাবলীল ব্যাপার আনতে চেয়েছিল। ওপেনিং জুটি ঠিক রেখে বাকিটা ফ্লেক্সিবল। এর মধ্যেও কিন্তু কিছু নিয়ম থাকে। সেটা অনুসরণ করতে হয়ই। একটা বোঝাপড়াও দরকার পড়ে। তা না থাকলে কিন্তু টিমের মধ্যে একটা নিরাপত্তহীনতা তৈরি হয়। আর সেটা একটা সময় গম্ভীরকে চাপে ফেলে দেবে। সেটা নিশ্চিত ভাবেই ও চাইবে না। আমার তো মনে হয়, সব রকম পরিস্থিতির জন্য ওকেও তৈরি থাকতে হবে।’’

আর্জেন্টিনার কাছে ৬ গোল খাওয়া সেই ব্রাজিলই এখন সবার ওপরে

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

আর্জেন্টিনার কাছে ৬ গোল হজম করে দক্ষিণ আমেরিকান অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে নিজেদের যাত্রা শুরু করেছিল ব্রাজিল। এরপর কলম্বিয়ার কাছেও গ্রুপ পর্বের ম্যাচে হেরে গিয়েছিল তারা। তবে চূড়ান্ত পর্বে এসে ব্রাজিলকে এখন যেন ভিন্ন রূপেই দেখা যাচ্ছে। দারুণ নৈপুণ্য দেখিয়ে ব্রাজিলের যুবরা জিতেছে টানা তিন ম্যাচ। এখন চূড়ান্ত পর্বে সবার ওপরেও অবস্থান করছে তারা। সর্বশেষ ব্রাজিল আজ ৩-১ গোলে হারিয়েছে প্যারাগুয়েকে। একই সময়ে অন্য ম্যাচে জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনাও। আর্জেন্টাইন যুবরা কলম্বিয়াকে হারিয়েছে ১-০ গোলে। নিজ নিজ ম্যাচ জেতার মধ্য দিয়ে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপে নিজেদের জায়গাও নিশ্চিত করেছে ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। এ বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে যুবদের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে চিলিতে। তিন ম্যাচ শেষে চূড়ান্ত পর্বে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দুই দলেরই পয়েন্ট ৯। কিন্তু গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে বর্তমানে শীর্ষে আছে ব্রাজিলই। এই প্রতিযোগিতার শুরুতে শিরোপার অন্যতম দাবিদার ভাবা হচ্ছিল কলম্বিয়াকে। কিন্তু চূড়ান্ত পর্বে এসে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দুই দলের কাছেই হেরেছে তারা। সব মিলিয়ে শিরোপা লড়াইটা এখন দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার মধ্যেই সীমিত হয়ে পড়েছে। আগামী শুক্রবার সকালে চূড়ান্ত পর্বের ম্যাচে মুখোমুখি হবে ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা। সেই ম্যাচ দিয়েই হয়তো মীমাংসা হবে শিরোপার। প্যারাগুয়ের বিপক্ষে আজ আক্রমণ, বল দখল এবং সুযোগ তৈরিতে পিছিয়ে ছিল ব্রাজিল। কিন্তু যে কটি সুযোগ তারা তৈরি করেছে সেগুলোকে কাজে লাগানোয় প্রতিপক্ষের চেয়ে এগিয়ে ছিল তারা। এদিন ম্যাচের ১৫ মিনিটে গুস্তাভো প্রাদোর গোলে এগিয়ে যায় ব্রাজিল। ২ মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রায়ান। ২৫ মিনিটে অবশ্য এক গোল শোধ করে প্যারাগুয়ে। তবে ৭৮ মিনিটে গোল করে ব্রাজিলের জয় নিশ্চিত করেন আলিসন সান্তানা। অন্য ম্যাচে আর্জেন্টিনার সঙ্গে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছিল কলম্বিয়া। তারা পেয়েছিল দারুণ কিছু সুযোগও। কিন্তু সেই সব সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় তারা। অন্য দিকে বেশ কয়েকটি সুযোগ হাতছাড়া করার পর ঠিকই কাঙ্ক্ষিত গোলটি আদায় করে নেয় আর্জেন্টিনা। ম্যাচের ৮৬ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন ইয়ান সুবিয়াব্রে। এই গোলই শেষ পর্যন্ত গড়ে দেয় ম্যাচের ভাগ্য।

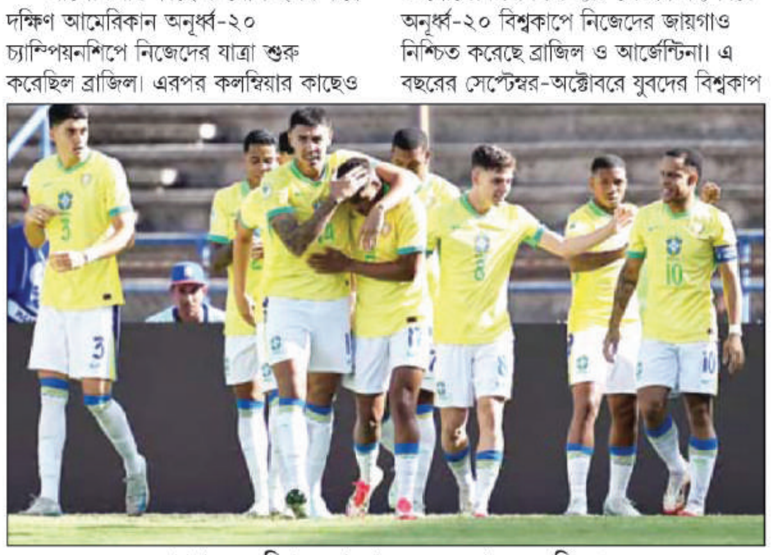

প্যারাগুয়ের বিপক্ষে দারুণ এক জয় পেয়েছে ব্রাজিল।

কলম্বিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার গোল উদযাপন।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com